পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1493, Saturday, October 08, 2022 FREE www.parichoy.com

আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি গুম হয় - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- টানা ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতি ২ হাজার কোটি টাকা-৫ম পাতায়
- ডিজিটাল জীবনযাত্রার বৈশ্বিক সূচকে ২৭ ধাপ এগোল বাংলাদেশ-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি ৫৩% বেড়েছে-৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে অবিশ্বাস্য গতিতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম-৬ষ্ঠ পাতায়
- গাঁজার ব্যবহার অপরাধ নয় : প্রেসিডেন্ট বাইডেন-৭ম পাতায়
- ইউক্রেনকে ৬২৫ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-৭ম পাতায়
- বাংলাদেশের মতো বেশি মন্ত্রী কোনো দেশে দেখা যায় না : সেমিনারে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম-৮ম পাতায়
- 'পুলিশ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কাজ করে': বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল-৯ম পাতায়
- বাংলাদেশে কি আবার সহিংস জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটতে যাচ্ছে?-১০ম পাতায়
- পর্যাপ্ত অর্থায়ন না পেলে এসডিজি অর্জন করা যাবে না : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন - ১০ম পাতায়
- নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কেউ নির্বাচনে যাবে না : নজরুল ইসলাম খান-১০ম পাতায়

পুতিনের নিউক্লিয়ার টার্গেট : কী, কেন, কী হবে?

পারমাণবিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে বিশ্ব -প্রেসিডেন্ট বাইডেন

বিস্তারিত ১৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে মানবাধিকার, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে কথা বললেন মার্কিন উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
ফ্রি কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

খলিল বিরিয়ানী হাউজ
স্বাদ মাশাল্লাহ
দেশীয় খাবারের সবটুকু আয়োজন নিয়ে নতুন রূপে
Md Khalilur Rahman

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan CEO
Open 7 Days A Week
e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Moinul Islam
917-535-4131
MOINUL4@GMAIL.COM
Buy Sell Rent Invest
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Short Sale
Mega Homes Realty

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশে মানবাধিকার, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে কথা বললেন মার্কিন উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ওয়াশিংটন ডিসি: বাংলাদেশে মানবাধিকার; অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই সাথে রাশিয়ার অবৈধ আগ্রাসনের মুখে ইউক্রেনের জনগণের প্রতি দেশটির প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেছেন উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী (ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট) ওয়েন্ডি শারম্যান।

যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলমের সাথে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী (ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট) ওয়েন্ডি শারম্যান নিজ দেশের এমন অবস্থানের কথা আবারো স্পষ্ট করেছেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র নেড প্রাইস।

ওই বৈঠকের পর স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে নেড প্রাইস বলেন, "ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট ওয়েন্ডি শারম্যান আজ (যুক্তরাষ্ট্র সময় ৭ অক্টোবর) বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে দেখা করেছেন। গত ৪ অক্টোবর মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে দায়িত্ব পালনকালে নিহত তিন বাংলাদেশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীর প্রতি সমবেদনা জানান ডেপুটি সেক্রেটারি। রাশিয়ার অবৈধ আগ্রাসনের মুখে ইউক্রেনের জনগণের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন ডেপুটি সেক্রেটারি। আমাদের দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করার সময়ে ডেপুটি সেক্রেটারি *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ডিজিটাল জীবনযাত্রার বৈশ্বিক সূচকে ২৭ ধাপ এগোল বাংলাদেশ

বৈশ্বিক সূচক ডিজিটাল কোয়ালিটি অব লাইফ ইনডেক্সে (ডিকিউএল) গত বছরের তুলনায় চলতি বছর ২৭ ধাপ উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের।ডিজিটাল জীবনযাত্রা কিংবা প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনে ডিজিটাল সুবিধার ব্যবহার ও ভোগ সম্পর্কিত এ সূচকে চলতি বছরের ৭৬তম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে এ অবস্থান ছিল ১০৩।

ডিকিউএল সূচকটি পরিচালনা করে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

টানা ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতি ২ হাজার কোটি টাকা

ঢাকা: ফ্যাশন অ্যান্ড লাইফ স্টাইল ইনফ্লুয়েন্স প্রতিষ্ঠানের সারা দেশে ফলোয়ার (অনুসরণকারী) প্রায় ৮ লাখ। এ প্রতিষ্ঠানের ৭০ শতাংশই অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম। গত ৪ অক্টোবর মঙ্গলবার সঞ্চালন লাইনে বিদ্যুতের বড় ধরনের বিপর্যয়ে অনলাইনভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠানসহ দেশব্যাপী আড়াই হাজার ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য অফলাইনে চলে যায়। একই কারণে এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন ব্যাহত হয় রপ্তানিমুখীসহ সব ধরনের শিল্পে।

পাশাপাশি ক্ষতির মুখে পড়েন দেশের মার্কেট, বিপণিবিতানসহ পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা। বন্দরের কার্যক্রমসহ সব ধরনের সেবামূলক খাতে নেমে আসে বিপর্যয়। সংশ্লিষ্টদের মতে, বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

প্রসঙ্গত, সঞ্চালন লাইনে বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় মঙ্গলবার দেশের প্রায় অর্ধেক অংশ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। অন্ধকারে ডুবে যায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের প্রায় সব জেলা। এদিন দুপুর ২টা ৫ মিনিটে জাতীয় গ্রিড ট্রিপ হওয়ায় এই বিপর্যয় ঘটে। তবে রাত ৮টার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ আসা শুরু করে।

জানতে চাইলে বিকেএমইএ নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম জানান, রপ্তানিমুখী শিল্পের একদিনে যা উৎপাদন হতো, এর এক-তৃতীয়াংশ কম হয়েছে মঙ্গলবার। দুপুরে যখন বিদ্যুৎ চলে যায়, ওই সময় জেনারেটর দিয়ে অনেকে এক আর্থিকভাবে বিভিন্ন খাতে ২ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে।

থেকে দুই ঘণ্টা উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখেন। কিন্তু বিদ্যুৎ সারা দিনে আসবে না-এমন খবর জানতে পেরে অনেকে বন্ধ করে চলে যান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, ২০২১-২২ অর্থবছরের হিসাবে অর্থনীতিতে একদিনে সেবা খাতের অবদান ৫ হাজার ৫৪৩ কোটি টাকা, শিল্প খাতের (বড়, মাঝারি ও ছোট) ২ হাজার ৪০১ কোটি টাকা এবং পাইকারি ও খচরা ব্যবসার অবদান ১ হাজার ৫৬৮ কোটি টাকা। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতের অবদান ১১০ কোটি টাকা এবং গ্যাসের ২২ কোটি টাকা। মঙ্গলবার দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকায় ৬ ঘণ্টা সব ধরনের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ফলে ওই হিসাবে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি খাতে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাব্য অঙ্ক ২ হাজার ১৮ কোটি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ৫০ লাখ ভিডিও সরিয়ে নিলো টিকটক

ঢাকা: বাংলাদেশের প্রায় ৫০ লাখ ভিডিও সরিয়ে নিয়েছে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটক। ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এ তথ্য জানিয়েছেন।

গত ৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মন্ত্রী ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'টিকটক কথা শুনতে শুরু করেছে।' পোস্টের সঙ্গে মন্ত্রীর দেওয়া স্ক্রিনশটে দেখা যায়, বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে টিকটক বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ লাখ ভিডিও সরিয়েছে।

টিকটক গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

উলফা নেতা অনুপ চেটিয়ার কন্যাকে বিয়ে করলেন বাংলাদেশি যুবক

জেরাইগাঁও,আসাম: ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠন উলফার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও জেনারেল সেক্রেটারি গোলাপ বড়ুয়া ওরফে অনুপ চেটিয়ার কন্যাকে বিয়ে করেছেন বাংলাদেশি এক যুবক। ভারতের অনলাইন ডেকান হেরাল্ডের এক খবরে বলা হয়েছে, ওই বাংলাদেশি যুবকের নাম অনির্বাণ চৌধুরী। তাদের বাসা ঢাকার

অভিজাত আবাসিক এলাকা ধানমন্ডিতে। অনুপ চেটিয়া যখন বাংলাদেশের জেলে বন্দি ছিলেন তখন তার মেয়ে বন্যা বড়ুয়া পড়াশোনা করতেন ঢাকার মাস্টারমাইন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। সেখানেই সহপাঠী অনির্বাণ চৌধুরীর প্রেমে পড়ে যান তিনি। তখন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসামের (উলফা) বিদ্রোহ একেবারে চরম পর্যায়ে। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি ৫৩% বেড়েছে

ঢাকা: একক বাজার হিসেবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় রফতানি গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি চলতি বছরের প্রথম আট মাসে বাংলাদেশ থেকে ৬৬৪ কোটি ডলারেরও বেশি পোশাক পণ্য আমদানি করেছে। জানুয়ারি-আগস্ট পর্যন্ত আমদানি বেড়েছে ৫৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (ওটিইএক্সএ) এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২ সালের আট মাস জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৬৬৪ কোটি ৮ লাখ ৩২ হাজার ডলারের পোশাক আমদানি করেছে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি বা স্বল্পমেয়াদি কোনো ধরনের আশঙ্কাই নেই। বিষয়টি আমি নিশ্চিত করতে পারি। এটুকু ব্যবস্থা আমরা নিতে পেরেছি।- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নভেল করোনাভাইরাসজনিত মহামারী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আগামীতে বৈশ্বিক খাদ্য সংকটের আশংকা থাকলেও এতে বাংলাদেশের খুব ক্ষতি হবে না - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবুল মোমেন

'১৯৯১ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর যাবত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নারী। তবুও নারী কোথাও নিরাপদ নয়।-জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব

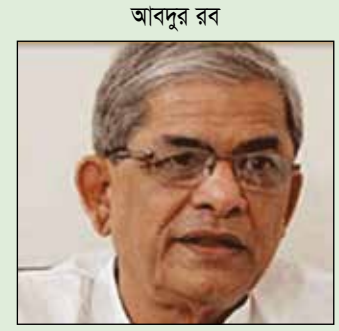

বিএনপির দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে।- বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যুক্তরাষ্ট্রে অবিশ্বাস্য গতিতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম

নিউ ইয়র্ক: প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে ধাক্কা লেগেছে, সেটা সামলাতে না সামলাতেই শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।

যে দেশগুলোতে এই যুদ্ধের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে, তার অন্যতম যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে জিনিসপত্রের দাম সাধারণ যুক্তরাষ্ট্রদের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে অবিশ্বাস্য গতিতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। দেশটিতে ১৯৭০-এর দশকের পর দ্রব্যমূল্য কখনো এতটা বাড়েনি। বিশেষ করে গত এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ কিংবা তারও বেশি বেড়েছে কোনো কোনো জিনিসের দাম।

ডিমের কথাই ধরা যাক। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে এক কার্টন ডিমের দাম তিন ডলারেরও বেশি (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩১৩ টাকা)। অথচ ২০২১ সালের শুরুতে এর দাম ছিল দেড় ডলারেরও কম। গরু, মুরগি, মাছের দামও এভাবে বেড়েছে। মুদি দোকানে যেসব জিনিসপত্র বিক্রি হয়, গত এক বছরে সেগুলোর

দাম বেড়েছে ১৩.৫ শতাংশ।

এড্ডা চার্বন নামের এক মার্কিনি বলছেন, করোনার সময় যে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেটা এখন কঠিনতর হচ্ছে। মহামারির সময় অর্থ বাঁচাতে মানুষ রেস্টুরেন্টে খাওয়া ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। জিনিসপত্রের দামের কারণে এখন ঘরে রান্না করে খাওয়াও মুশকিল হয়ে পড়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, একটি-দুটি নয়, নানা কারণ মিলিয়ে পরিস্থিতি এখানে এসে পৌঁছেছে। মহামারি ও যুদ্ধের পাশাপাশি খারাপ আবহাওয়ার কারণে শস্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এ ছাড়া বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার কারণে কমে গেছে ডিমের সরবরাহ।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ যতটা যৌক্তিকই হোক না কেন, এ পরিস্থিতিতে সাধারণ যুক্তরাষ্ট্ররা আঙুল তুলছেন বাইডেন প্রশাসনের দিকে। তারা বলছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন বাইডেন। আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলে এর প্রভাব পড়তে পারে।

সূত্র : বিবিসি

ফেসবুক ১২ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে

নিউ ইয়র্ক: বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম মেটা প্ল্যাটফর্মের ফেসবুক অন্তত ১২ হাজার কর্মী ছাঁটাই করতে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপন থেকে আয় কমে যাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে ফেসবুক।

ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে সংকটের মুখে আছে ফেসবুক। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর গত ১৮ বছরে এত বড় সংকটের মুখে পড়ে ফেসবুক। এই সংকট কাটাতেই এবার অন্তত ১৫ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে ফেসবুক।

সম্প্রতি কর্মীদের সঙ্গে এক অফিশিয়াল প্রশ্নোত্তর পর্বে ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ বলেছেন, ফেসবুকের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনাপ্রক্রিয়ায় সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। এ কারণে পুরো কোম্পানি থেকে মোট কর্মীর ১৫ শতাংশ (১২ হাজার) ছাঁটাই করার জন্য নির্বাচন করা উচিত।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়ে গত সপ্তাহে মেটার একজন কর্মী ব্লাইন্ড অ্যাপে পোস্ট করে জানিয়েছেন। প্রযুক্তিকর্মীদের কাছে ব্লাইন্ড অ্যাপ বেশ জনপ্রিয়। এই প্ল্যাটফর্মে বেনামে পোস্ট করা যায়। তবে এর জন্য কোনো কোম্পানির সঠিক একটি ইমেইল ঠিকানার দরকার হয়।

মেটার ওই কর্মী পোস্টে লিখেছেন, এই ১৫ শতাংশ কর্মী সম্ভবত কর্মদক্ষতার ওপর নির্বাচন করা হবে। এরপর তাঁদের ছাঁটাই করা হবে। এই পোস্টে মেটার শত শত কর্মী মন্তব্য করেছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মেটার একজন কর্মী বলেছেন, ফেসবুকের কর্মী পর্যালোচনাপ্রক্রিয়ায় যেসব কর্মী ভালো কাজ করেন বা লক্ষ্যমাত্রার একটু কম কাজ করেন তাঁদের সাধারণত ছাঁটাই করা হয় না। আবার অনেকেই নির্ধারিত

লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে কাজ করেন। তাঁদের নতুন কোনো পদে সরিয়ে দেওয়া হয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়। এটাই মূলত গোপনে ছাঁটাইপ্রক্রিয়ার একটি অংশ।

এদিকে গত সপ্তাহে মেটা ঘোষণা দিয়েছে, বিশ্বজুড়ে মন্দার আশঙ্কা প্রকট হওয়ায় এই মুহূর্তে মেটায় কর্মী নিয়োগপ্রক্রিয়া বন্ধ থাকবে।

কর্মীদের সঙ্গে সাপ্তাহিক অফিশিয়াল প্রশ্নোত্তর পর্বে মার্ক জাকারবার্গ বলেন, 'আমি আশা করেছিলাম, অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সবকিছু দেখে তেমন মনে হচ্ছে না। এ কারণে আমরা একটু রক্ষণশীলভাবে পরিকল্পনা নিতে চাই।' তিনি আরও বলেন, মেটা সব কটি টিমের বাজেট কমিয়ে দেবে।

গত জুনে মেটা বলেছিল, তারা চলতি বছর প্রকৌশলী নিয়োগ ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনবে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ১০ ধনীর তালিকায় নেই ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ। বিপুল সম্পদ হারিয়ে তিনি দেশটির শীর্ষ ১০ ধনীর তালিকা থেকে ছিটকে পড়েছেন। মার্কিন সাময়িকী ফোর্বসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ফোর্বস বলছে, ২০১৫ সালের পর এই প্রথম জাকারবার্গ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ১০ ধনীর তালিকার বাইরে চলে গেলেন। সম্প্রতি ফোর্বস যুক্তরাষ্ট্রের ৪০০ শীর্ষ ধনীর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকা অনুযায়ী জাকারবার্গ এখন যুক্তরাষ্ট্রের ১১তম শীর্ষ ধনী।

সিএনএনের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের ৪৭৫ মিলিয়ন ডলারের 'মানহানি'র মামলা

ফোর্ট লডারডেল: টেলিভিশন চ্যানেল কেবল নিউজ নেটওয়ার্ক বা সিএনএনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত সোমবার (৩রা অক্টোবর) ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলের ফেডারেল আদালতে ৪৭৫ মিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলা করেন তিনি।

কী বলা হয়েছে অভিযোগে: সিএনএন ট্রাম্প সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্য উপেক্ষা করে নেতিবাচক তথ্য তুলে ধরেছে। সংবাদের একটি 'বিশ্বস্ত' উৎস হিসেবে সিএনএন দর্শক ও পাঠকের কাছে ট্রাম্প সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফলতে সক্ষম হচ্ছে।

সিএনএন ট্রাম্পকে নিয়ে মিথ্যা, বানোয়াট প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে চলেছে বলে রেকর্ড আছে। এমনকি কিছু বিষয় তারা এমনভাবে প্রকাশ করেছে, যার সঙ্গে ট্রাম্প যুক্ত নন। সিএনএন ট্রম্পকে বর্ণবাদী, রাশিয়ার দালাল, বিদ্রোহী এমনকি হিটলারের সঙ্গেও তুলনা করেছে। মূলত সিএনএন মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে ব্যবহার করে অরাজনৈতিকভাবে ট্রাম্পকে পরাজিত করার চেষ্টা করেছে।

২৯ পৃষ্ঠার মামলায় অভিযোগপত্রে ট্রাম্পের দাবি, সিএনএন বরাবরই তার তীব্র সমালোচনা করে আসছে। তবে সম্প্রতি তারা ট্রাম্পের প্রতি আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়েছে।

সিএনএনের ধারণা, ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে লড়বেন। ট্রাম্প রিপাবলিকান আর সিএনএন রাজনৈতিকভাবে বাম দল ঘেঁষা, তাই সিএনএনকে ব্যবহার করে ট্রাম্পকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তবে মামলার বিষয়ে সিএনএনের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য জানানো হয়নি।

ফের টুইটার কেনার প্রস্তাব দিয়েছেন ইলন মাস্ক

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের গাড়িনির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী ও বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক টুইটার কেনার প্রকৃয়ায় ফিরেছেন। টুইটারে ইলন মাস্কের ফেরার খবরে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারমূল্য ১২ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ৪৭ দশমিক ৯৩ মার্কিন ডলারে উঠে যায়। এদিকে, ইলন মাস্কের কোম্পানি টেসলার শেয়ারদরও ১.৫ শতাংশ বেড়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার ব্লুমবার্গ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টুইটার কেনার প্রস্তাব দিয়ে একটি চিঠি কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়েছেন ইলন মাস্ক। কিন্তু বিষয়টি গোপনীয় হওয়ায় এ বিষয়ে কেউ মুখ খোলেননি। অবশ্য টুইটার কেনা নিয়ে ইলন মাস্ক ও টুইটার কর্তৃপক্ষের মধ্যে জল ঘোলা কম হয়নি। ইলন মাস্ক টুইটার কেনার জন্য ৪৪ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন গত এপ্রিল মাসে। কিন্তু টুইটারের প্রকৃত অ্যাকাউন্ট কত আর কতোইবা ফেক বা বট তা নিয়ে মতবিরোধ চলছিল। এ নিয়ে সঠিক তথ্য না পেয়ে টুইটার কেনার প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছিলেন মাস্ক।

হোয়াইট হাউসে দিওয়ালি উদযাপনের পরিকল্পনা

ওয়াশিংটন ডিসি: হোয়াইট হাউসে হিন্দু ধর্মের অন্যতম উৎসব দিওয়ালি উদযাপনের পরিকল্পনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত ৫ই অক্টোবর বুধবার প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র এ তথ্য জানিয়েছেন। তবে উদযাপনের সূচি ও প্রস্তুতির বিস্তারিত এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

১০ লাখ ফেসবুক ব্যবহারকারীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরির আশঙ্কা

নিউ ইয়র্ক: ১০ লাখ ফেসবুক ব্যবহারকারীর লগইন তথ্য চুরি হয়ে থাকতে পারে বলে জানিয়েছে মেটা। শুক্রবার (৭ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।তারা বলছে, অ্যাপল এবং গুগলের অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করা কিছু অ্যাপের নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কারণে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের তথ্য চুরি হয়ে থাকতে পারে। মেটা জানিয়েছে, তারা এই বছর অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস-এ ৪০০টিরও বেশি ম্যালওয়্যার অ্যাপ শনাক্ত করেছে। অ্যাপগুলো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের লগইন তথ্য চুরি করে। মেটা বলছে, এই ম্যালওয়্যারযুক্ত অ্যাপগুলো সরানোর জন্য অ্যাপল এবং গুগলকে জানানো হয়েছে।

ফেসবুক বলেছে, ফটো এডিটর, মোবাইল গেম বা হেলথ ট্র্যাকার অ্যাপগুলো মূলত তথ্য চুরি করে। অ্যাপল বলেছে, সমস্যাযুক্ত ৪০০টি অ্যাপের মধ্যে ৪৫টি অ্যাপ স্টোর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অ্যালফাবেটের একজন মুখপাত্র বলেছেন, গুগল সব ক্ষতিকারক অ্যাপ সরিয়ে দিয়েছে স্টোর থেকে।

মেটার গ্লোবাল থ্রেট ডিসরাপশনের পরিচালক ডেভিড অ্যাগ্রানোভিচ বলেছেন, সাইবার অপরাধীরা জানেন যে এ ধরনের অ্যাপগুলো কতটা জনপ্রিয়। তারা তাই এ ধরনের থিম ব্যবহার করে প্রতারণার

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

গাঁজার ব্যবহার অপরাধ নয় -প্রেসিডেন্ট বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: গাঁজা ব্যবহার কোনো অপরাধ হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পাশাপাশি এই অপরাধে যেসব মার্কিনি কারাগারে আছেন, তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন তিনি। স্মর্তব্য যে, নির্বাচনী ইশতেহারে গাঁজা বৈধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি।

গত ৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এই নির্বাহী আদেশ জারি করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। আদেশে বলা হয়, 'ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য' গাঁজা বহন এখন থেকে আর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। এ ব্যাপারে চলমান মামলাগুলোও তুলে নেওয়া হবে। তাতে কারাগার থেকে মুক্তি পাবেন হাজার হাজার মার্কিনি।

গাঁজা বহনের অপরাধে যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মামলা চলমান। মামলাগুলো বাতিল করা হলে দোষীরা কর্মসংস্থান, আবাসন এবং শিক্ষার সুযোগ পেতে এত দিন যেসব বাধার সম্মুখীন হতেন, সেগুলো দূর হয়ে যাবে।

বাইডেন তার আদেশে বলেন, গাঁজা ব্যবহারের জন্য কেউ কারাগারে থাকবেড়এটা কোনো কাজের কথা নয়। এই অপ্রয়োজনীয় শাস্তির কারণে অনেক মার্কিনির জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। তাই রাজ্য পর্যায়েও গাঁজা বহনের জন্য দোষী সাব্যস্তদের ক্ষমা ঘোষণা করতে গভর্নরদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ডেমোক্রেটিক নেতা জো বাইডেন নির্বাচনী ইশতেহারে গাঁজা বৈধ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে জয়ী হওয়ার পর দেড় বছরের বেশি সময় ধরে এ ব্যাপারে তিনি নীরবতা পালন করেছেন। মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে এবার গাঁজা বৈধ করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন তিনি।

ধীরে চলো নীতিতে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র শ্রম সম্পর্ক বিষয়ে ঢাকা

তাসনিম মহসিন : তাজরীন অগ্নিকাণ্ড ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনার আগে থেকেই দেশের কর্মপরিবেশ, শ্রমমান ও শ্রম অধিকার নিয়ে সরব যুক্তরাষ্ট্র। আর এ দুটি দুর্ঘটনার পর মার্কিন বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের বিশেষ শুল্ক ছাড় সুবিধা জিএসপি স্থগিত হয়। এ ছাড়া আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, আটক অবস্থায় নির্যাতন, সমাবেশ করার অধিকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সুশীল সমাজের স্থান সংকোচন, পুলিশের বল প্রয়োগ, গণতান্ত্রিক পরিবেশসহ বিভিন্ন মানবাধিকার ইস্যুতে বাংলাদেশের সমালোচনা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। আর এখন এগুলোর পাশাপাশি দেশে শ্রম অধিকারের বিষয়েও জোর দিচ্ছে ওয়াশিংটন। তবে এ ক্ষেত্রে 'ধীরে চলো' নীতি অবলম্বন করছে ঢাকা।

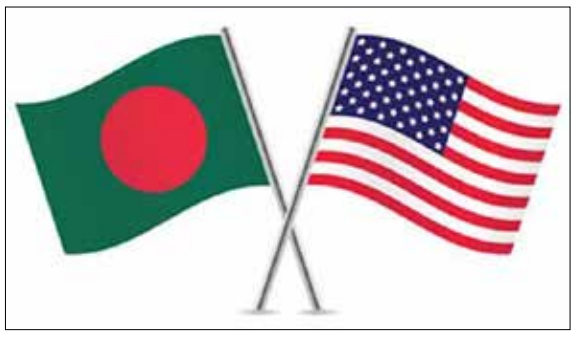

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, শুধু শ্রম বিষয় নিয়ে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসতে যাচ্ছে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র। চলতি মাসের শেষে দুই দেশের মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল ঢাকা সফরের বিষয়ে আগ্রহ জানিয়েছিল। তবে শ্রম বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যেহেতু প্রথম বৈঠক, তাই এটিকে দুই দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে পরিচিতি আবহে রাখতে চায় বাংলাদেশ। তাই ঢাকা সফরের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলকে নিরুৎসাহিত করে প্রথম বৈঠকটি ভার্চুয়ালি করার বিষয়ে জানিয়েছে বাংলাদেশ।

অক্টোবরের শেষে বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করে নাম না প্রকাশের শর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, তারা বাংলাদেশ সফরের আগ্রহ জানিয়েছিল। তবে প্রথম বৈঠক দেখে এটিকে ভার্চুয়ালি করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। তারা ঢাকায় এলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখবে, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবে- এ বিষয়টি এখনই চাচ্ছে না ঢাকা।

যুক্তরাষ্ট্রের কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন- জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখনও এটি নিশ্চিত হয়নি। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির জন্য সৌদি ও রাশিয়াকে দুষলেন বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: গ্যাসের দাম বৃদ্ধির জন্য সৌদি আরব ও রাশিয়াকে দোষারোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মেরিল্যান্ডে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেছেন, 'রুশ ও সৌদিরা যা করছে তার কারণেই দাম বাড়ছে।' তেল উৎপাদক ও রফতানিকারক দেশগুলোর জোট ওপেক প্লাসের তেল উৎপাদন কমানোর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে নাখোশ হয়ে শুক্রবার এমন মন্তব্য করেছেন তিনি। এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে তুরস্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি।

গত ৫ অক্টোবর তেল উৎপাদন কমানোর বিষয়ে একমত হয় সৌদি আরব ও রাশিয়াসহ ওপেক প্লাসভুক্ত দেশগুলো। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিদিন ২০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন কমাবে এই জোটের সদস্য দেশগুলো। এই ঘোষণার পরই বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়তে শুরু করে। এরইমধ্যে দাম বেড়েছে ১০ শতাংশেরও বেশি।

বিশ্ব অর্থনীতিকে চাঙা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও তেলের দাম কমানো ও উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে ওপেক প্লাসের নেওয়া এমন সিদ্ধান্তে হতাশ হয় ওয়াশিংটন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিকল্প খুঁজে বের করারও ইঙ্গিত দিয়েছেন বাইডেন। কর্মকর্তারা বলছেন, কৌশলগত রিজার্ভ থেকে প্রায় এক কোটি ব্যারেল তেল ছাড়ের অনুমোদন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব আটকে দিতে চাইছেন বাইডেন।

কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, বাইডেন প্রশাসন ভেনিজুয়েলার ওপর নিষেধাজ্ঞা কমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে যাতে শেভরন কর্পোরেশনকে সেখানে তেল পাম্পিং পুনরায় শুরুর অনুমতি দেওয়া যায়।

ইউক্রেনকে ৬২৫ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ডিসি: মিত্র ইউক্রেনকে ৬২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সামরিক সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যার মধ্যে হাই মোবিলিটি আর্টিলারি রকেট সিস্টেম (হিমারস) লঞ্চারও রয়েছে। ওয়াশিংটনের এ পদক্ষেপ যুদ্ধকে আরও দীর্ঘায়িত ও ঝুঁকিপূর্ণ করবে বলে সতর্ক করেছে মস্কো।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারির পর রাশিয়া ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের যেসব অঞ্চল দখল করেছিল, কিয়েভ এখন সেগুলো পুনরুদ্ধার করছে।

এমন পরিস্থিতি গত মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেছেন। এর একদিন পরই সামরিক সহায়তার এ ঘোষণা দিলেন তিনি।

আগ্রাসন মোকাবিলায় ইউক্রেন যতদিন রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে, ততদিন (যুক্তরাষ্ট্রের) সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

বাইডেনের সঙ্গে আলাপকালে জেলেনস্কি বলেন, তার বাহিনী 'স্বল্প সময়ে' নিজেদের 'শক্তিশালী রূপে' দাঁড় করিয়েছে এবং রুশ সেনাদের দখলে থাকা কয়েক ডজন গ্রাম পুনরুদ্ধার করেছে।

আর কিয়েভের প্রতি ওয়াশিংটনের অব্যাহত সমর্থনের ওপর জোর দিয়েছেন বাইডেন। হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রুশ আগ্রাসন মোকাবিলায় যতদিন ইউক্রেন লড়াই চালিয়ে যাবে, ততদিন (যুক্তরাষ্ট্রের) এ সমর্থন অব্যাহত থাকবে।'

এর আগে, গত ২৩ সেপ্টেম্বরের এক গণভোটের মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে নিজের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এক করার আনুষ্ঠানিকতা শুরু করে রাশিয়া। তবে মস্কোর এই গণভোটকে প্রত্যাখ্যান করেছে কিয়েভ ও ওয়াশিংটনসহ তাদের পশ্চিমা মিত্ররা।আলজাজিরা

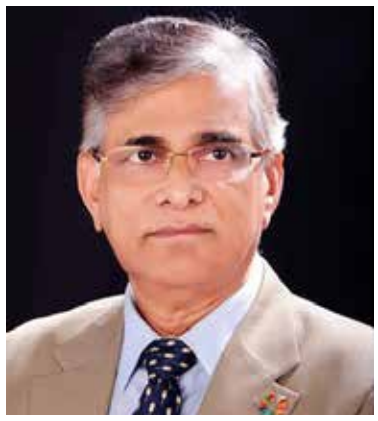

বাংলাদেশের মতো বেশি মন্ত্রী কোনো দেশে দেখা যায় না

-সেমিনারে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম

ঢাকা: বাংলাদেশে ৫৫টা ডিভিশন ৪৮ জন মন্ত্রী। এত বড় সরকার বা মন্ত্রী কোনো দেশে দেখা যায় না। যুক্তরাজ্যে সাতজন ও যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ জন মন্ত্রী। আমাদের দেশে সমন্বয়ক্ষেপণ তো হবেই। এত বড় মন্ত্রিপরিষদের জন্য আমাদের দেশে সমন্বয়হীনতা দেখা যায়। তিনি আরো বলেন, সবকিছু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে নেয়ার একটা প্রচেষ্টা চলে। সবকিছু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যেতে হবে কেন? সবার উচিত সুন্দর, কার্যকর জবাবদিহিমূলক নগর সরকার প্রতিষ্ঠা করা। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ২রা অক্টোবর রোববার এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। 'রাজধানী পরিকল্ ও উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনার এবং মুক্ত আকাশের ধ্রুবতারা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সরকারের প্রশংসাও করেন। তিনি বলেন, আমাদের সরকার গৃহহীনদের গৃহের ব্যবস্থা করেছে। আমরা পরিকল্পিত নগরের জন্য উৎসাহিত করছি। সরকার সব শ্রেণীর মানুষের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করাকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে।

প্রতিমন্ত্রী নগরের কাজের সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করে আরো বলেন, একটি দেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থাকলে সমন্বয়ের সমস্যা থাকবেই। বিদেশে কয়েকটা নগর মিলে একজন গভর্নর আছে। এ দেশে সে চিন্তা করা যায় কিনা। যিনি নগরের সবকিছু দেখবেন। আমাদের দেশের নগর ব্যবস্থাপনার মডেল কলকাতা ও দিল্লির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই আমাদের গতানুগতিক চিন্তার বাইরে আসা দরকার।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নগর গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিঞা, পিএএ এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী ও পরিকল্পনাবিদ মো. এমদাদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুক্ত আকাশের ধ্রুবতারার উপদেষ্টা সম্পাদক ও রিহ্যাবের সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী মো. আব্দুল আউয়াল। স্বাগত বক্তব্য দেন মুক্ত আকাশের ধ্রুবতারার সম্পাদক ও প্রকাশক মো. শামসুল আলম। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলী, পেশাজীবী ও মুক্ত আকাশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, রাজউকের কর্মী দল অদক্ষ, গাজীপুরে প্ল্যান হচ্ছে, ঢাকায় হচ্ছে। কিন্তু করছেনটা কী! কাজের কাজ হচ্ছে না। সবার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে তার জন্য প্রয়োজন সবার আগে দরিদ্র, বস্তিবাসীদের জন্য কিছু করা।

সভাপতির বক্তব্যে মো. আব্দুল আউয়াল বলেন, আমরা এ দেশের নাগরিকদের কাছে দায়বদ্ধ। আমরা যদি ভাবি দেশের জন্য কী করলাম তাহলে আমাদের থেকে দেশ ভালো কিছু পাবে। সারা দেশ থেকে সব মানুষ ঢাকায় আসছে, সুতরাং আমাদের এই শহরকে বাঁচাতে হবে। আর এর প্রধান দায়িত্ব সরকারের।

অনুষ্ঠানে দেশের প্রথিতযশা ৫০ জন পেশাজীবীর জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রকাশিত 'মুক্ত আকাশের ধ্রুবতারা' নামে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিরা।

বিচার নেই বলে বাংলাদেশে বাড়ছে শিশু ধর্ষণের ঘটনা

ঢাকা: বাংলাদেশে শিশু ধর্ষণের ঘটনা বেড়েই চলছে। আইন, প্রচার, সচেতনতা কোনো কিছু কাজে আসছে না। আর এই ধর্ষণের ঘটনায় বিচারও পাওয়া যাচ্ছে না। ধর্ষকেরা যেন অপ্রতিরোধ্য।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, পরিবার এবং পরিচিত পরিবেশেই শিশুরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে বেশি। এই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে শিশুদের ধর্ষকদের হাত থেকে রক্ষা করা কঠিন। আর এই শিশুরা পরবর্তী জীবনে দুঃসহ মানসিক এবং শারীরিক কষ্ট নিয়ে বেড়ে উঠছে।

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ৩০ সেপ্টেম্বর তাদের এক প্রতিবেদনে জানায়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট এই আট মাসে সারাদেশে ৫৭৪ জন কন্যা শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এছাড়া ৭৬ জন কন্যাশিশু যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই শিশুরা পাঁচ থেকে ১৮ বছর বয়সের। তবে অধিকাংশের বয়সই ১২ থেকে ১৪ বছর।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ধর্ষণের বিচার ১৮০ দিনের মধ্যে শেষ করার বিধি থাকলেও কার্যকর হয় না। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি বলেন, ''এটা পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে হিসাব। কিন্তু বাস্তব চিত্র আরো ভয়াবহ। সামাজিকসহ নানা কারণে অনেক ঘটনায়ই মামলা হয় না। অনেক ঘটনা প্রকাশও করা হয় না।

এদিকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের হিসাব বলছে, গত বছর(২০২১) সারাদেশে ৮১৮টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ২০২০ সালের তুলনায় যা ৩১ শতাংশ বেশি। বেশির ভাগ শিশু ধর্ষণ পারিবারিক পরিবেশে পরিচিতদের মাধ্যমেই হয়েছে বলে তাদের প্রতিবেদনে জানানো হয়। তারাও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতেই প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

চলতি বছরের প্রথম আট মাসে গড়ে ৭২ টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। যা হারের দিক থেকে গত বছরের চেয়ে বেশি। অ্যাডভোকেসি ফোরামের সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি বলেন, ''গতকাল (সোমবার) গাইবন্ধায় পাঁচ বছরের একটি শিশুকে ৫৫ বছর বয়সের এক পুরুষ ধর্ষণ করেছে। এর আগেও সে আরো তিনবার ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। ছাড়া পেয়ে আবার ধর্ষণ করছে। তাহলে এটা থেকেই বোঝা যায় কেন শিশু ধর্ষণ বাড়ছে। আইন আছে, বিচার নেই। আবার শিশুরা পরিচিত পরিবেশে, পরিবারের মধ্যেই ধর্ষণের শিকার হয় বেশি। এটা অনেক সময়ই প্রকাশ হয় না। প্রকাশ হলেও নানা দিক বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত আপস হয়। ফলে শিশু ধর্ষণ বাড়ছেই।

তিনি বলেন, ''শিশুরা সবচেয়ে দুর্বল। তারা বুঝতেও পারে না। পরিবার থেকে এব্যাপারে তাদের সচেতনও করা হয় না। আর পরিবারের লোকজন পরিচিতদের বিশ্বাস করে। যার পরিণতি নেমে আসে শিশুদের ওপর।

শিশুদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর নেটওয়ার্ক অপরাজেয় বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ওয়াহিদা বানু বলেন, ''২০১৪ সালের জরিপে দেখা যায় ধর্ষণের ৬০ ভাগ ঘটনায় থানায় কেউ অভিযোগ করে না। ২০১৬ সালে দেখা যায় মেয়েদের ৮০ ভাগ মামলা করতে যায় না।

তিনি বলেন, ''যে যত বেশি দুর্বল তারাই তত বেশি ধর্ষণের শিকার হয়। তাই শিশু এবং প্রতিবন্ধিরা ধর্ষণের শিকার হয় বেশি। আর পরিচিত পরিবেশ এবং পরিবারের মধ্যে ধর্ষণের শিকার বেশি হওয়ার কারণ রেপিস্ট জানে এই পরিবেশে তাকে ক্যাপটিভ বানানো সহজ। সে এর সুযোগ নেয়।

তার মতে, ''পারিবারিক শিক্ষা এর জন্য জরুরি। শিশুকে বিষয়টি বুঝাতে হবে। আর তারা আগে মায়ের কাছেই বলে। মাও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় তা প্রকাশ করেন না।

তিনি বলেন, ''থানা মামলা নিতে চায় না। আর মামলা নিলেও *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ঘুষ দেয়ার অপরাধে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি যুবককে জরিমানা

কুয়ালালামপুর:পুলিশকে ঘুষ দেয়ার অপরাধে বাংলাদেশি এক এস্টেটকর্মীকে ৩০০০ রিঙ্গিত জরিমানা করেছে মালয়েশিয়ার সেশন কোর্ট। গত বছর পুলিশের একজন ট্রাফিক সার্জেন্টকে ঘুষ দেয়ার দায়ে তাকে অভিযুক্ত করেছে আদালত। এ খবর দিয়ে মালয়েশিয়ার অনলাইন বারনামা বলছে, বাংলাদেশি ওই যুবকের নাম ওবায়দুল খান (৩০)। গত বছর তিনি মোটরসাইকেল চালানোর সময় মাথায় হেলমেট পরেননি। এ জন্য তার বিরুদ্ধে যাতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া না হয়, সেজন্য পুলিশের ওই সার্জেন্টকে তিনি ৫০ রিঙ্গিত ঘুষ দিয়েছিলেন। এর পক্ষে প্রমাণ পেয়েছেন বিচারক আহমাদ কামার জামালউদিন। ঘুষ দেয়ার ওই ঘটনা ঘটে ২০২১ সালের ১১ই মে বিকেল প্রায় ২টায় মানজাংয়ে। তবে ঘুষ গ্রহণ করা পুলিশের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বা হচ্ছে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

বনানীতে মেয়ের কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত তোয়াব খান

ঢাকা: বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতের প্রবাদপুরুষ, ক্ষণজন্মা সাংবাদিক দৈনিক বাংলার সম্পাদক তোয়াব খানের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। ৩রা অক্টোবরসোমবার বাদ আসর রাজধানীর বনানী কবরস্থানে মেয়ে এষা খানের কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত হন এই কিংবদন্তি। এ সময় তোয়াব খানের শুভাকাঙ্খী ও আত্মীয় স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বাদ আসর গুলশান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তোয়াব খানের তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় দৈনিক বাংলার কার্যালয়ে প্রথম জানাজা সম্পন্ন হয়। পরে শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সিক্ত হন তিনি। পরে জাতীয় প্রেসক্লাবে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

গত শনিবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তোয়াব খান। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

সম্পাদক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তোয়াব খানকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আজ সোমবার ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক শহীদুল ইসলামের উপস্থিতিতে তাকে সম্মান জানানো হয়। এ সময় সাংবাদিক তোয়াব খানের মরদেহ জাতীয় পতাকায় ঢেকে দেওয়া হয়।

শহীদ মিনারে বরেণ্য সাংবাদিক তোয়াব খানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতির পক্ষে তার কার্যালয়ের কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তার সহকারী সামরিক সচিব জিএম রাজিব আহমেদ, আওয়ামী লীগের পক্ষে দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, জাতীয় কবিতা পরিষদ, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ, সম্প্রীতি বাংলাদেশ, কুমিল্লার কাগজ, সৈয়দ রেজাউর রহমান অ্যাসোসিয়েটস একুশে পদক পাওয়া এই সাংবাদিককে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।

শ্রদ্ধা নিবেদনে পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের বলেন, 'আবদুল গাফফার চৌধুরীর পর বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে তোয়াব খান সম্ভবত সবার জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনিও অবশেষে চলে গেলেন। তার মৃত্যুতে আমাদের সংবাদপত্র জগতে এক বটবৃক্ষের বিশাল পতন হলো। এ শূন্যতা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।'

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'তিনি (তোয়াব খান) হাকডাক করতেন না, নেতাগিরি করতেন না। একেবারে নীরবেই দায়িত্ব পালন করেছেন। নিবেদিতপ্রাণ এই সাংবাদিক একাত্তরের শব্দ সৈনিক, বায়ান্নর ভাষা সৈনিক এবং বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে অনেক পছন্দ করতেন। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।'

তিনি শুধু উজাড় করে দিয়েছেন

তোয়াব খানকে নিয়ে বরেণ্য সাংবাদিক আবেদ খান বলেন, 'তোয়াব খান যে পথ তৈরি করেছেন, সে পথ পরবর্তী প্রজন্মের পথ। পরবর্তী প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকে, জাতিকে সৎ সাংবাদিকতা নিবেদন করতে পারে, সে জন্য তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানো প্রয়োজন। তোয়াব খানকে তার কর্মের মধ্যে আবিষ্কার, গ্রহণ ও ধারণ করতে হবে।'

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, 'সাংবাদিক জীবনে আমার গুরু তোয়াব খান। তার হাত ধরেই আমি দৈনিক বাংলাতে যোগদান করি। তিনি আমাদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে এমন সাহসী সাংবাদিক আর নেই। তার মৃত্যুতে সাংবাদিকতা জগতে এক বিশাল ক্ষতি হল।'

জাতীয় প্রেসক্লাবের আজীবন সদস্য ছিলেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক তোয়াব খান। শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানানো শেষে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে। পরে সেখানে মন্ত্রিসভার সদস্যসহ সাংবাদিক নেতা, সাংবাদিক সংগঠন ও সর্বস্তরের মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধায় সিক্ত হয়ে দুপুরে চিরদিনের জন্য সেই প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ ছাড়েন তিনি।

তোয়াব খানের জানাজা শেষে তার কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এ সময় তিনি বলেন, তোয়াব খান বাংলাদেশের একজন কিংবদন্তি সাংবাদিক। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধের জন্য কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব হিসেবে কাজ করেছেন, সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন এবং পিআইবির (প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ) মহাপরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'দৈনিক পাকিস্তান যখন নাম পরিবর্তন করে দৈনিক বাংলা হলো, সেটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান। আজকের দিনে দৈনিক বাংলার সম্পাদক থাকা অবস্থায় তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তার হাত ধরে বাংলাদেশের বহু প্রথিতযশা সাংবাদিকের জন্ম হয়েছে। তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃত। তার মৃত্যু আমাদের সাংবাদিকতা জগতের জন্য শুধু নয়, পুরো জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।'

তোয়াব খানের কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেন, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তোয়াব খান বাংলাদেশের বস্তুনিষ্ঠ ও সাহসী সাংবাদিকতার পথিকৃত ছিলেন। তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। তিনি সাহসী সাংবাদিকতা ও দেশপ্রেমের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আজ যারা সাংবাদিকতা পেশায় আছেন, ভবিষ্যতে আসবেন, তারা যেন তার এই আদর্শ অনুসরণ করেন। তার এই চলে যাওয়া অপূরণীয় ক্ষতি।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বলেন, 'যেকোনো *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

একজন কাউন্সিলরও যদি বলে আমাকে চায় না, থাকব না

আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি গুম হয় - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি গুম হয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, কেউ যদি অপরাধ করে বাংলাদেশে বিচার হয়, কিন্তু আমেরিকার ক্ষেত্রে বিচারই হয় না। আফগানিস্তানের ২০ বছর যুদ্ধ করল। আবার আফগানিস্তান তালেবানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে গেল। ভিয়েতনামেও তারা যুদ্ধ করেছে। আমেরিকা তো নিজেদের ব্যর্থতার কথা বলে না। এখন ইউক্রেন যুদ্ধের সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিল। এই নিষেধাজ্ঞায় ক্ষতি হয় কাদের, সাধারণ মানুষের।

গুমের অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশে গুমের যে কথা বলা হয়, একজন গুম হয়েছে বলা হলো। পরে দেখা গেল তিনি খুলনায় নিউ মার্কেটে গিয়ে ঘুরাঘুরি করছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, র‍্যাবের বিরুদ্ধে দেয়া নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্র কতটুকু তুলবে তা তিনি জানেন না। তবে যাদের দিয়ে সন্ত্রাস দমন করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ক্ষতি করা হয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

গুম নিয়ে জাতিসংঘের দেয়া তালিকা নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ''৭৬ জনের তালিকায় কী পাওয়া গেছে তা আপনারা নিজেরাই জানেন। মাকে, বোনকে লুকিয়ে রেখে আরেকজনকে শায়েস্তা করার ঘটনা ঘটছে। আবার ভারত থেকে কিছু নাগরিক পলাতক তাদের নামও সেই তালিকায় পাওয়া গেল। এটা কেমন করে হয়? এছাড়া অ্যামেরিকায় লুকিয়ে আছে এমন নামও আছে। এগুলোও তাদের জানিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''যারা আমাদের কাছে প্রশ্নগুলো করেছিল এখন মনে হয় যে, যখন দেখেছে য, ভেতরে আসলে যেমন

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি : সংগৃহীত

গুম-গুম করছে ব্যাপারটা আসলে সেরকম না, তখন তাদের কী অবস্থা, প্রশ্নটা তাদের কাছে করলে মনে হয় ভালো হয়।

জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগদান ও যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষে ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকেলে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''নিষেধাজ্ঞা তারা কতটুকু তুলবে জানি না। তবে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তারা যে ক্ষতিটা করেছে, আমরা যাদের দিয়ে এ দেশের সন্ত্রাস দমন করেছি তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার মানে কী? সন্ত্রাসীদের মদদ দেয়া। আমার এটাও প্রশ্ন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যে, তাহলে কী আমরা সন্ত্রাস দমনে সফল হওয়ায় তারা নাখোশ।

অ্যামেরিকার পরামর্শেই র‍্যাবের সৃষ্টি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শেই র‍্যাব গঠন করা হয়েছে। ''র‍্যাব সৃষ্টি করেছে কে? এটাতো অ্যামেরিকার পরামর্শেই করা হয়েছে। অ্যামেরিকা তাদের ট্রেনিং দেয়, অস্ত্রশস্ত্র, হেলিকপ্টার এমনকি তাদের ডিজিটাল সিস্টেম, আইসিটি সিস্টেম সবই অ্যামেরিকার দেয়া। ফলে অ্যামেরিকা যখন নিষেধাজ্ঞা দেয় বা অভিযোগ করে তখন আমার একটাই কথা, আপনারা যেমন ট্রেনিং দিয়েছেন তারা তেমনই কাজ করেছে। এখানে আমাদের করার কী আছে? আপনাদের ট্রেনিংটা যদি ভালো হতো তাহলে কথা ছিল।

তিনি বলেন, ''র‍্যাব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। তারাসহ পুলিশ ও অন্য কেউ যদি অপরাধ করে তাহলে তার বিচার হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ ইচ্ছা করে গুলি করে মারলেও তাদের সহসা বিচার হয় না। শুধু অনেক আন্দোলনের কারণে একটারই বোধ হয় বিচার হয়েছে। কথায় কথায় তারা গুলি করে। আমাদের কতজন বাঙালি মারা গেল। তখন কিন্তু তারা কিছু বলে না। সে কথাগুলো আমি তাদের স্পষ্ট বলেছি, আমি বসে থাকিনি।

একজন কাউন্সিলরও যদি বলে আমাকে চায় না, থাকব না

সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে টানা চার দশক ধরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিয়ে আসা শেখ হাসিনা এই কথা বলেন।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

‘পুলিশ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কাজ করে’ - বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল

ঢাকা: নির্বাচনের সময় পুলিশ সবসময় নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন।

মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) পুলিশ সদর দপ্তরে আইজিপির দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে আসেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। সেখানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি।

আইজিপি বলেন, পুলিশ সবসময় পেশাদারিত্বের সঙ্গে সবধরনের দায়িত্ব পালন করে। নির্বাচনের সময় পুলিশ নির্বাচন কমিশনের দেওয়া দায়িত্ব পালন করে। যদি কারও কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে (রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার)

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ডিজিটাল সিকিউরিটি : সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো’ ঘোষণা কি সাংবাদিকতার অন্তরায়?

ঢাকা: বাংলাদেশে সরকার ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে ‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো’ বলে ঘোষণা করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজস্ব বোর্ড, ইমিগ্রেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

দোসরা অক্টোবর এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশের সরকার। সেখানে বলা হয়েছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি ধারা অনুযায়ী এসব প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের ‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো’ বলে ঘোষণা করা হলো।

কিন্তু এর মাধ্যমে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে? বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তারা বলছেন, রাষ্ট্রীয় কিছু প্রতিষ্ঠানের তথ্য সুরক্ষার ওপর জোর দিতেই এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০১৮ সালে জারি করা ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে একটি ধারায় বলা হয়েছে, সরকারি গেজেটের মাধ্যমে সরকার কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো’ ঘোষণা কি সাংবাদিকতার অন্তরায়? - ছবি : বিবিসি

বাংলাদেশ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক মোঃ খায়রুল আমীন বলছেন, এর মাধ্যমে আসলে এসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য সুরক্ষায় জোর দেয়া হয়েছে।

তিনি বলছেন, ‘এগুলো হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এদের যদি কোনো তথ্য চুরি হয়ে যায়, সেখানে কোনো

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের পুরস্কৃত করছে বাংলাদেশ সরকার -হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

নিউ ইয়র্ক: মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরেও নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারদের পদোন্নতিসহ নানাভাবে পুরস্কৃত করছে বাংলাদেশ সরকার। বুধবার (৫ অক্টোবর) মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। এতে সংস্থাটির

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতের উপায় খুঁজে বের করার ওপর প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতের সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায় বের করতে এবং দেশের মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, ‘এই নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাবের ফলে বিশ্ব আরো জটিল হয়ে উঠছে। বিশ্ব আজ একটি কঠিন সময় পার করছে এবং বাংলাদেশও এর বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন হচ্ছে। তাই দেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে, মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দেশের অগ্রগতি ও উন্নতি অব্যাহত রাখতে এ ব্যাপারে সুপরিকল্পিত মতামত জরুরি।’

প্রধানমন্ত্রী গত ৬ অক্টোবর সকালে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে ন্যাশনাল ডিজিটাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সভায় তিনি একথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ একটি জিডিটাল দেশে পরিণত হয়েছে এবং চলমান কোভিড-১৯ অতিমারিকালে এই ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্পূর্ণ সুবিধা

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে কি আবার সহিংস জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটতে যাচ্ছে?

এম আবুল কালাম আজাদ: ''দেখানোর দরকার ছিল দেখায় দিছে, ঠেকাইতে পারে নাই। আবার যখন দরকার হবে দেখায় দিবে, ঠেকাইতে পারবে না,'' এভাবেই বলেছিলেন আল কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট (একিউআইএস)-এর সক্রিয় অনুসারী রাকিবুল ইসলাম রাকিব।

২০১৬ সালের জুলাইয়ের পর হঠাৎ জঙ্গি হামলা কেন বন্ধ হয়ে গেল বা জঙ্গিরা হামলার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন ২০১৭ সালে নওগাঁয় নেয়া এক সাক্ষাৎকারে। রাকিব সে সময় দাবি করেছিলেন, সব শ্রেণি-পেশায় তাদের লোক আছে, যারা নীরবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সময়মতো তারা বেরিয়ে আসবে। সে বছরের আগস্টে পুলিশ রাকিবকে লালমনিরহাটের বাড়ি থেকে আটক করে। যদিও পুলিশ তাকে নব্য জেএমবির প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাবি করেছিল।

সম্প্রতি সন্দেহভাজন কয়েকজন জঙ্গি আটক এবং বেশ কিছু যুবকের 'নিখোঁজ' হওয়ার খবরে এই অপশক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে অনেকের ধারণা। কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন নিকট ভবিষ্যতে জঙ্গিদের আবার সহিংস রূপে দেখা যেতে পারে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শাফিকুল ইসলামের বক্তব্যেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। গত মাসে রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন হলে পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আগামী (সংসদ) নির্বাচনের সময় জঙ্গিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে এবং এর কিছু আলামতও দেখা গেছে।

তাহলে কি ২০১৭ সালে রাকিবুল ইসলাম রাকিবের করা দাবি অনুযায়ী জঙ্গিরা আবার 'দেখিয়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে? সে সময় রাকিব পরিস্কার ইঙ্গিত দিয়েছিল যে জঙ্গি হামলা বন্ধ হলেও ভবিষ্যতে সময়-সুযোগমতো আবার তারা তৎপর হবে। জঙ্গিদের কৌশল ও জঙ্গি প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে তার দাবিটিকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

বেশ কয়েক বছর ধরে জঙ্গিবাদ নিয়ে কাজ করছে এমন দুজন পুলিশ কর্মকর্তা মনে করেন, জঙ্গি সংগঠনগুলো সহিংস তৎপরতার জন্য নির্দিষ্ট সময় ও পরিস্থিতি বেছে নেয়, যা নির্ভর করে কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জঙ্গিবাদের বৈশ্বিক প্রবণতার উপর। অন্য সময়ে তারা প্রচারণা ও কর্মী সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠনের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে ব্যস্ত থাকে। এই পর্যায়ে নিবেদিত কিছু কর্মী বাছাই করে তাদের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পর্যাপ্ত অর্থায়ন না পেলে এসডিজি অর্জন করা যাবে না-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

ঢাকা: পর্যাপ্ত অর্থায়ন না পেলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করা যাবে না এবং এগুলোর বাস্তবায়ন অসমাপ্ত থেকে যাবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেছেন, এসডিজিগুলো বাস্তবায়ন বিশ্বব্যাপী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কারণ বর্তমানে উন্নয়ন সহযোগীরা প্রস্তাবিত চাহিদার মাত্র তিন শতাংশ তহবিল দিচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (৬ অক্টোবর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ আয়োজিত 'এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের যাত্রা : আলোচনা থেকে বাস্তবায়ন' শীর্ষক সেমিনারে তিনি একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ধারণা অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী এসডিজি অর্জনের জন্য প্রতি বছর ৩ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন থেকে ১১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন।

তবে বর্তমানে, উন্নয়ন সহযোগীরা বছরে গড়ে ১৫৬ বিলিয়ন ডলার দিচ্ছে যা প্রস্তাবিত এসডিজি বাস্তবায়ন চাহিদার প্রায় ৩ শতাংশ। তিনি এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অর্থায়নকে এসডিজি বাস্তবায়নের এক নম্বর চ্যালেঞ্জ হিসাবে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধকে ঘিরে অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, তখন এসডিজিগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তান এখন দেউলিয়া হওয়ার পথে - ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার

ঢাকা: ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলেছেন, একাত্তরে পাকিস্তানি রুপির মূল্য ভারতীয় মুদ্রার মূল্যের থেকেও কম ছিল। এখন পাকিস্তানের রুপির মূল্য বাংলাদেশের টাকার মানের অর্ধেক। দেশটি এখন দেউলিয়া হওয়ার পথে।

শুক্রবার (৭ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে মুক্তিযোদ্ধা এবং সন্তান ও প্রজন্মের করণীয় শীর্ষক' আলোচনা সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ভাষার ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে উল্লেখ করে মোস্তফা জব্বার বলেন, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি আমরা। দেশে নানা ধর্মের মানুষ আছে। তার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম, তারপর হিন্দু

ও ধর্ম। এছাড়াও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর বাস রয়েছে এ দেশে। এ মানুষগুলো প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্মকে সম্মান করে ও নিজেদের ধর্ম পালন করে।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের প্রসঙ্গ টেনে ক্ষমতাসীন দলের এই মন্ত্রী বলেন, একাত্তরে আমরা সবাই মিলে পাকিস্তানবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু এরা রয়েই গেছে। বঙ্গবন্ধু এই পাকিস্তানপন্থীদের সামাল দিতে পারলেও জিয়াউর এসে ঠিক তার উল্টো করে দিলেন। জিয়ার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে পাকিস্তান রাষ্ট্র বানানো। তার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানী ভাবধারার দিকে দেশকে নিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মহাজোটের চেয়ারম্যান মনিরুল হকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপকমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সালাউদ্দিন আহম্মেদ (সালু)। -ঢাকা পোষ্ট

নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কেউ নির্বাচনে যাবে না - নজরুল ইসলাম খান

ঢাকা: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল বলেছেন, বর্তমান অবৈধ, ফ্যাসিবাদী, অত্যাচারী, হত্যাকারী সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন নয়। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বিএনপি এবং বিরোধী দল কেউ নির্বাচনে যাবে না। আমরা এই সরকারের বিদায় চাই। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই। সেই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জনগণের সরকার কায়েম করতে চাই। সে দাবি আদায়ের জন্য বিএনপি আন্দোলন করছে এবং বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা করছে।

৭ অক্টোবর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

চাল, ডাল, জ্বালানি তেল ও পরিবহন ভাড়াসহ সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং ভোলা-নারায়ণগঞ্জ-মুন্সীগঞ্জে দলীয় নেতাকর্মী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র জোন-৪ লালবাগ-

চকবাজার-কামরাঙ্গীরচর থানা বিএনপি'র উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, সরকারের ইচ্ছে হলো যেকোনোভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকা। আর লুটপাট করে নিজেদের ভাগ্য বদল করা। আমরা যুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলাম গণতন্ত্রের জন্য।

সেই গণতন্ত্র কি আছে? ভোট দেয়ার কোনো সুযোগ আছে? আমরা যুদ্ধ করেছিলাম যাতে দেশের মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, কিন্তু যেখানে প্রতিদিন খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে, প্রতিনিয়ত পরিবহনের ভাড়া বাড়ে, চিকিৎসার খরচ বাড়ে এ রকম একটা দেশের জন্য আমরা যুদ্ধ করি নাই। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, তেলের মূল্যবৃদ্ধি, পানির মূল্যবৃদ্ধি, ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ করার কারণে আমার ভাই নূরে আলম, শাওন, আব্দুর রহিম, শাওন প্রধান ও আব্দুল আলীমকে খুন করা হলো।

বিএনপিস্থির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, মানুষ কষ্টে আছে, তার কষ্টের কথা বলছে। আর তার সমাধান না করে যে সরকার মানুষের বুকে গুলি চালায় সেই সরকারের ক্ষমতায় থ াকার কোনো অধিকার নেই। সেই সরকারকে আমরা মানি না, ঐ সরকার জনগণের সরকার নয়। এই সরকারের পরিবর্তে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে আমাদের কাজ। আর যদি সেটা করতে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

২২ বছর ধরে মানব পাচার: বিদেশ পাঠানোর কথা বলে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ

ঢাকা: কাজের সন্ধানে মানুষকে বিদেশে পাঠানোর কথা তাঁদের। সে জন্য সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করতে নিয়োগ দেওয়া হয় দালাল। বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ করতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় চাকরির ভুয়া নিয়োগপত্রও। কিন্তু এসব কিছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য- টাকা হাতিয়ে নেওয়া। এভাবে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫২১ জনের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ করে একজনকেও বিদেশে পাঠায়নি মানব পাচার চক্রটি। এ চক্রের প্রধান মাহবুব উল হাসান ও তাঁর সহযোগী মাহমুদ করিমকে ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাজধানীর শান্তিনগর থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। ৭ অক্টোবর শুক্রবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব-৩-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফ মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, মাহবুব ২২ বছর ধরে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত। দুই বছর ধরে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। এমনকি বিদেশে পাঠানোর কোনো প্রক্রিয়াও শুরু করেননি তাঁরা। তবে বিদেশি প্রতিষ্ঠানে চাকরির ভুয়া নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল ভুক্তভোগীদের। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

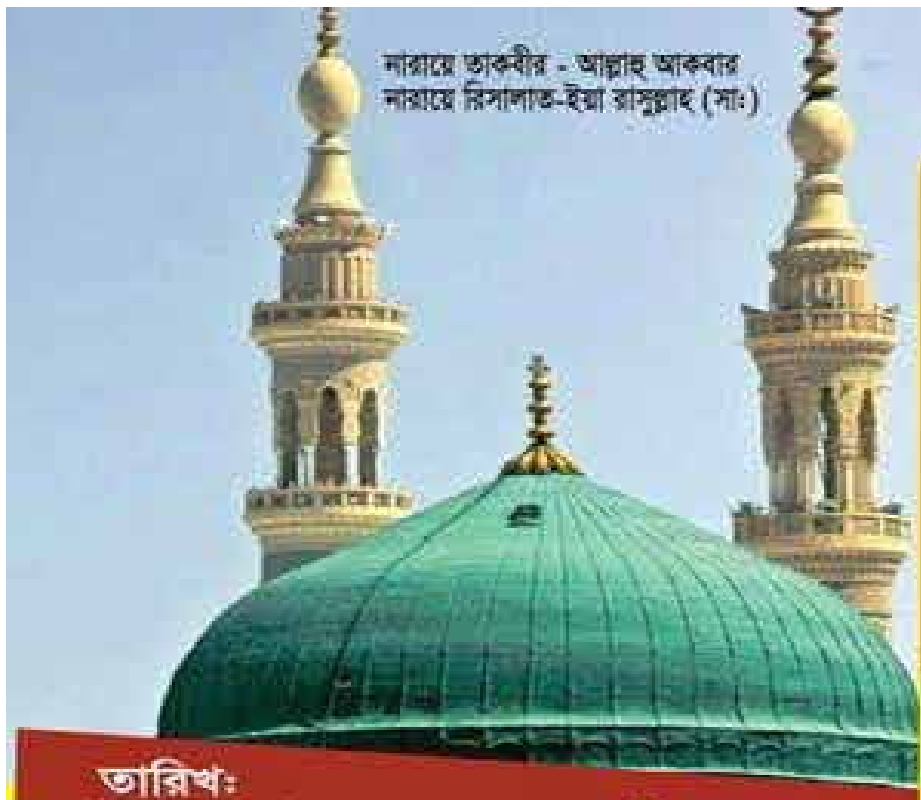

চট্টগ্রাম সমিতির উদ্যোগে

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) মাহফিল ২০২২

ও ঐতিহ্যবাহী চট্টলার মেজবান

তারিখঃ
৯ই অক্টোবর, রোজ রবিবার
সময়ঃ বিকাল ৪ টা

স্থানঃ
পিএস ১৭৯, ব্রুকলীন
২০২ এভিনিউ সি,
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক।

প্রধান অতিথিঃ
ড. মুফতী সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারী
খতিব, বেলাল মসজিদ, নিউকার্ক, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক।

প্রধান বক্তাঃ
আলহাজ্ব আল্লামা মুহাম্মদ এমদাদুল হক
সহকারী অধ্যাপক, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক

সম্মানিত সুধী, আসসালামু আলাইকুম।
আগামি ৯ই অক্টোবর ২০২২ রোজ রবিবার (১৩ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৪ হিজরী) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে চিটাগং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক এর উদ্যোগে ব্রুকলীনের পিএস ১৭৯ এ মিলাদ মাহফিল ও মেজবান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে আপনি/ আপনাদের সকলের উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

আমন্ত্রণে -

মোঃ আবু তাহের
আহ্বায়ক
৯১৭-৭৭৫-৪১৭৮

আবুল কাসেম (চট্টলা)
প্রধান সমন্বয়কারী
৩৪৭-২৮৩-৪২০৪

মীর কাদের রাসেল
সদস্য সচিব
৬৪৬-৬৬০-০২৮৭

মোঃ আরিফুল ইসলাম
যুগ্ম আহ্বায়ক
৬৪৬-৯৩২-৪৩৪২

মোঃ আইয়ুব আনসারী
সমন্বয়কারী
৯১৭-৫০০-৫৩৭৫

মোঃ ইকবাল হোসেন
যুগ্ম সদস্য সচিব
৩৪৭-৫১৩-৪৭২৮

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ মাকসুদুল হক চৌধুরী (৯১৭) ৮৫৪-৪১৪৪

উপদেষ্টাঃ
মোহাম্মদ হানিফ, সৈয়দ এম বেজা, কাজী আজম, আল জুবায়ের মানিক, মোহাম্মদ ইলিয়াছ মিয়া, গোলাম সামদানী, সরওয়ার জামান চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার শেখ খালেদ, আবদুর উদ্দীন, এ.কে.এম.ওয়াহিদী, এ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান, হাসান চৌধুরী, মোরশেদ বিজলী চৌধুরী, মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, আবু তাহের চৌধুরী চান্দু, কাজী নয়ন, মোঃ সেলিম হারুন, নুরুল আজিম, নুরুল আলম, তারিকুল হায়দার চৌধুরী, মোঃ নুরুল আনোয়ার, কামাল হোসেন মিঠু, আহম্মদ নবী চৌধুরী, এ্যাডভোকেট নিজাম উদ্দিন, মাষ্টার নাসির উদ্দীন, এটিএম নজির, খোরশেদ খন্দকার, হাসান রিজভী চৌধুরী, প্রফেসর সোলায়মান।

সহযোগিতাঃ
মোঃ মজিবুর রহমান, জামাল চৌধুরী, জাফর চৌধুরী, আলি আকবর বাবুী, তারিক চৌধুরী দিপু, পারভেজ সাজ্জাদ, বদিউল আলম, ইব্রাহিম দিপু, এরশাদ ওয়ারিশ, বেজবাহ উদ্দীন, কাউছার চৌধুরী, মাহবুবুল আলম, আব্দুল হামিদ, কলিম উল্লা মাষ্টার, মোঃ সাহোয়ার আলম, মোঃ ইসা, আবেদ হোসেন, বখতেয়ার উদ্দীন, আক্তার হোসেন, ফজলুর রহমান চৌধুরী রিংকু, সাইফুদ্দীন খান স্বপন, নজরুল ইসলাম, নাজিম উদ্দীন, আব্দুল হালিম, মোহাম্মদ নাসের, মোঃ আজীম, আবদুল করিম, শওকত স্বজন, আরিফ চৌধুরী, জাবেদ উদ্দীন, হোসেন পারভেজ আলম, মোঃ টি আলম, মোঃ আকতার, মোঃ আজম, মোঃ কাউছার, মোঃ শফি, মোঃ সেলিম, মোঃ জাফর।

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ
মাসুদ সিরাজী, আলী নুর, মহিউদ্দীন চৌধুরী খোকন, রবিউল চৌধুরী, মোঃ শফিকুল আলম, মোহাম্মদ হোসাইন, মোহাম্মদ ইলিয়াছ, মোঃ এনাম চৌধুরী, পরিমল কান্তি নাথ, মোঃ হারুনুর রশীদ, মহিম উদ্দীন।

মনির আহমেদ
সভাপতি
৭১৮-৪১৫-২৫২৮

মোহাম্মদ সেলিম
সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭-৪১৬-০৬৩২

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক

Chittagong Association of North America Inc.

প্রচারেঃ ইকবাল হায়দার চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক

মূল্যস্ফীতির আরো চাপে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ

ঢাকা: বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। এই হার এখন শতকরা প্রায় ১০ ভাগ ছুঁই ছুঁই। আর খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি সবচেয়ে বেশি। সাধারণ মানুষ আয়ের অধিকাংশ অর্থই খাদ্য কিনতে ব্যয় করে বলে তাদের ওপর চাপ সবচেয়ে বেশি।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে দারিদ্র্য সীমার নীচে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষ খাদ্যপণ্যের ভোগ কমিয়ে দিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করবে। তাতে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ওপর চাপ বাড়বে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো(বিবিএস) মূল্যস্ফীতির সর্বশেষ যে হিসাব তৈরি করেছে তাতে দেখা যায় গত ১১ বছর তিন মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি শীর্ষে রয়েছে। আগস্ট মাসে তারা মূল্যস্ফীতির হিসাব করেছে ৯.৮৬ শতাংশ।

অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসে একটু কমে তা হয়েছে ৯.১ শতাংশ। আর খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি শতকরা ১০ ভাগের ওপর। আবার গ্রামে শহরের চেয়ে মূল্যস্ফীতি বেশি। তবে এই মূল্যস্ফীতির হার এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি বিবিএস। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে দুই মাসের মূল্যস্ফীতির হিসাব একসঙ্গে প্রকাশ করা হবে।

বাংলাদেশে ২০১১ সালের মে মাসে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি হয়েছিলো ১০.২ শতাংশ। এরপর মূল্যস্ফীতি আর কখনোই ৯ ভাগ ছাড়ায়নি। চলতি আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে তা ছাড়িয়ে গেল।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই মূল্যস্ফীতির পিছনে ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে নিত্য পণ্যের দাম বাড়ার প্রভাব যেমন আছে তেমনি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার সংকটও আছে। তবে যে কারণই থাকুক না কেন এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। মানুষ ভোগ কমিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করছে। ফলে অপুষ্টি বাড়বে এবং আরো মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে যাবে।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশেন অব বাংলাদেশের(ক্যাব) সহ-সভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন,চ ওএমএস-এর ভোগ্যপণ্যের জন্য লাইন দেখলেই বোঝা যায় এরইমধ্যে নতুন করে একাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে গেছে। মূল্যস্ফীতির কারনে নিম্ন আয়ের মানুষ এখন নিকে থাকতে চাল, ডিম, মাছ, মাংস খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। ফলে অপুষ্টিও দেখা দেবে।”

২০১৬ সালে বিবিএস-এর খানা জরিপে দেখা যায় দেশের মানুষ গড়ে তাদের আয়ের ৪৭.৭ ভাগ খাদ্যের পিছনে ব্যয় করেন। ওই জরিপের তথ্যই বলে দেয় যে মানুষের আয় যত কম খাদ্যের পিছনে সেই মানুষের মোট আয়ের আনুপাতিক ব্যয় তত বেশি। জরিপে মোট ১২টি ইনকাম গ্রুপ দেখানো হয়। তাতে বলা হয়, সর্বনিম্ন আয়ের পাঁচ ভাগ মানুষ খাবারের পিছনে তাদের আয়ের ৬২.৫ ভাগ ব্যয় করেন। আয়ের নিম্নতম নয়টি গ্রুপ তাদের আয়ের গড়ে ৫৫ ভাগের বেশি খাদ্যের পিছনে ব্যয় করে। আর সর্বোচ্চ আয়ের পাঁচ ভাগ মানুষ খাদ্যের পিছনে ব্যয় করে আয়ের ৩৩.৭ ভাগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেমের (সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন,চবিবিএস যে মূল্যস্ফীতির কথা বলছে বাস্তবে মূল্যস্ফীতি তার চেয়ে বেশি। তারা যে পদ্ধতিতে হিসেব করে তা অনেক পুরানো।”

তার কথা,চএই মূল্যস্ফীতির হার শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষের ওপর বেশি। আর শহর এবং গ্রাম উভয় এলাকায় নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর বেশি। এর কারণ ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ছে বেশি। আর নিম্ন আয়ের মানুষ ভোগ্যপণ্য কিনেতেই তার আয়ের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করে। সেটা এখন শতকরা ৮০-৯০ ভাগ হতে পারে। তাই এই পরিসিস্থিতিতে তাদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে।”

তিনি মনে করেন,চবিশ্ব পরিস্থিতি, ডলার সংকটসহ আরো অনেক সংকট আছে। তারপরও সরকারের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ আছে। সেটা সরকার কেমন করছেনা। ফলে এই উচ্চমূল্য মন্দা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। এটা মন্দার একটা সূচক।”

ইউএনডিপি বাংলাদেশের কান্ট্রি ইকোনমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ মনে করেন,চমূল্যস্ফীতির পেছনে বিশ্ববাজারের প্রভাব আছে সত্য তবে এখানে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনারও ত্রুটি আছে। কারণ বাজারে নিত্যপণ্যের দাম এখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারণ হয় না।

এখানে সিন্ডিকেট আছে, মধ্যস্বত্বভোগী আছে। চালের দাম স্বাভাবিক নেই। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো চালের ব্যবসায় নেমে যাওয়ায় খরচও বেড়েছে। বেড়েছে বাজার নিয়ন্ত্রণের শক্তি। আবার ভোজ্য তেলসহ আমদানি পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল হলেও এখানে আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে বেশি। এখানেও বাজার প্রভাবিত করার অভিযোগ আছে।”

তিনি মনে করেন,চসরকার উদ্যোগ নিচ্ছে তবে তা সার্বিক নয়। দরকার সার্বিক ব্যবস্থাপনা।” মূল্যস্ফীতির এই পরিস্থিতি দেশের নিম্ন এবং নিম্ন মধ্যবিত্তকে দারিদ্র্য অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তিনি বলেন,চ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষ করে খাদ্য নিরপত্তা কর্মসূচি আরো বাড়াতে হবে।”- হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে

প্রচণ্ড গরমে বছরে ঢাকার ক্ষতি ৬ বিলিয়ন ডলার

তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাশুল গুণছে বাংলাদেশ

ঢাকা: অত্যধিক তাপমাত্রা থেকে গরমে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা প্রতি বছর ৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জিডিপি হারাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে গত ১ অক্টোবর শনিবার প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে।

আদ্রিয়েন আরস্ট-রকফেলার ফাউন্ডেশন রেসিলিয়েন্স সেন্টার, রকফেলার ফাউন্ডেশন এবং মানবহিতৈষী অ্যাড্রিয়েন আরস্তের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছে, এটি ঢাকার বার্ষিক জিডিপির প্রায় ৮ শতাংশ। বিশ্বের ১২টি শহরের সঙ্গে তুলনা করে গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকায় তাপমাত্রা অন্য যেকোনো শহরের তুলনায় উৎপাদনশীলতাকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্যান্য যে শহরগুলো নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে নয়াদিল্লি, এথেন্স, বুয়েনস আইরেস, ফ্রিটাউন, লন্ডন, লস অ্যাঞ্জেলেস, মিয়ামি, মন্টেরি, সান্তিয়াগো ও সিডনি।

ওহট সিটিজ, চিলড ইকোনমিজ: ইমপ্যাক্টস অব এক্সট্রিম হিট অন গ্লোবাল সিটিজ্ব শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়, বৈশ্বিক উষ্ণতা কমাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ২০৫০ সালের মধ্যে এই ক্ষতির পরিমাণ ১০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, আবুধাবি ও ব্যাংককের মতো শহরও অতি তাপের শিকার। তবে, শ্রমমুখি অর্থনীতির কারণে ঢাকায় এর প্রভাব অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

এতে আরও বলা হয়েছে, ঢাকায় ইতোমধ্যে উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিমাণ ৬০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে।

অনিয়ন্ত্রিত উষ্ণায়নের কারণে উত্পাদন খাতগুলো বার্ষিক ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার এবং লজিস্টিকগুলো বার্ষিক ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার হারায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকায় বছরের উষ্ণতম ১০ দিনের আপাত তাপমাত্রা (তাপ ও আর্দ্রতা উভয়ই বিবেচনা করে) মানব দেহের চেয়ে বেশি গরম থাকে।

ঢাকায় ২০২০ সালের ৩৬ দশমিক ৫ দিন এমন ছিল, যেখানে ২৪ ঘণ্টার গড় তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। ২০৫০ সালের মধ্যে তা বেড়ে হতে পারে ৬৯ দশমিক ৮ দিন।

বর্তমানে সড়কের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, শহরের ভেতরের বড় ও বহুল কর্মময় এলাকাগুলো আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের চেয়ে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি উষ্ণ।

এই তাপ দরিদ্রদের ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, তৈরি পোশাক, পরিবহন এবং খুচরা বাণিজ্যের মতো খাতে, যেখানে মজুরি গড়ের চেয়ে কম, সেখানে ক্ষতির পরিমাণ ইতোমধ্যে আয়ের প্রায় ১০ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, তৈরি পোশাক বা ইট তৈরির মতো খাতে উৎপাদনে ক্ষতি বিশেষভাবে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব জায়গায় যন্ত্রপাতি বা ওভেনের সান্নিধ্যে শ্রমিকদের অধিক তাপমাত্রার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে বসতির ঘনত্ব অনেক বেশি। এই এলাকায় তাপমাত্রা সাধারণত ঢাকার আশেপাশের তুলনায় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকে।

এই ধরনের তাপমাত্রা স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ওপৃথিবী জ্বলছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি অত্যুক্তি নয়। জলবায়ুর কারণে সৃষ্ট তাপ আমাদের জীবনযাপন ও কাজ করার পদ্ধতি পরিবর্তন করছে।”

অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্সেসের অধ্যাপক আশরাফ দেওয়ান কয়েক দশক ধরে ঢাকার তাপমাত্রা কীভাবে বাড়ছে তা নিয়ে গবেষণা করেছেন।

অধ্যাপক আশরাফ দেওয়ান বলেন, ওঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে তাপমাত্রা ভিন্ন অনুভূত হয়।”

তিনি বলেন,ওসবুজের অভাব এবং ঘরের ছাদে টিন ব্যবহারের কারণে দরিদ্রতম এলাকাগুলোতে বেশি গরম। এগুলো দিনের বেলা সূর্যের তাপ ধরে রাখে এবং রাতে খুব দ্রুত তাপ ছাড়ে না। এই অঞ্চলগুলো উঁচু ভবন বেষ্টিত হওয়ায় সহজে বাতাস প্রবাহিত হয় না। তাই, গরম বাতাস আটকে থাকে।”

তিনি আরও বলেন,ওজলাশয়গুলো থাকলে শহর ঠাণ্ডা থাকতো। কিন্তু আমাদের এখন আর জলাশয় নেই। উপরন্তু, এয়ার কন্ডিশনারের ওপর নির্ভরতার কারণে আশেপাশের বাতাস আরও গরম হচ্ছে।”

অধ্যাপক আশরাফ দেওয়ান বলেন, ওএর পাশাপাশি কাঁচের ভবনগুলো তাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এগুলোতে দিনের বেলা তাপ ও আলো প্রবেশ করে বলে ভবনের ভেতরটা ঠাণ্ডা করতে আরও বেশি এয়ার কন্ডিশনার প্রয়োজন হয়।”

ওসবচেয়ে সহজ ও কম খরচে এর সমাধান হচ্ছে, বেশি করে গাছ লাগানো। গাছ বাতাসের তাপমাত্রা বাড়তে দেয় না”, যোগ করেন তিনি।

এ বছরই বাংলাদেশে হুন্দাই গাড়ি

অ্যাসেম্বল শুরু -কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত

ঢাকা: এ বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে হুন্দাই গাড়ির অ্যাসেম্বল করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং-কিউন। কোরিয়ার জাতীয় দিবস উপলক্ষে সোমবার, ৩ অক্টোবর রাজধানীর একটি হোটেলে বক্তব্য দেওয়ার সময় রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং-কিউন এ কথা জানান। তিনি বলেন,ওসাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ও অর্থবহ কিছু উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশের একটি স্থানীয় কোম্পানির সঙ্গে স্যামসাং ইলেকট্রনিকস নরসিংদীতে অনেক গ্যাজেট তৈরি করছে।”

রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, ওকালিয়াকৈর বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্কে বাংলাদেশি কোম্পানি ফেয়ার টেকনোলজি এখন হুন্দাই মোটরসের জন্য একটি অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট তৈরি করছে। এ বছরের শেষ নাগাদ এখানেই হুন্দাই গাড়ি অ্যাসেম্বল করা হবে”, যোগ করেন তিনি।

লি জ্যাং-কিউন বলেন,ও১৯৭৩ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৪৯ বছর ধরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোরিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যাত্রায় কোরিয়া পাশে দাঁড়িয়েছে। কোরিয়া এজন্য খুবই গর্বিত।”

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের উত্থানের অন্যতম সাক্ষী দক্ষিণ কোরিয়া ও দেশটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৯ সালে দেশ গার্মেন্টস এবং কোরিয়ান কোম্পানি দাইয়ু করপোরেশনের মধ্যে অংশীদারত্ব বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের সূচনা।

চট্টগ্রামে স্থাপিত কেইপিজেড কোনো নির্দিষ্ট দেশের জন্য প্রথম বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। কোরিয়া বর্তমানে বাংলাদেশে পঞ্চম বৃহত্তম বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং এ বিনিয়োগের ৭০ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

৭ মাসের মধ্যে সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন

রেমিট্যান্স এসেছে ১.৫৪ বিলিয়ন ডলার

ঢাকা: গত সাত মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স এসেছে সেপ্টেম্বর মাসে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১ শতাংশ কমে এই মাসে প্রবাসী আয় এসেছে ১ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা গত আগস্টের তুলনায় কমেছে ২৪.৪ শতাংশ।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং ডলারের ঘাটতির কারণে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চাপে আছে বাংলাদেশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেছেন, প্রবাসী আয় কম আসায় বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের ওপর সেই চাপ আরও বাড়াতে পারে। আগস্ট মাসে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২ দশমিক ০৪ বিলিয়ন ডলার আয় দেশে পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, রেমিট্যান্স হ্রাস ইতোমধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর দেশের ডলারের মজুদ কমে ৩৬ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়ায় যা ৩১ আগস্টের তুলনায় ৬ দশমিক ৭ শতাংশ কম। তবে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রেমিট্যান্স গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ শতাংশ বেড়ে ৫ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলার এসেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই কর্মকর্তা বলেন, আগামী দিনেও রেমিট্যান্স কমতে থাকলে বিদেশি মুদ্রার বাজারে চলমান অস্থিরতা আরও গভীর হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত বিদেশি মুদ্রার বাজারে চলমান চাপ কমানোর লক্ষ্যে আরও বেশি রেমিট্যান্স সংগ্রহ করতে ব্যাংকগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা।

ডলারের ঘাটতির কারণে গত কয়েক মসে স্থানীয় মুদ্রা টাকার বড় অবমূল্যায়ন হয়েছে। এর মধ্যেও কমেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলারের মজুদ। প্রতি ডলারের বিনিময় হার গত ২৯ সেপ্টেম্বর ১০৭.৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে যা এক বছরে ২৫.৭ শতাংশ কম।

চলতি বছর ইলিশ রপ্তানি করে বাংলাদেশের আয় ১৪১ কোটি টাকা

ঢাকা: চলতি বছর ১ হাজার ৩৫২ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানি হয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। এর ফলে ১ কোটি ৩৬ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার (১৪১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা) আয় হয়েছে বলে জানান তিনি। গত ৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষেওমা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এসব তথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু মাছ ইলিশ। এটি আমাদের জাতীয় মাছ। এ মাছ দেশের মানুষের খাদ্য ও নিরাপদ আমিষের যোগানের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশে মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ দশমিক ২২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে যা একক প্রজাতি হিসেবে সর্বোচ্চ। জিডিপি-তে এর অবদান শতকরা ১ ভাগ।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইলিশ ইতোমধ্যে ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সর্বশেষ ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে ইলিশ আহরণে বাংলাদেশ শীর্ষে। বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৮০ শতাংশের বেশি আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী, মোহনা ও সাগর থেকে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার সমন্বিতভাবে নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় ইলিশের উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ইলিশের আহরণ ছিল ২ দশমিক ৯৮ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমান সরকারের নেওয়া ব্যবস্থাপনায় তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫ দশমিক ৬৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ গত ১২ বছরে দেশে ইলিশ আহরণ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এ সময়ে দেশে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় ৯০ শতাংশ।

সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশেও বিপুল পরিমাণ ইলিশ রপ্তানি করা হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫২ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানি করা হয়েছে। এর ফলে ১ কোটি ৩৬ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১৪১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এই মুহূর্তে দেশের স্বাভাবিক কার্যক্রম ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইলিশ বৃদ্ধি না পেলে আমরা রপ্তানি করে এই বৈদেশিক মুদ্রা আনতে পারতাম না।

এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুল কাইয়ুম, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক উপস্থিত ছিলেন। সুত্র সমকাল

জ্বালানি সংকটে বাংলাদেশের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, উৎপাদন খরচ বেড়েছে ৪০%

আবু হেনা মুহিব: নারায়ণগঞ্জের এমবি নিটে সপ্তাহে এখন চার দিন ছুটি। এর মধ্যেও দিনের পূর্ণ কর্মঘণ্টা কাজ হয় না কোনো কোনো দিন। চার ঘণ্টা ক্যাপাসিটির জেনারেটর বেশিক্ষণ চালিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকির সঙ্গে উচ্চমূল্যের ডিজেল পুড়িয়ে উৎপাদনে শুধু লোকসানই বাড়ে। অর্থাৎ যত বেশি উৎপাদন, তত বেশি লোকসান। ডিজেল বাবদ বাড়তি ব্যয়ে উৎপাদন খরচ বেড়েছে ৪০ শতাংশ।

অন্যদিকে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটে কাপড়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগানও ঠিকমতো মিলছে না। শ্রমিকদের বেকার বসিয়ে রাখার চেয়ে ছুটি দেওয়াই সুবিধাজনক মনে করছেন কারখানাটির মালিক মোহাম্মদ হাতেম। লোকসান কমাতে এরই মধ্যে ১০ শতাংশ শ্রমিক ছাঁটাই করার কথাও জানিয়েছেন তিনি। অথচ কারখানাটিতে ব্র্যান্ড এবং ক্রেতাদের রপ্তানি আদেশ রয়েছে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত। পোশাকের নিট ক্যাটাগরির পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন মোহাম্মদ হাতেম। বিকেএমইএর প্রায় সব কারখানা একই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে জানান তিনি।

গত ৫ আগস্ট মধ্য রাতে অন্যান্য জ্বালানির সঙ্গে শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত ডিজেলের দর এক লাফে সাড়ে ৪২ শতাংশ বাড়ানো হয়। শিল্পোদ্যোক্তারা জানান, দিনে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা লোডশেডিং এবং জ্বালানি তেলের দর অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ। মোট উৎপাদনও কমেছে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ। অন্যদিকে রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধসহ বৈশ্বিক কারণে রপ্তানি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

চীনের অর্থনৈতিক দুর্দশার ৫ কারণ নজিরবিহীন সংকটে দক্ষিণ এশিয়া বলেছে বিশ্বব্যাংক

ওয়াশিংটন ডিসি: কোভিড-১৯ মহামারির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের ওপর শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকট, বৈশ্বিক মন্দা, পাকিস্তানে প্রলয়ংকরী বন্যা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবের কারণে দক্ষিণ এশিয়া বেশ কিছু ধাক্কার মুখোমুখি হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক তাদের অর্ধবার্ষিক আপডেটে এ অঞ্চলে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে উল্লেখ করে এখানকার দেশগুলোর স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত 'দক্ষিণ এশিয়ার সর্বশেষ অর্থনৈতিক ফোকাস, ধকল মোকাবিলা : অভিবাসন ও স্থিতিস্থাপকতার উপায়' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ বছর গড় ৫ দশমিক ৮ শতাংশ আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে, যা জুনে দেওয়া পূর্বাভাস থেকে ১ শতাংশ কম।

২০২১ সালে এটি ছিল ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। তখন বেশিরভাগ দেশ মহামারিজনিত মন্দা কাটিয়ে উঠছিল।

চীনের অর্থনৈতিক দুর্দশার ৫ কারণ

হালনাগাদ পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ২০২৩ অর্থবছরে মালদ্বীপের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এ অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৮ দশমিক ২ শতাংশ হবে। এরপর বাংলাদেশের ৬ দশমিক ১ শতাংশ এবং নেপালের হবে ৫ দশমিক ১ শতাংশ।

অর্থনৈতিক মন্দা যখন দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের ওপর চেপে বসেছে, তখন কিছু দেশ অন্যদের তুলনায় তা ভালোভাবে মোকাবিলা করছে। এ অঞ্চলের বৃহত্তম অর্থনীতি ভারতের রপ্তানি ও পরিষেবা খাত বৈশ্বিক গড় থেকেও শক্তিশালীভাবে পুনরুদ্ধার করেছে। এ ক্ষেত্রে দেশটির পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাহ্যিক ধকল সামলাতে বাফার হিসেবে কাজ করেছে।

পর্যটন আবারও শুরু হওয়ায় মালদ্বীপে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করছে। এ ছাড়া নেপালেও কিছুটা সাহায্য করছে। দুই দেশেরই গতিশীল পরিষেবা খাত রয়েছে।

কোভিড-১৯ এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে পণ্যের রেকর্ড উচ্চমূল্যের সম্মিলিত প্রভাব শ্রীলঙ্কার ওপর প্রবল ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। বাড়িয়ে দিয়েছে দেশটির ঋণের সমস্যা। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় নিঃশেষ করেছে।

এযাবৎকালে সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত শ্রীলঙ্কার প্রকৃত জিডিপি এ বছর ৯ দশমিক ২ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে আরও ৪ দশমিক ২ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উচ্চ দ্রব্যমূল্য পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতাকে আরও খারাপ করেছে এবং এর বৈদেশিক রিজার্ভ কমিয়ে এনেছে। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

এক বছরে বাংলাদেশের ৩৭ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য বৃদ্ধি রহস্যময়ই থেকে যাচ্ছে

হাছান আদনান: বাংলাদেশ গত অর্থবছরে রেকর্ড ১৪ হাজার ১২৪ কোটি বা ১৪১ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক বাণিজ্য করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের চেয়ে যা প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ডলার বেশি। প্রবৃদ্ধি ছাড়িয়ে যায় ৩৫ শতাংশ। রেকর্ড এ বাণিজ্যকে রহস্যময় আখ্যায়িত করে এর যথার্থতা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা প্রশ্নও তুলেছিলেন।

অর্থনীতিবিদদের তোলা প্রশ্নের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্য। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য তথা পণ্য আমদানি-রফতানির প্রায় ৯০ শতাংশই হয় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে। সংস্থাটির তথ্যে দেখা যায়, অর্থের দিক দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি হলেও পণ্যে খুব *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সাহিত্যে নোবেলজয়ী নর্মান্ডি উপকূলের মেয়ে

ড. মাহফুজ পারভেজ

১. ফরাসি ভাষার আলাদা সিনট্যাক্স ও উচ্চারণশৈলী ইংরেজি ভাষা জগতের চেয়ে আলাদা। ঔপনিবেশিকতার সূত্রে ইংরেজি জানা লোকজনের মধ্যে সে কারণেই ফরাসি নামের উচ্চারণের বিভিন্নতা লক্ষণীয়। ২০২২ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার ফ্রান্সের এমন একজন পেলেন, যার নাম স্বদেশের বাইরে বহুল পরিচিত নয়। ফলে অহহরব উৎহধী নামটি লেখা হলো অ্যানি আর্নোউ, এন্যি এখন্যু, অ্যানি অ্যারনো, অ্যানি এরনাক্স, অ্যানি এরনাওঁ, অ্যানি এনৌ ইত্যাদি। এমন হওয়ার কারণ, ফরাসি ভাষার আলাদা ধ্বনি বিশিষ্টতা। তাছাড়া বিদেশি শব্দ ও উচ্চারণ একদম সঠিক অনুবাদ করাও দুষ্কর। ফরাসি বিশেষজ্ঞ চিন্ময় গুহ জানালেন, বাংলায় নামটির কাছাকাছি ও সঠিক উচ্চারণ হবে 'আনি এরনো'।

২. ফরাসি দেশে আনি'র নির্বাচনে অধিকাংশ পাঠক খুশি। কারণ তাঁর ৩০ টিরও বেশি বই, যার মধ্যে অনেকগুলো কয়েক দশক ধরে ফ্রান্সের স্কুল পাঠ্য। আধুনিক ফ্রান্সের সামাজিক জীবনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ জানালাগুলো খুলে দিয়েছেন তিনি। যদিও এই ভদ্রমহিলা ফরাসি দেশের মূল ভূখণ্ডের মানুষ নন। তাঁর জন্ম দেশটির প্রান্তিক এলাকা আটলান্টিক তীরবর্তী নর্মান্ডি উপকূলে।তিনিই এখন ষোড়শ তম ফরাসি লেখকের সর্বশেষ জন, যাঁরা নোবেল পেয়েছেন।

৩. ফ্রান্সের নর্মান্ডি ছোট্ট এলাকা হয়েও বিশ্ব ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ৭৫ বছর আগে নাৎসি জার্মানদের হাত থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করার জন্য মিত্র শক্তির অবতরণ হয়েছিল সেখানে এবং বীরোচিত প্রতিরোধ যুদ্ধের মাধ্যমে ঘুরিয়ে দিয়েছিল যুদ্ধের গতি। যুদ্ধে বীরত্বের জন্য পাওয়া মেডেল কোটের বুকে লাগিয়ে হাজার হাজার 'ওয়ার ভেটেরান' নর্মান্ডিতে আয়োজিত 'ডি-ডে' অনুষ্ঠানে আসেন প্রতিবছর। সেই নর্মান্ডিতে আনি এরনো জন্মগ্রহণ করেন মহাযুদ্ধের আবহে ১৯৪০ সালে। আটলান্টিক বিধৌত ছোট শহর নরমান্ডি হচ্ছে তাঁর পৈত্রিক নিবাস। তাঁর পিতা এখানেই একটি কফিশপ চালাতেন। উপকূলের সাধারণ মানুষ ও সওদাগররা তাঁকে তাদের মতই ওয়ার্কিং ক্লাসের একজন মেয়ে বলে।

৪. উপকূলীয় অঞ্চলের শ্রমজীবী পরিবারের মেয়ে হয়েও আনি বিখ্যাত রুয়েঁ এবং বোর্দো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য নিয়ে পাঠগ্রহণ করেন। পরে পরিণত বয়সে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন তিনি। তাঁর লিখন মূলত আত্মজৈবনিক, স্মৃতিকথন ও নারীজগতের বয়ান। প্রথম জীবনে কিছু আখ্যানধর্মী লেখা লিখলেও পরে তিনি সরে আসেন স্মৃতিকথায়। এক নারীর বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া পৃথিবী এবং পরিপার্শ্ব তাঁর লেখায় বার বার ছায়াপাত করছে। ব্যক্তির সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক সমাজ এবং বৃহত্তর জাতীয় পরিসরের গল্পে তিনি তাঁর নিজের গর্ভপাতের প্রসঙ্গ যেমন এনেছেন, তেমনি মাতৃবিয়োগ, অ্যালঝাইমার্স বা ক্যানসারের কথাও লিখেছেন। স্মৃতিকে মুছে নিয়ে নয়, সঙ্গে নিয়ে যে জীবন তিনি যাপন করেছেন, অকপটে বর্ণনা করেছেন সেইসব ইতিবৃত্ত।

৫. তাঁর বই "আ উওম্যান'স স্টোরি, আ ম্যান'স প্লেস", "সিম্পল প্লেস" বা "আই রিমেন ইন ডার্কনেস" পাঠকের সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে। "প্যাসন সিম্পল" গ্রন্থে এক পূর্ব ইউরোপীয় পুরুষের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক বহুমাত্রিক বর্ণালির ভালবাসাকে উপস্থাপন করেছে। "দ্য ইয়ারস" বা "বছরগুলো" তাঁর একটি কালেক্টিভ আত্মজীবনী। আত্মজীবনী হলেও গ্রন্থে 'আমি'র বদলে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছেন 'সে' পরিচয়ে। তিনি নিজেকে দেখেছেন প্রবাহমান সময়ের একটি অংশ হিসবে। পুরো এক সময়কালেরই অখণ্ড ও ধারাবাহিক আত্মজীবনী যেন বইটি। বইটির প্রতিটি অক্ষরে মরে যাওয়া অতীতের আত্মারা স্মৃতিমন্দিরের বেঁচে থাকে। এবং শুধু বেঁচেই থাকে না, আছড়ও কাটে জীবন্ত অভিঘাতে। স্মৃতির বলয় থেকে বলয়ে উত্তীর্ণ এমন অদ্ভুত সুন্দর গল্প বিশ্বসাহিত্যে অভিনব।

৬. নোবেল সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার সময় সুইডিশ অ্যাকাডেমির তরফে জানানো হয়েছে তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে তাঁর সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে শিকড়ের সন্ধান, ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে তাঁর মিলন-বিরহের সম্পর্ককে লিখনে তুলে আনার জন্য। তাঁর গল্পগুলো হলো একজন ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে বছরে পর বছর ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা আর চড়াইউতরাইয়ের এক বিবরণ, যা নিজেকে 'আমরা' ও 'তাদের' মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। আমার বইয়ে বর্ণিত ঘটনাগুলো ব্যক্তির, সমাজের, ইতিহাসের, সমাজবিজ্ঞানের ভাগীদার। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, আমরা কি আসলেই আমাদের যাপিত বছরগুলোকে চেনার জন্য কোনো স্যুভেনির রেখে এসেছি? কিংবা কোনো চিহ্ন? কোনো দাগ? পেরিয়ে আসা যে পরিসরে আমরা আর থাকবো না সেখান থেকে আমরা কি কিছু বাঁচানোর প্রচেষ্টা করছি?

৭. সবকিছু বিবেচনা করে সাহিত্য বিশারদদের মনে হয়েছিল, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার এবার সালমান রুশদীর কপালেই আছে। যদিও কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন, নোবেল এবার ফ্রান্সে যাবে। সেখানে মিশেল ওয়েলেবেক, আনি, পিয়ের মিশোঁ, হেলেন সিক্সুর মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে। তবে আনি' আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'লা প্লেস' পাঠ করে অনেকেরই মনে হয়েছিল, ইনি নোবেল পেতে পারেন। ফ্রান্সের একটি ছোট্ট শহরে নিজের বেড়ে ওঠার গল্প বলেছেন তিনি 'লা প্লেসে'। জীবনের উন্মেষ ও বিকাশকালের এই গল্পে তিনি তার পিতার সঙ্গে সম্পর্কের বয়ান করেছেন। বলেছেন বয়োসন্ধি থেকে নারী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা, ছোট শহর থেকে সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে বড় শহরে মিশে যাওয়ার বাস্তবতা। 'ডি-ডে' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অসম সাহসী বীর যোদ্ধাদের সংখ্যা দিন দিন কমে আসলেও নর্মান্ডি উপকূলের মেয়েটি নোবেল হাতে তাঁদের স্মৃতির প্রদীপকে আরও প্রোজ্জ্বল করেছেন। যে সাহস এবং নিখুঁত তীক্ষ্ণতার মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগত স্মৃতির শিকড়, বিচ্ছিন্নতা এবং সংযমের কথা উন্মোচন করেন, সেজন্য সম্মানিত হলেন তিনি। শ্রেণি এবং লিঙ্গের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহজ ভাষায় উপন্যাস রচনার জন্য পরিচিতি তিনি তাঁর প্রধান হাতিয়ার বলে মনে করেন। এই হাতিয়ারই তাঁরে সাহিত্যের রণাঙ্গনে বিজয়ী করেছে।

৮. 'স্মৃতির শিকড়ের সাহসী ও সহজবোধ্য উন্মোচন'-এর স্বীকৃতি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

শান্তিতে নোবেল পেলো দুই সংগঠন এবং এক মানবাধিকার কর্মী

অসলো: শান্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় চলতি বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ইউক্রেন, রাশিয়া ও বেলারুশের তিন মানবাধিকার কর্মী এবং সংঘটনকে। ৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নরওয়ের রাজধানী অসলোতে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করে নোবেল ইনস্টিটিউট। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, চলতি বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার বেলারুশের মানবাধিকার কর্মী অ্যালেস বিয়ালিয়াৎস্কি, রাশিয়ার মানবাধিকার সংস্থা মেমোরিয়াল এবং ইউক্রেনের মানবাধিকার সংস্থা সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিজকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকার সংরক্ষণে কাজ করছেন। একই সঙ্গে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকাদের সমালোচনার পাশাপাশি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

ঘোষণার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান বেরিত রেইস-আন্ডারসেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়, এই নোবেল ঘোষণা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ৭০তম জন্মদিনে কোনো বার্তা কিনা! জবাবে তিনি বলেন, নোবেল পুরস্কার শুধুমাত্র তাদেরই দেয়া হয়েছে, যারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছে। এরসঙ্গে পুতিন এবং তার জন্মদিনের কোনো সম্পর্ক নেই। এই নোবেল পুরস্কার কারও বিরুদ্ধে নয়। এটি শুধুমাত্র ভালো কাজের একটি পুরস্কার।

শান্তিতে পুরস্কার জেতাদের একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউক্রেনের 'সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিজ'। এই মানবাধিকার সংস্থাটি ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

রসায়নে নোবেল পেলেন ৩ জন

চলতি বছর রসায়নে নোবেল পেয়েছেন তিন জন। 'ক্লিক' রসায়ন ও বায়োর্থোগোনাল রসায়নে অন্যন্য অবদানের জন্য বুধবার রয়েল সুইডিশ একাডেমি নোবেল বিজয়ী হিসেবে ক্যারোলিন আর বার্তোজি, মর্টেন মেলডাল এবং কে. ব্যারি শার্পলেসের নাম ঘোষণা করেছে।

নোবেল কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা 'ক্লিক রসায়নকে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছেন এবং জীবন্ত প্রাণীতে এটিকে ব্যবহার করা শুরু করেছেন। কোষের স্বাভাবিক রসায়ন ব্যাহত না করেই জীবের বায়োর্থোগোনাল প্রতিক্রিয়া ঘটে...।' পুরস্কার বিজয়ীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'শার্পলেস এবং মেলডাল রসায়নের একটি কার্যকরী ফর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছে - ক্লিক রসায়ন- যেখানে আণবিক বিল্ডিং ব্লকগুলি দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে একত্রিত হয়। বার্টোজি ক্লিক রসায়নকে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছেন এবং জীবন্ত প্রাণীতে এর ব্যবহার শুরু করেছেন।' ক্যারোলিন আর বার্তোজি যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, মর্টেন মেলডাল ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কে. ব্যারি শার্পলেস যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্ক্রিপস রিসার্চে কর্মরত রয়েছেন।

নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য বাবদ তাদেরকে এক কোটি সুইডিশ ক্রোনার ভাগ করে দেওয়া হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন বিজ্ঞানী সাভান্তে পাবো

মানব বিবর্তনের জিনোম সম্পর্কিত আবিষ্কারের জন্য চলতি বছরের চিকিৎসাবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পেলেন বিজ্ঞানী সাভান্তে পাবো। সোমবার (৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে ৩টায় সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ বছর বিজয়ী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করে।

নোবেল অ্যাসেম্বলি জানায়, বিলুপ্ত হোমিনিন এবং মানব বিবর্তনের জিনোম সম্পর্কিত আবিষ্কারের জন্য এসভান্তে প্যাবো *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ছোট হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর, জন্ম নিচ্ছে সুপার মহাদেশ 'অ্যামেসিয়া'

প্রশান্ত মহাসাগর ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে, ফলে জন্ম নিতে চলেছে 'অ্যামেসিয়া' নামে একটি নতুন সুপার মহাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রশান্ত মহাসাগর ধীরে ধীরে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ছোট হচ্ছে, সম্ভবত বছরে প্রায় এক ইঞ্চি। যদি এই ঘটনা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে তাহলে আগামী দিনে টেকটোনিক প্লেটগুলি যার উপর আমেরিকা দাঁড়িয়ে, পশ্চিম দিকে সরতে থাকবে। বিজ্ঞানীদের গণনা অনুযায়ী তা হতে এখনও ২০০ বা ৩০০ মিলিয়ন বছর সময় লাগবে। আমেরিকা এবং এশিয়ার সাথে একত্রিত হয়ে একটি নতুন সুপারমহাদেশ তৈরি হবে যার নাম হবে 'অ্যামেসিয়া'। সুপারকম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করে, অস্ট্রেলিয়ার পার্থের কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গণনা করেছেন যে একটি নতুন সুপারমহাদেশ তৈরি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

পুতিনের নিউক্লিয়ার টার্গেট : কী, কেন, কী হবে?

পারমাণবিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে বিশ্ব -প্রেসিডেন্ট বাইডেন

নিউ ইয়র্ক: ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের হুঁশিয়ারি কোনো তামাশা নয় বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্নায়ুযুদ্ধের পর বিশ্ব প্রথমবারের মত পারমাণবিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে পড়েছে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে পুতিনের হুঁশিয়ারির মধ্যেই স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এ মন্তব্য করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

নিউ ইয়র্কে মিডিয়া মোগল রুপার্ট মারডকের ছেলে জেমস মারডকের ম্যানহাটনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে বাইডেন বলেন, আমরা কেনেডি এবং কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পর এ ধরনের বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে পড়িনি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আমি মোটামুটি চিনি। তিনি যখন কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র, জৈবিক বা রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারের হুমকি দেন তখন মোটেই তামাশা করছেন না।

কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন নিয়ে ১৯৬২ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক যুদ্ধে জড়ানোর পরিস্থিতি তৈরির প্রসঙ্গ টেনে বাইডেন বলেন, 'কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পর এবারও প্রথমবারের মতো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সরাসরি হুমকি রয়েছে।

এদিকে হোয়াইট হাউস বারবার বলে আসছে, পুতিন 'পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের হুমকি' দেওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন কোনো ইঙ্গিত তারা পারনি। কিন্তু ৬ অক্টোবরবৃহস্পতিবার বাইডেন পরিষ্কার করেছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের সামরিক

বাহিনী সাফল্য পেতে থাকায় পুতিন কী প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন তা বোঝার চেষ্টা করছেন ও তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন তিনি।

পুতিনের নিউক্লিয়ার টার্গেট : কী, কেন, কী হবে?

ফয়সল আবদুল্লাহ : ফেডারেশন অব আমেরিকান সায়েন্টিস্টের হিসাবে প্রায় ছয় হাজার তিনশ' নিউক্লিয়ার বোমা নিয়ে বসে আছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আমেরিকার চেয়েও প্রায় হাজারখানেক বেশি পারমাণবিক বোমার সুইচ তার আঙুলের ডগায়। ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোলে এরইমধ্যে জোর গুঞ্জনড়বড় বোমা না হোক, ছোটখাটো ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার অস্ত্রও যদি পুতিন ছুড়ে বসেন, তবে যুদ্ধের মোড় তো বটে, বিশ্বপরিস্থিতিই বদলে যাবে রাতারাতি।

রাশিয়ার নিউক্লিয়ার ভাণ্ডার : বুলেটিন অব অ্যাটোমিক সায়েন্টিস্টের হিসাব মতে, রাশিয়ার হাতে এখন ৪৪৪৭টি ওয়্যারহেড আছে। এর মধ্যে ১৫৮৮টি ওয়্যারহেড হলো স্ট্র্যাটেজিক শ্রেণিতে। যেগুলো ভারী বোম্বার বেইজে মোতায়েন রয়েছে।

ক্রেমলিন জানিয়েছে, তাদের রিজার্ভে আছে ৯৭৭টি স্ট্র্যাটেজিক ও ১৯১২টি নন-স্ট্র্যাটেজিক ওয়্যারহেড।

প্রসঙ্গত, একটি শহর উড়িয়ে দিতে একটি স্ট্র্যাটেজিক নিউক্লিয়ার বোমাই যথেষ্ট। ট্যাকটিক্যাল বোমাগুলোর ব্যবহার যুদ্ধক্ষেত্রে হওয়ার কথা থাকলেও *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

'রাশিয়া অধিকৃত অঞ্চল রক্ষার্থে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে মস্কো'

ইউক্রেনের কাছ থেকে অধিকৃত ভূখণ্ড রক্ষা করতে প্রচলিত সামরিক অস্ত্রের পাশাপাশি কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রও ব্যবহার করতে পারে মস্কো। আজ বৃহস্পতিবার এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট দেমিত্রি মেদভেদেভ। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এমনটা উল্লেখ করা হয়। ইউক্রেনের রুশ অধিকৃত লুহানস্ক, দোনেৎস্ক, জাপোরিজিয়া ও খেরসানে গণভোট আয়োজন নিয়ে এদিন কথা বলেন রুশ সিকিউরিটি কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করা মেদভেদেভ। তিনি বলেন, রাশিয়া সমর্থিত কর্তৃপক্ষের আয়োজিত এ গণভোট অনুষ্ঠিত হবেই। এখান থেকে ফিরে আসার কোনো উপায় নেই।

এক টেলিগ্রাম পোস্টে মেদভেদেভ বলেন, ডানবাস রিপাবলিক (দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক) ও অন্যান্য অঞ্চল রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হবে। পূর্ব ইউক্রেনের শিল্পপ্রধান অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে এমনটা বলেন তিনি। এক টেলিভিশন ভাষণে রুশ ভূখণ্ড রক্ষা করতে সম্ভাব্য সকল ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করার ইঙ্গিত দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এ সময় প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হালকা ইঙ্গিতও প্রদান করেন তিনি। পাশাপাশি ইউক্রেনে অভিযান জোরদার করার লক্ষ্যে সেনা সমাবেশের ঘোষণাও দেন পুতিন, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবারই প্রথম।

পুতিনের এমন ঘোষণার একদিন পরই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট দেমিত্রি মেদভেদেভ। তিনি বলেন, এসব ভূখণ্ডের কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী। এতে শুধু সেনা সমাবেশই নয়, বরং যে কোনো প্রকার রুশ অস্ত্র, কৌশলগত পারমাণবিক বোমা ও অন্যান্য নতুন অস্ত্র ব্যবহার করা হবে।

'নিউক্লিয়ার আরমাগেডন', ১৯৬২ সালের পর প্রথম পারমাণবিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে বিশ্ব

পারমাণবিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে বিশ্ব। ১৯৬২ সালের কিউবার মিসাইল সংকটের পর বিশ্ব কখনও এমন ঝুঁকির মুখে পড়েনি। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমন হুঁশিয়ারি বার্তাই দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তার ভাষায়, বিশ্ব এখন 'নিউক্লিয়ার আরমাগেডনের' পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বাইবেলে পৃথিবী ধ্বংসের আগে সত্য ও অসত্যের মধ্যে এক মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ রয়েছে, সেটিই আরমাগেডন হিসেবে পরিচিত।

বাইডেন বলেন, কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পর থেকে আমরা এই ধরনের পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনার মুখোমুখি হইনি। ১৯৬২ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র পাঠিয়েছিল। সেই সময় দুই দেশের মধ্য পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা 'সবচেয়ে বেশি' ছিল বলে মত ইতিহাসবিদদের। আর বর্তমানে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝে। জো বাইডেন আরও বলেন, ইউক্রেন দখল করার লক্ষ্যে পুতিন পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

সুয়েজ খাল থেকে মিশরের রেকর্ড আয়

সুয়েজ খাল থেকে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মিশরের। গত চার মাসে এই খাল থেকে ২.১ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে দেশটি। যা গত বছরের একই সময়ের থেকে ২৩.৫ শতাংশ বেশি। তাছাড়া ইতিহাসেও কখনো ৪ মাস সময়ের মধ্যে এত বেশি আয় করা যায়নি সুয়েজ থেকে। এ খবর দিয়েছে আরব নিউজ।

খবরে জানানো হয়, গত আগস্ট সুয়েজ থেকে এক মাসের হিসেবে রেকর্ড অর্থ আয় করে মিশর। মাত্র ৩০ দিনেই ৭৪৪.৮ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল দেশটি। শুক্রবার মিশরের প্রধানমন্ত্রীর তথ্যকেন্দ্র থেকে এই হিসাব প্রকাশ করা হয়। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মোট ৬ হাজার ২৫২ জাহাজ সুয়েজ অতিক্রম করেছে। পরিবহণ করা হয়েছে ৩৭৩ মিলিয়ন টনের পণ্য। সেপ্টেম্বরে আয় ২২ শতাংশ বেড়ে দাড়ায় ৬৮৩.২ মিলিয়ন ডলারে। জানা গেছে, গত বছরের তুলনায় খালটি দিয়ে জাহাজ চলাচল বেড়েছে ৯.১ শতাংশ।

তেলের উৎপাদন কমানোর ঘোষণা ওপেক প্লাসের

বিশ্বের প্রধান জ্বালানি রপ্তানিকারক দেশগুলো তেলের উৎপাদন কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর গ্রুপ ওপেক প্লাস জানিয়েছে, তারা এখন প্রতিদিন ২০ লাখ ব্যারেল তেল কম উৎপাদন করবে। এই গ্রুপের সদস্য রাশিয়াও। মূলত তেলের দাম বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওপেক প্লাস। এ খবর দিয়েছে বিবিসি।

খবরে জানানো হয়, গত জুন মাস থেকে বিশ্ব বাজারে কমেছে তেলের দাম। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমনের পর এ দাম আকাশ ছুঁয়েছিল। তবে পরবর্তীতে তা অনেকটাই স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে আসে। কিন্তু তেলের দাম আবারও বৃদ্ধির লক্ষ্যে এখন এর উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে ওপেক প্লাস। ২৩ রাষ্ট্র মিলে তৈরি এ গ্রুপটি প্রায়ই তেলের দাম ও উৎপাদনের মাত্রা নির্ধারণে মিলিত হয়। বিশ্বের মোট তেলের ৩০ শতাংশই উৎপাদন করে এই দেশগুলো।এরমধ্যে সৌদি আরব সবথেকে বেশি তেল উৎপাদনকারী দেশ। ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে প্রতিদিন গড়ে ১৩ লাখ ব্যারেল তেল বিশ্ববাজারে যোগ করতে পারবে তেহরান। পাশাপাশি এ চুক্তি ইরানের হাতে এ মুহূর্তে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ তেল দ্রুত বিশ্ববাজারে সরবরাহের পথও খুলে দেবে। এ মুহূর্তে ইরানের হাতে বিপুল পরিমাণে উত্তোলন করা তেল মজুত অবস্থায় রয়েছে। চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো বিশ্ববাজারে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

লিভিং ইন ডিনায়েল

এইচ বি রিতা

‘হুয়াট দ্য হেল ইউ আর টকিং ম্যান! এতো দরদ উতলে পড়ছে আজ ছেলের জন্য? অবাক হচ্ছি। আমাকে আর কখনোই কল করবে না। ছেলের খবর কেন নিতে হবে তোমাকে? ছাড়ার সময় ভাবোনি? প্রতারক-ভণ্ড!-

হুমকি-ধমকি শেষ হতেই ধপাস করে টেবিলে ফোনটা রেখে সেসিলিয়া রাবেয়ার দিকে ঘুরে তাকালো। তার মুখে কোন বিষাদ বা রাগের ছাপ নেই। বরং তার গোলগোল চোখে ভীষণ রকমের এক স্বচ্ছতা যেনো টলটলে সুখের প্রতিবিম্ব তৈরি করছে। এই চোখ রাবেয়াকে বরাবরই অস্বস্তিতে ফেলে দেয়।

রাবেয়া বলল, কী হলো?

-নাথিং

-ওকে! ফিল বেটার!

রাবেয়া নিজ ডেস্কের কম্পিউটার স্ক্রিনে চোখ ফিরালো। সেসিলিয়া বিরক্তি নিয়ে দেখছে তাকে। সে ভেবেছিল, তার ‘নাথিংচ অভিব্যক্তির পর রাবেয়া হয়তো জোর করে ঘটনা বের করার চেষ্টা করবে। সেটা হয়নি বিধায় সেসিলিয়া একটু বিরক্তই হলো। এটেনশন সিকারদের কখনোই এটেনশন দিতে নেই, তাদের জন্য ইগ্নোর হচ্ছে বেস্ট মেডিসিন।

তারপর সেসিলিয়া নিজ থেকেই বলতে শুরু করলো তার সংসার জীবনের যাবতীয় ঘটনা। কাজের ফাকে ফাকে কথা শুনে শুনে সকালের প্রায় অনেকটা সময় অতিক্রম করলো রাবেয়া, কিছুটা ক্লান্তিও চলে এলো শরীর-মনে একপর্যায়ে।

কাজের ফাঁকে কফি হাতে রাবেয়া চলে এলো লাঞ্চরুমে। যদিও এখন মধ্যাহ্নভোজের সময় তবে রাবেয়ার সাধারণত এক কাপ কফিতেই কাজ চলে।

সেসিলিয়াও ঢুকলো লাঞ্চরুমে। তাকে বেশ ফুড়ফুড়া মনে হলো। রাবেয়া জানে আজ তার থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল হবে। একবার যদি কাউকে নিশানা করে তবে তার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার না করা পর্যন্ত সেসিলিয়ার শান্তি নেই। মোবাইল হাতে খিকখিক করে সেসিলিয়াকে হাসতে দেখে রাবেয়া বললো, কী হলো?

-কাজে লাগছে কাজে লাগছে।

-বুঝলাম না। কী কাজে লেগেছে?

-ওই যে বেটারে বাঁশ দিলাম, এখন আকুপাকু করতেসে।

-কে? তোমার ছেলের বাবা?

-আরে হ্যাঁ। মহা ফাজিল ইতর ভণ্ড লোক। মাঝপথে ফেলে রেখে উধাও হয়েছে। এখন আবার ছেলেকে দেখতে মন চায়।

তার রাগান্বিত চেখের গোলাকার কালো বৃত্তটির মতই তার ভাবনায়ও বেশ বিচ্ছিন্নতা- স্পষ্ট লক্ষ্য করলো রাবেয়া। মনে মনে রাবেয়া বলল, আহা! বাচ্চা ছেলেটার কী অপরাধ! তাছাড়া, তুমি কি কম ভণ্ড! দিলে তো সেদিন বসের কাছে নালিশ করে সাইমনের চাকরিটা বিপদে ফেলে! অথচ, এই সাইমন তোমার প্রিয় বন্ধু ছিল এতগুলো বছর। সাইমন তোমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতো। সামনে যাকে ভালো দেখাচ্ছো, পিছনে গিয়ে তাকে নিয়েই বসের কান ঠাসা করছো।

এসবই বিড়বিড় করে বলা কথা রাবেয়ার। তবে সেসিলিয়ার জন্য তার বড় মায়া হয়। মেয়েটার ভেতরে পোড়া দাগ আছে। ছোটবেলা বাবা-মায়ের সংসার বিচ্ছিন্ন হবার পর সে বেড়ে উঠেছিল নানা-নানীর কাছে। বাবার আর খোঁজ না মিললেও জেনেছিল মা তার বিহাবে-চিকিৎসাধীন। অতিমাত্রিক ড্রাগস তার মস্তিষ্ক এবং আচরণকে বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিল। তারপর আর মাকেও বেশিদিন দেখাও হয়নি তার, বিদায় নেন তিনি ব্রেইন স্ট্রোকে। সেই থেকেই সেসিলিয়ার নানা-নানীর কাছে থাকা।

তারপর স্কুল পাস করে কলেজে যায়। একদিন প্রেমে পড়ে সে পাকিস্তানি এক যুবকের। বিয়েও হয়। কিন্তু পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার পর গর্ভবতী সেসিলিয়াকে রেখে সে বিদায় নেয়। পরে জানা যায় তার নিজ দেশে আরো একজন স্ত্রী ছিল। তারপর সেসিলিয়া এক ছেলের জন্ম দেয়। শহর ছেড়ে অন্য এক শহরে আলাদা বাসা নেয়। যে লোক সন্তানের জন্মের মুখটাও দেখার দরকার মনে করেনি, সে কি করে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ছেলেকে দেখতে চায়? কোন অধিকারে?

হ্যাঁ! সেলিলিয়ার কথায় জোর আছে, যুক্তি আছে। কষ্ট ও ক্ষোভ আছে। আজ তার মেজাজের উত্থান-পতন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা ও আচরণের অস্থিতিশীলতার যথেষ্ট কারণ আছে। কার সাথে বিড়বিড় করছো রাবেয়া? হঠাৎ এমন প্রশ্নে রাবেয়া পিছনে ঘুরে তাকালো। সোসাল ওয়ার্কার অ্যানি বাতিস্তা। হাত ভর্তি তার হলুদ কেইস স্টাডি ফাইল। দেখতে একেবারেই খাটো, শুকনা হলেও গায়ের রঙ বেশ ঝকঝকা তার। সেই সাথে মনটাও খুব স্বচ্ছ-উদার। রাবেয়া বললো,

-আজ না তোমার ছুটি?

-ছিলো। তবে জরুরি কেইস। একজন পেসেন্টকে ডিসচার্জ করতে হবে একিউট ইউনিট থেকে। কিন্তু আটকে আছেন ইন্সুরেন্স ঝামেলায়। পেসেন্টের স্ত্রী কান্নাকাটি শুরু করেছেন। ইটস্ এ বিগ এমাউন্ট, দে কান্ট পে সিস্টার! ইন্সুরেন্স পলিসিগুলো এতো গেইমিং করে না!

-তা আর বলতে! রাবেয়া কফির কাপটি হাতে নিতে নিতে বলল।

-আচ্ছা শোন বাতিস্তা!

-হ্যাঁ বলো।

-সাইকিয়াট্রিক ইউনিটে একজন নতুন পেসেন্টকে দেখতে হচ্ছে। পেসেন্ট এখানে আছে দুইদিন। আজ যাচ্ছি দুপুরের পর।

-কথা হয়েছে? কোন সাহায্য লাগলে আমাকে জানিও। শুরুতে আমাকেও সিনিয়রদের পরামর্শ নিতে হয়েছে। ইটস্ অলরাইট। উই আর এ্যা টিম।

বাতিস্তা তার চিকেন স্যান্ডউইচে কামড় দিতে দিতে বলল।

-থ্যাঙ্কিউ বাতিস্তা। হ্যাঁ কথা হয়েছে। একটু ভিন্ন কেইসস্টাডি।

পেসেন্টের মায়ের দাবী তার ছেলের কোন সঙ্কট নেই। ভুল ঔষধ দেয়া হচ্ছে তাকে গত এক বছর যাবত।

-ইজ ইট? অর ডিনায়েল? বাতিস্তা বলল।

-কুড বি-নট সোওর। ইভালুয়েট অবশ্যয়ই করা হয়েছে এডমিশনের আগে। জানা যাবে আজ।

হ্যাঁ! এটা ব্যাতিক্রম কেইসস্টাডি হতে যাচ্ছে। একজন সদ্য সার্টিফাইড সোস্যাল ওয়ার্কার হিসাবে এটাই রাবেয়ার প্রথম কেইস। বাংলা ও ইংলিশ দুভাষী হিসাবে পেসেন্ট এবং তার পরিবারকে সার্বিক সাহায্য সহযেগীতা করতে কেইসটা রাবেয়ার হাতেই এসেছে।

গতকাল রাবেয়া কথা বলেছে পেসেন্টের মায়ের সাথে।

ভদ্রমহিলা কাল বলছিলেন, তিনি চান না তার ছেলে এমন হাসপাতালে চিকিৎসায় থাকুক। তিনি জানান, তার ছেলেটা খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। পরিবারে সবার সাথে খুব মিশুক ছিল, মায়ের পাশে বসে কথা বলতে পছন্দ করতো। হঠাৎ কী হলো, অনলাইন গেমিং এ আসক্ত হয়ে গেল ছেলে। পড়াশুনা ছেড়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে একা থাকতে শুরু করলো। ঠিকমত খাওয়া নেই, গোসল নেই, ঘুম নেই। ছেলের এমন অবস্থায় তিনি কথা বলতে চাইলেও, সে বলতো না। ছেলে কিছু মনে রাখতেও পারছিল না। ক্ষুধাও কমে গিয়েছিল। তারপরই হাসপাতাল নিয়ে গেলেন তিনি এবং নানান পরীক্ষার পর তার ছেলেকে সাইকিয়াট্রিক বিভাগে পাঠানো হলো। সেখান থেকে পাঠানো হলো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। তার ভাষ্যমতে, সেই থেকে চলছে ভুল চিকিৎসা।

পরিবারের বড় সন্তানের অসুস্থতা, তাও মানসিক সঙ্কটজনিত-এটা কেবল একজন বাঙালি-ই নন, যে কোন মা বা পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ নয়। তাছাড়া, বাঙালি পরিবার-সমাজে এখনো অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নন। এই সমস্যা বা অসুস্থতাকে কুকর্মের ফলাফল বা অভিশাপ্ত, লজ্জাজনক একটি সমস্যা হিসাবে দেখেন অনেকেই। আর একারণেই ব্যক্তিদের অনেকেই নিজ সমস্যা নিয়ে কথাও বলতে চান না। তারা ভেবে থাকেন যে, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বা অসুস্থতা বিরল কিছু এবং এটিকে তেমন গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ডিনায়েল তো আছেই। পেসেন্টের মায়ের মধ্যেও সে ডিনায়েন তীব্রভাবে কাজ করছে। আর এটাই রাবেয়াকে খুব ভাবাচ্ছে।

ছেলেটার সুস্থতায় এখন যা দরকার তা হলো সঠিক পরীক্ষা ও চিকিৎসা, এবং পরিবারের সাহায্য। পেসেন্টের পূর্ব মেডিক্যাল রেকর্ড দেখায়, সিজোফ্রেনিয়া। সাথে প্রয়োজনীয় মেডিসিনও। তারপরও সব আবারো পরীক্ষা করার দাবী তার মায়ের। যতবার পেসেন্টের মায়ের কথা মনে পড়ে, রাবেয়ার মন খারাপ হতে শুরু করে। রাবেয়ার নিজেরও এক ছেলে রয়েছে ঘরে। আহা জীবন! জলে ভাসা পদ্ম যেমন! এত লড়াই কেন এই এক জীবনে-তা-ই আজ বিচলিত করছে রাবেয়াকে। সবাই যে লড়তে জানে না, সাহসও রাখেনা। একজন মা-সে সন্তানের বেলায় সব সময় দুর্বল, ভীত। তাকেও কেন এত সইতে হয়!

ছেলেকে নিয়ে কথা বলতে বলতে কাল পেসেন্টের মা ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কান্নার জন্য কথা বলা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তার সেই কান্নায় ছিল ভিন্ন কিছু। সহজেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি আঘাতপ্রাপ্ত, বিব্রত। ছেলের বর্তমান অবস্থায় তিনি অবিচার, প্রত্যাখ্যান বা অপমান অনুভব করছেন! করাটাই স্বাভাবিক। তবে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও রাগ ও দুঃখ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেখেছে রাবেয়া, যা তাকে ভাবনায় ফেলছে। হতাশায় চলে যাচ্ছেন না তো তিনি? নাকি হতাশা ইতিমধ্যেই জায়গা দখল করে নিয়েছে?

-আর ইউ ওকে রাবেয়া? ফাইল হাতে এবার উঠে দাঁড়ালো বাতিস্তা। লাঞ্চ শেষ। ফিরে যেতে হবে তাকে নিজ কক্ষে ।

রাবেয়া একটু অস্বস্তিবোধ করলো। হ্যাঁ! দীর্ঘক্ষণ রাবেয়া কফির কাপ হাতে কেবল চুপচাপই বসে ছিল লাঞ্চরুমের টেবিলে। তার ভেতরের ভাবনাগুলো কী তবে তার চোখে মুখেও ফুটে উঠেছিল?

-আই এ্যযম ওকে বাতিস্তা। থ্যাঙ্কিউ।

-ওকে সি ইউ ইন এ্যা ওয়াইল।

বাতিস্তা তার অফিস কক্ষের দিকে পা পাড়াল। রাবেয়াও উঠে দাঁড়ালো এবার। তাকে যেতে হবে এগারো তলার ১০৯-এ কক্ষে। দেখা যাক চিকিৎসকরা কি বলেন।

রাবেয়া ভাবছে, পেসেন্টকে যত্ন দেবার আগে সম্ভবত তার মায়েরও যত্ন সেবার প্রয়োজন হতে পারে।

KT KHAN'S TUTORIAL

GRAND OPENING

KHAN'S TUTORIAL NYC

3 Doors Down from Flatiron Building!

2-3 PM on

Saturday, October 08th, 2022

In Remembering Dr. Mansur Khan, we cordially invite you to join us on his Anniversary, October 1st.

14 West 23rd Street
2nd Floor
New York, NY 10010
Above Starbucks

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

আধুনিকতা মানবিকতা

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আমি আশাবাদী মানুষ। আমি অনেকবার ভেবেছি- একটা সামান্য কেরানির চাকরি পাবার জন্যও তো জীবনের অন্তত ১৪টি বছর একজন মানুষকে পড়াশোনা করতে হয়; বিএ পাস করতে হয় (আজকাল আবার বিএ পাসেও হয় না, এমএ লাগে)। পাস করার পর শুরু হয় আবেদনপত্র পাঠানোর দুর্দৈব এক দুই তিন, শত শত, হাজার হাজার। তারপর শুরু হয় ইন্টারভিউ। কিন্তু এতেও হয় না। এরপরে চলে খালু, মামা, চাচা, ফুপা, মিনিস্টার, ব্যারিস্টারের ধরাধরি। কত কাঠ-খড় পুড়িয়ে, দিন-দুনিয়া ওলটপালট করে তবে না একটা চাকরি!

কিন্তু এই যে দুর্লভ মানবজীবন, এই যে অনিন্দ্য, অপরিমেয়, অপার্থিব জীবনটা- কত সহজে একে আমরা পেয়ে গেছি, পুরো নিখরচায়। কোনো পড়াশোনা লাগেনি, কষ্ট-সাধনা না, কোনো আবেদনপত্র, কোনো সাক্ষাৎকার, কোনো মামা, চাচা, খালু, ফুফা নেই, যোগ্যতাও লাগেনি কোনো, অথচ এই অপার্থিব, বিস্ময়ভরা জীবনটা এসে গেল হাতের মুঠোয়। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে, যদি গারো পাহাড়ের মতো বিশাল একটা রাজভোগ থাকত কোথাও, রসে-মাধুর্যে অপর্যাপ্ত, আর সেখানে একটা পিঁপড়াকে ছেড়ে দিয়ে বলা হতো এখা, নাক মুখ গুঁজে, প্রাণ ভরে যত পারিস খা, তাহলে ব্যাপারটা তার জন্যে যা হতো এই অন্তহীন, সূর্য-তারা-ভরা, সৌন্দর্যে মাধুর্যে উপচানো পৃথিবীতে এসে পড়া আমাদের জন্যও তো তাই। এমন অপরিমেয় একটা জীবন পাওয়ার পর আজ কী করে আমি বলব জীবনে কিছু পাইনি! এর পরেও আমি কি আশাবাদী না হয়ে পারি? পৃথিবীর প্রতিটি রস আর মাধুর্য কণাকে আহরণ করতেই তো আমি কৃতার্থ হয়ে রয়েছি। কী পাইনি, সেটার দিকে তাকানোর সময় কোথায়? এমন ছোট্ট দুদণ্ডের একটা একমুষ্টি এই জীবন, তা নিয়েও আবার নৈরাশ্য। কোনো মানে হয় এর? সবাই জানেন, আমাদের দেশে এখন বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকট চলছে। আমি মনে করি, সংকটটা শুধু রাজনীতির নয়, গোটা জাতীয় জীবনের। রাজনীতির দিকে তাকালে ব্যাপারটাকে একটু স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে, এই যা। আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের সংকটও ওই সংকটটারই শাখা। নগরে আগুন লাগলে মসজিদ-মন্দিরও রেহাই পায় না। আমাদের জাতির বর্তমানের এই ব্যাপক সংকটের হাত থেকে সংস্কৃতির কমনীয় জগৎও রেহাই পায়নি। তার সোনালি চুলেও আগুন লেগেছে।

আমার ধারণা, আমাদের এই সংকটের মূল কারণ সুষ্ঠু রাষ্ট্র কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং এর ফলে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে আমাদের বিত্ত-বৈভবের দানবীয় বিকাশ।

অতীতে আমাদের দেশে কখনও বিত্তের বিকাশ হয়েছিল- এমন কথা আমার জানা নেই। কথায় আছে গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছের এক সোনার বাংলা ছিল এক সময়, কিন্তু সে হয়তো হিন্দুশাস্ত্রের সত্যযুগের মতোই এক অলীক স্বপ্নকল্পনা। আমার ধারণা, আমাদের জাতি গত ৩০০০ বছরে যে বিত্ত-বৈভব অর্জন করতে পারেনি, গত ৩০ বছরে তার চেয়ে অনেক বেশি সংগ্রহ করেছে। এটা হয়েছে স্বাধীনতার কারণে এবং ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবে। হঠাৎ করেই কোটি কোটি সুযোগের দরজা খুলে গেছে আমাদের সামনে, সমগ্র জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। লুণ্ঠন আর দস্যুতা দিয়ে গড়ে তুলেছে জাতির প্রথম পুঁজি। অনৈতিক ও নির্বিবেক এই জাতীয় দস্যুবৃত্তিকে সমর্থন জানানোর কোনো অবকাশ নেই, কিন্তু আমাদের সমাজে বিত্তের প্রথম আগমন ঘটেছিল এভাবেই। এটাই ইতিহাস। বহু শতাব্দী ধরে এই জাতি একটা আধ্যাত্মিক জগতে বাস করেছে। বৈষয়িক বা বস্তুগত জীবন আমাদের ছিল দুর্বল। অতীতে আমরা সব সময় বিত্তকে উপহাস করেছি, দারিদ্র্যকে গৌরবান্বিত করেছি। আজ প্রায় বিনা নোটিশে ওই বস্তুজগৎ এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দরজায়। তাই নদীর প্রথম বর্ষার হিংস্র উচ্ছিত জলস্রোতের মতোই এ এমন ক্লেদাক্ত ও আবিল। আমাদের এতদিনের মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়েই একে আমাদের পেতে হয়েছে। এই সর্বগ্রাসী বৈষয়িক লালসার সামনে ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া আমাদের আর সব কিছুই মুছে গেছে। সেটা আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য- সবখানেই।

আমাদের রাজনীতিতে প্রধান দুটো দলের মধ্যে আজ বিরোধ তুঙ্গে। কিন্তু বলুন, এই বৈরিতা কতখানি মতবাদের দ্বন্দ্ব আর কতখানি স্বার্থের? আদর্শের নাম করে ব্যক্তিগত স্বার্থ সন্ধান। কেন দুদলের মধ্যে কথা নেই? এটা যদি মতাদর্শের বিষয় হতো, দেশপ্রেম বা জনকল্যাণের কথা হতো, তাহলে দুদল ওইসব বিষয় নিয়ে একই জায়গায় বসত। সমস্যা সমাধান করত। কিন্তু এই রাজনীতিতে জনকল্যাণ নেই, দেশবাসী নেই, লোকহিত নেই, আছে শুধু আমি ও আমার স্বার্থ। সুতরাং আমরা সবাই কোনো-না-কোনো দলে। নিরীহ জনসাধারণও দুটি দলের একটিকে বেছে নিয়েছে তার আড়ালে অন্য দলের আগ্রাসন থেকে বাঁচার জন্য (যদিও তারা জানে না, যতই তারা বাঁচতে চেষ্টা করুক আসলে তারা দুদলের দুর্বৃত্তদেরই শিকার)।

তো, এই নির্বিবেক স্বার্থের সামনে মূল্যবোধ দাঁড়াবে কোথায়? যার ভেতর মূল্যবোধ আছে সে আজ এই সমাজের সবচেয়ে পরিত্যক্ত ও করুণাবহ মানুষ। যারা মূল্যবোধকে যত পরিহার করেছে তারাই এই সমাজে তত বড়। যে পুরোপুরি পরিহার করেছে, এ দেশ তার সন্তানদের পৈতৃক সম্পত্তি। এই অবারিত স্বার্থলিপ্সার সামনে সব মূল্যবোধের পতন হয়েছে। এ পতন হয়েছে সব জায়গায়, যদিও আগেই বলেছি, এই মূল্যবোধের পতনের মধ্য দিয়ে জাতির অর্থনৈতিক শিরদাঁড়া তৈরি হয়েছে। তাই এই বিত্তের বিকাশের একটা ইতিবাচক দিকও আছে। এই বিকাশ আমাদের জাতীয় পুঁজি তৈরি হতে সাহায্য করেছে। আবার একই সঙ্গে এ আমাদের উদ্ধারহীন এক গভীর অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে। মূল্যবোধ, আদর্শ ও ন্যায়বিচারের জায়গায় আমাদের পুরো নিঃস্ব আর দেউলিয়া করে ফেলেছে।

আজ আমাদের জাতির প্রধান দুঃখ এ নয় যে, আমরা বেশিরকম আর্থিক দুঃখে আছি, আমাদের দুঃখ, আমরা সুবিচার পাচ্ছি না; নৈতিকভাবে নিঃস্ব হয়ে গেছি, প্রতি পদে লুণ্ঠিত হচ্ছি। একটা জাতির প্রতিটি মানুষ নিজের নিজের উন্নতি করে চললে এক সময় দেখা যায় তা জাতীয় উন্নতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব উন্নতি এক সময় সামগ্রিক উন্নতিতে রূপ নেয়। সমাজকল্যাণের ভেতরেও তাই। আজ জাতির মধ্যে অস্ফুটভাবে একটা সামগ্রিক উন্নতির চেতনা জেগেছে। আমার ধারণা, এই সমবেত চিন্তার মুখে আজকের এই নির্লজ্জ ব্যক্তিস্বার্থ একটু একটু করে প্রতিহত হবে। জাতিই তা প্রতিহত করবে। সে প্রতিরোধের সূচনা অস্ফুটভাবে দেখতেও পাচ্ছি। আমাদের আশার সৃষ্টি হয়েছে অন্য একটা জায়গায়।

একটা উনিশ-শতকী কথা আছে :প্রথম প্রজন্মের মানুষ শুধু (সম্পদ) কিনে চলে, রাক্ষসের মতো শুধু দখল করে, শাদা বাংলায় বলতে গেলে (যা এখন আমাদের দেশে চলছে) : পায়ের তলায় মাটি পাবার জন্য পাগলের মতো হুড়োহুড়ি করে। তাই তাদের মজা করে বলা হয় কেনারাম। দ্বিতীয় প্রজন্ম এসে দেখে, অলৌকিক জাদুবলে, বিনাশ্রমে, বিনাচেষ্টায় এক বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে আছে তারা। বাবারা কেন গোটা পৃথিবীটাকে এমন দানবের মতো উদরস্থ করেছিল, তাদের কী সমস্যা ছিল তারা তা বুঝতে পারে না। তাদের কাছে বাবাদের অসংস্কৃত, জন্তুসুলভ বর্বর মানুষ বলে মনে হয়। বাবাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির ওপর বসে শুরু হয় তাদের নিশ্চিন্ত বাবুগিরি। তাই এই দ্বিতীয় প্রজন্মকে বলে বাবুরাম। এরা হয়ে ওঠে রাজবংশের লোক। এদের প্রায় সবাই বাবাদের জন্তুপ্রকৃতি পেলেও ১০ ভাগ পায় দেবতাপ্রকৃতি। এই ১০ ভাগ আত্মোৎসর্গ করে। তারা বাবাদের শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি ও সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে কাজ করে বলে তাদের আত্মোৎসর্গ হয় প্রথম প্রজন্মের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তৃতীয় প্রজন্মের নাম বেচারাম। এরা বৈষয়িক সংগ্রহে আগ্রহহীন, উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর চেতনার মানুষ। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া ধনসম্পদ বিক্রি করে শ্রেয়তর কাজে অমৃতের স্বাদ আহরণ করতে চায়। ওই সময়টাই মানবিক অবদানের সর্বোচ্চ সময়। এরা সম্পদ চায় না, চায় আত্মার চরিতার্থতা (কিন্তু মনে রাখতে হবে, সবাই এমন করে না, করে ওই ১০ ভাগ কি তারও কম মানুষ। মানুষের একদিকের ১০ ভাগ যেমন দুরারোগ্য দেবতা তেমনি অন্যদিকের ১০ ভাগ দুরারোগ্য জন্তু)। নিরঙ্কুশ আত্মোৎসর্গ থাকে বলে এদের অবদান হয় গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে আজ কেনারামদের যুগ চলছে। কিন্তু দ্রুতই আমরা বাবুরামদের প্রজন্মে চলে যাব। এর সূচনা শুরু হয়েছে। আমাদের প্রজন্ম লুটতরাজ করে যে সম্পদ জোগাড় করেছে, তার ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে আমাদের সন্তানরা আসছে। আমাদের মতো তাদের ততটা আর্থিক কষ্ট করতে হচ্ছে না। তাদের হাতে থাকছে উদ্বৃত্ত সময় পৃথিবীকে ভালোবাসার, চারপাশের দুঃখে বেদনায় ব্যথিত হবার অবসর। আশা করা যায়, সেই দুঃখের উত্তর দিতে তারা উদ্বুদ্ধ হবে। সমাজে মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার সেই সৈনিকদের এক দুই করে এগিয়ে আসতেও দেখছি। আমি শিক্ষক, আমি এই বাবুরামদের পড়াই। তাদের এগিয়ে আসা আমার চোখে পড়ে। আমি অনেক সময়ই রসিকতা করে আমার ছাত্রদের বলেছি, *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

নৈতিক মূল্যবোধ

মো. আখতারুজ্জামান

বাংলাদেশ বিশ্বে আজ উন্নয়নের রোল মডেল, একটি অনুকরণীয় দেশ। এটি সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে, বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে; যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি-সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোনো দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডেই উন্নীত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গসমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক যেমন পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পগুলো। দেশ আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের মানবিক, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হওয়ার পথে অনেক দূর এগিয়েছে।

ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারাবিশ্বের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে তার ভূমিকা, বৃক্ষায়ন ও সবুজায়ন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আটটি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যুহার কমানো এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের করা মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেওয়ার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

নারী বঞ্চনার তিক্ত অতীত পেরিয়ে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে অনেকদূর এগিয়েছে। পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। আর এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছেন নারী। ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্র ও পরিধি সম্প্রসারণ করতে পারলে বিশ্বে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ হবে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দৃষ্টান্ত।

প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে বঙ্গবন্ধু দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শ ও পরিকল্পনায় বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের

সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। দেশের সব কটি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। কৃষি খাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্যের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি উৎপাদন ও উন্নয়নের কারণেই অনেক দেশের ক্ষুধা পীড়িত কঠিন সময় ও ভঙ্গুর অর্থনীতির বিপরীতে বাংলাদেশ আজ আত্মমর্যাদায় অবস্থান করছে দৃঢ়ভাবে।

গত এক দশক ধরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ও বিভিন্ন খাতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমান মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ে সরকারের উচিত শাসন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকে উন্নতির জন্য আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের একার পক্ষে সব বিষয়ে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। সরকারের পাশাপাশি সব রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠন ও দল, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির দায়িত্ব হলো দেশের উন্নতির জন্য সরকারকে সহায়তা করা।

শিক্ষক হলেন শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার মূল শক্তি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের কাজের পরিধি অনেক বেড়েছে। বেড়েছে অনেক চ্যালেঞ্জও। বর্তমান সমস্যা মোকাবিলা করে আগামীর সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য দক্ষ, আধুনিক ও সময়োপযোগী শিক্ষক তৈরি করতে হবে। ডিজিটাল রিসোর্স তৈরি করার জন্য এবং এডুকেশন টুলস ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষকের বিকল্প নেই। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণের সব ব্যবস্থা নিতে হবে। গতানুগতিক চিন্তা থেকে বের করে বিশ্বায়নের সব সুযোগ যেন আমাদের শিক্ষকরা গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য নানা কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সব সহায়ক উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এর অপব্যবহারে তরুণ প্রজন্ম দিন দিন বইবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। দেশের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারে না। অথচ তারা ইচ্ছা করলে যে কোনো সৃজনশীল চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাকী স্মার্টফোনের সঙ্গে অনেক সময় অপচয় করছে। মানবীয় সম্পর্ক ও মূল্যবোধে ঘাটতি পড়ছে। এখান থেকে তরুণদের বের করে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সময়ের সঙ্গে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের একুশ শতকের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সহযোগিতামূলক ও দলগত দক্ষতা, নৈতিকতা ও সহমর্মিতা, সক্রিয়তা নিয়ে আরও ভাবতে হবে। এ দক্ষতাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূক্ষ্ম বহুমাত্রিক নানা জটিল চিন্তা বোঝার এবং সে আলোকে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন এখন অত্যাবশ্যক। যুগের চাহিদা ও আগামীর কথা মাথায় রেখেই কারিকুলাম পুনঃসংস্করণ করা জরুরি। প্রয়োজন কমিউনিটি বেজড জীবনমুখী শিক্ষাক্রম। এর মাধ্যমে শিক্ষা বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব। এ শিক্ষাক্রম প্রস্তুতিতে অবশ্যই শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয় করতে হবে। জীবনমুখী ও প্রাকৃতিক শিক্ষা টেকসই হয়। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক বাস্তবমুখী নানা কার্যক্রমও এ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষা দক্ষতা মারাত্মকভাবে থুবড়ে পড়েছে। বাংলা ভাষাও নানাভাবে আক্রান্ত; হারাচ্ছে সুর, মাধুর্য আর গাম্ভীর্য। হয়ে পড়ছে দ্ব্যর্থবোধক, স্পষ্টতার ঘাটতি। জন্ম দেয় ভুল বোঝাবুঝির, ঘটে মানবীয় সম্পর্কের অবনতি। শুদ্ধ প্রমিত বাংলা চর্চা ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির ব্যবহার খুবই জরুরি। আন্তর্জাতিক ভাষা না জানলে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান হারাতে হবে; নীচু গ্রেডের কাজে থাকতে হবে সন্তুষ্ট। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সামগ্রিক অবদান রাখার ক্ষমতা হয়ে যাবে ক্ষীণ। সর্বোপরি শিক্ষার সব স্তরেই মানবিক ও নৈতিক শিক্ষার সংশ্লেষণ অপরিহার্য। তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন কাজ ও উদ্যোগের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার প্রায়োগিক কর্মপ্রয়াসের বিকল্প নেই। আগামীর বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য অন্যান্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত এসব ধারণার বাস্তবায়ন বোধ করি অপরিহার্য। - মো. আখতারুজ্জামান উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.

Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ঘরের কথা পরে জানে যেভাবে

মাহফুজুর রহমান মানিক

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে বিদেশিরা প্রায়ই বক্তব্য দিয়ে থাকেন। দেশের রাজনীতিসহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা কথা বলেন। মঙ্গলবারের সমকালে আমরা দেখেছি, ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন জরুরি। তাঁর ভাষায়, এ দেশের সুন্দর একটি সংবিধান রয়েছে। এ সংবিধানের আলোকেই সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সম্ভব। এর আগের দিন সোমবারের সমকালে এসেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য। জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠকে তাঁরা প্রত্যাশা করেছেন, বাংলাদেশে যেন সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হয়। রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশে হামলা ও বাধার ঘটনা তাঁরা দেখতে চান না।

বিদেশিদের এমন ধরনের বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীনরা ভালোভাবে নেন না। সে জন্য তাঁরা এর পাল্টা বক্তব্য দেন। মঙ্গলবারের সংবাদমাধ্যমে এমন বক্তব্য এসেছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিদেশিদের উদ্দেশে বলেছেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন? আগে নিজেদের দেশের অবস্থা দেখুন; তার পর বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলুন। সরকারের মন্ত্রীরা যে পরামর্শ দিয়েছেন, তাকে অযৌক্তিক বলার সুযোগ নেই। কিন্তু এটাও অস্বীকার করা যাবে না- আমাদের অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে বিদেশিরা অনেক আগ থেকেই বক্তব্য দিয়ে আসছেন এবং আমরাই তাঁদের এ সুযোগ করে দিয়েছি। রাজনীতি বিষয়ে সাংবাদিকরা অনেক সময় আগ্রহী হয়ে বিদেশিদের কাছে জানতে চান-ও আগামী নির্বাচন কেমন হবে কিংবা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ আছে কি ইত্যাদি। আবার বিরোধী দলও সংকটে পড়লে বিদেশিদের কাছে ধরনা দেয়। রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতনমাত্রই জানেন, নব্বইয়ের দশক থেকে এমন চর্চা চলে আসছে। বড় দুই দলও তাদের অবস্থানের আলোকেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বিদেশি কূটনীতিকদের তৎপরতা যখন তাদের পক্ষে যায়, তখন তারা চুপ থাকে বা সমর্থন জানায়। বিপরীত দিকে গেলেই অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ-এর অভিযোগ করে। বস্তুত আমাদের সামষ্টিক এ অবস্থানের কারণেই বিদেশিরা এ সুযোগ পান। আমাদের এ অবস্থা কেন তৈরি হলো, সেটি বোধগম্য। প্রথমত, আমাদের এখানে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক চর্চার অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এখানে সুশাসন ও মানবাধিকার নিয়ে সংগত প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বিদেশনির্ভর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলা চলে আমাদের পণ্য রপ্তানির প্রধান বাজার। তা ছাড়া বড় বড় প্রকল্পে ঋণ দেওয়াসহ অনেক ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশকে সহায়তা করে। সে কারণেই পশ্চিমা বিশ্ব অনেক সময় নাক গলাতে চায়, যা অপ্রত্যাশিত। পারিবারিক কোনো বিষয়ে ওই পরিবারের সদস্য ছাড়া যেমন তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানো গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে পারিবারিক বিরোধে ছোটখাটো বিষয়ে নিজেরা সমাধান করতে পারে। কিন্তু যখন বিরোধ অনেক বড় হয়ে ওঠে এবং ঘরের খবর আর ঘরে থাকে না, তখন তৃতীয় পক্ষ হাজির হতে বাধ্য হয়।

এটাও সত্য, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অন্তর্জাতিক আইন এবং রীতিনীতির কারণে অনেক বিষয় আর অভ্যন্তরীণ নেই। কোনো কোনো বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কেবল উপদেশ দেওয়াই নয়, বরং হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই জাতিসংঘের সদস্য (১৯৩টি)। এর বাইরেও জাতিসংঘের অনেক অঙ্গ সংস্থা রয়েছে নানা বিষয়ে। জাতিসংঘ রচনা করেছে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র। তাই কোনো দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে সেটা নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবাদ হয়। যেমন রোহিঙ্গা সংকট মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। দেশটি যেভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন করেছে; জাতিগতভাবে তাদের নির্মূল করতে চেয়েছে, তাতে সেটি বৈশ্বিক সংকটে রূপান্তরিত। সে জন্যই এর বিরুদ্ধে বিশ্ব সোচ্চার। উইঘুরে চীন যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, তা নিয়ে বৈশ্বিক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে মার্কিন প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।

বাংলাদেশ নিয়েও আমরা দেখেছি অন্যদের আলোচনার অন্যতম বিষয় মানবাধিকার। এখানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো কথা বলেছে। এর বাইরে বাংলাদেশের দুর্নীতি নিয়েও বৈশ্বিক উদ্বেগ আমরা দেখেছি। অনেক আগ থেকেই আমাদের এখানে দুর্নীতি যেভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে, সেটিও প্রকাশ হয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে। দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছরই বৈশ্বিক দুর্নীতি সূচক প্রকাশ করে এবং যথারীতি সেখানে বাংলাদেশের দুরবস্থা লক্ষণীয়। তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পরও মন্ত্রীরা সংস্থাটির সমালোচনা করেন। নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা প্রায়ই যে বক্তব্য দেন, তার ভিত্তিও অনস্বীকার্য।

মনে রাখা দরকার-ও গ্লোবাল ভিলেজ-এর অংশ হিসেবে বিশ্ব থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নই বলেই অভ্যন্তরীণ বলে অনেক বিষয় এড়ানোর সুযোগ নেই। বরং প্রয়োজনে অন্যদেরও ডাকতে হয়। এমনকি অভ্যন্তরীণ যে নির্বাচন; তার গ্রহণযোগ্যতা পেতেও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এবং স্বীকৃতি প্রয়োজন। ফলে অভ্যন্তরীণ বলে অনেক বিষয়েই উদাসীন থাকার অবকাশ নেই। আমাদের ঘর ঠিক থাকলে অন্যরা কথা বলার সুযোগ পাবে না কিংবা কথা বললেও পাল্টা জবাব দেওয়ার মতো আমাদের শক্তি ও অবস্থান থাকবে। মাহফুজুর রহমান মানিক: সমকালের জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father in Law,
Mother in Law, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training is necessary and we do not charge any fee.

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

তোয়াব খান: একজন যুগন্ধর সম্পাদকের বিদায়

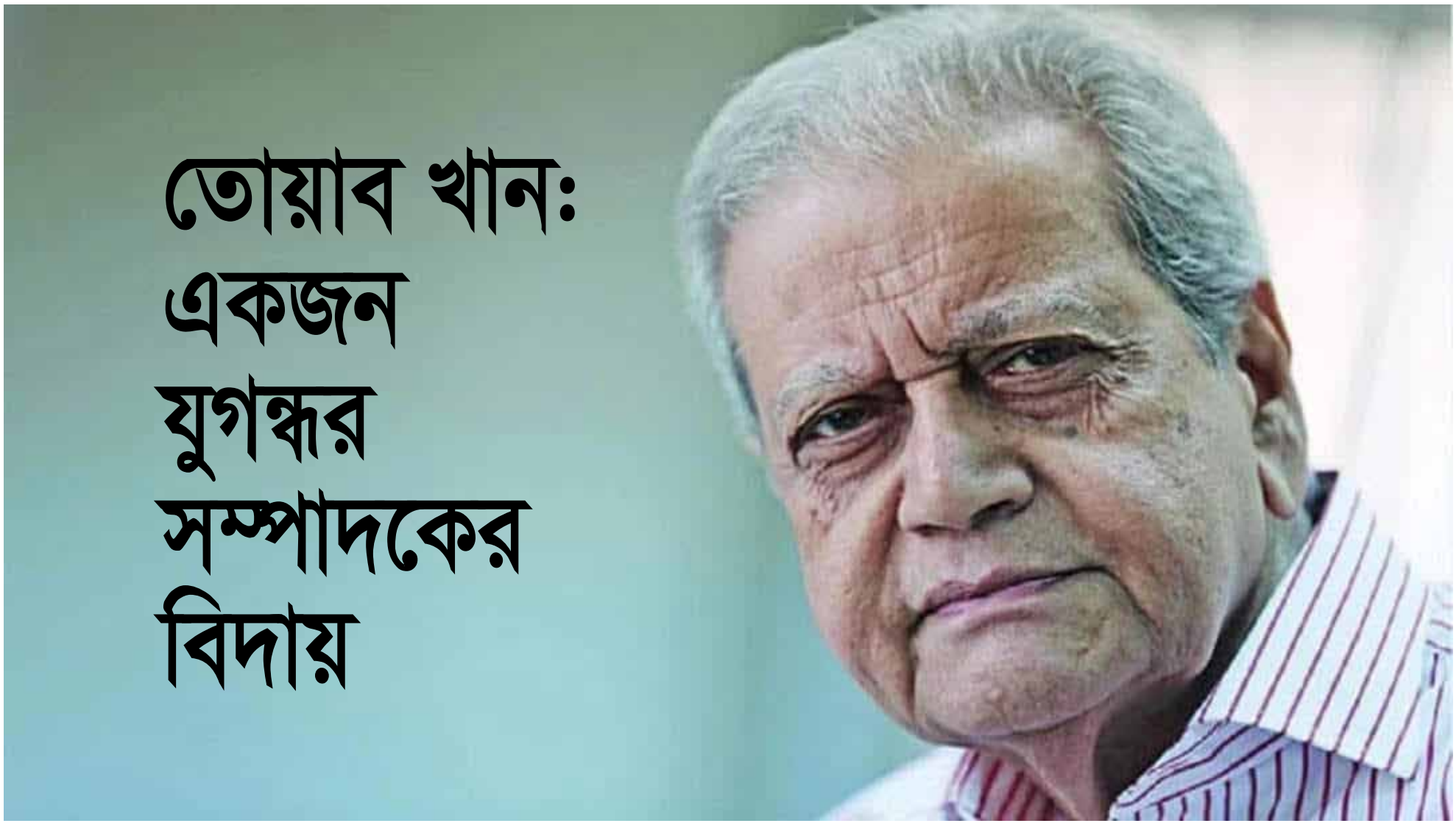

কাজল রশীদ শাহীন

সদর্থক অর্থেই তিনি ছিলেন একজন কিংবদন্তি সাংবাদিক। ৮৭ বছরের আয়ুষ্কালে ৭০ বছরই যুক্ত ছিলেন এ পেশায়। এমনকি যখন তিনি বিদায় নিলেন ইহজাগতিকতা থেকে তখনো সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন সংবাদপত্র সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে। সেই বিবেচনায় তার বিদায় ঈর্ষনীয় গর্ব ও গৌরবের।

একজন অভিনেতার যেমন স্বপ্ন থাকে পাদপ্রদীপের আলোয় যেন মৃত্যু হয়। লেখক যেমন চান লিখতে লিখতেই চুকে যাক জীবনের সব হিসাব-নিকাশ। ঠিক তেমনি একজন সাংবাদিক-সম্পাদকও আকাঙ্ক্ষিত থাকেন যেন প্রিয় পেশা-প্রিয় দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থাতেই ইতি হয় এ জীবনের সব লেনদেন। তোয়াব খান সেই বিরল সৌভাগ্যদের একজন, যিনি কর্ম দিয়ে নিজেকে মহীয়ান করে তুলেছিলেন এবং আমৃত্যু সেই দায়িত্ব পালন করে গেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে-সাধনার মতো করে। সাংবাদিকতা-সম্পাদনা যে সাধনা হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। তৎকালীন পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালে সাপ্তাহিক জনতার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন যে কর্মজীবন, প্রবহমান নদীর মতো তা অব্যাহত রেখেছিলেন জীবনের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত। নানা চড়াই-উৎরাই আর বন্ধুর পথেও তিনি সাংবাদিকতা নামক মহত্তম পেশাটির হাল ছাড়েননি, সাংবাদিক-সম্পাদক হিসেবে দিশা হারাননি।তোয়াব খানের হাত ধরে এ দেশের সাংবাদিকতা ভিন্নমাত্রা পায়। গত শতাব্দীর ৯০-এর দশকে তার পৌরহিত্যে প্রকাশিত হয় দৈনিক জনকণ্ঠ। তিনি পত্রিকাটির উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে রাখেন প্রভূত ভূমিকা। স্বৈর সামরিক শাহীর বিদায় ঘটিয়ে জাতি তখন নতুন স্বপ্নের বীজ বুনছে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঘটছে বিকাশ। ঠিক সেই সময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। ৭১-এর পরাজিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক শক্তি ও পাকিস্তানের এ দেশীয় দোসর-দালালরা নতুন করে সংগঠিত হতে শুরু করে। যুদ্ধাপরাধীরা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও প্রগতিশীলতার বেগবান ধারাকে। সমাজ বিভক্ত হতে শুরু করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উল্লম্ফন ও বিষাক্ততায়। অশুভ শক্তির এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসন রুখতে বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহ পালন করে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভূমিকা। সব সংবাদপত্রকে বাহবা জানিয়ে-তারিফ করে এ কথা বলতেই হয় যে, সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে যে দৈনিকটি তার নাম জনকণ্ঠ এবং পত্রিকাটির নেপথ্যের কারিগর ছিলেন তোয়াব খান।

সামাজিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রকে সঠিক পথে দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে একটি পত্রিকা কীভাবে-কীরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেই সময়ের দৈনিক জনকণ্ঠ। একটি পত্রিকার কাজ যে কেবল মুনাফা অর্জন নয়, সংবাদ ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে পাঠক সন্তুষ্টি অর্জন, প্রচার সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি তারও রয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দায়-দায়িত্ব, তার অনন্য এক নজির স্থাপন করেছে তোয়াব খান সম্পাদিত পত্রিকাটি। মৌলবাদের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় রাজনীতির নামে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর বিপক্ষে একটি পত্রিকার সংশপ্তক ভূমিকার জন্য সম্পাদক তোয়াব খানের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। যতদিন প্রগতিশীলতার পথে-বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথে বাংলাদেশের পক্ষপাত থাকবে ততদিন তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তোয়াব খান বাংলাদেশের সাংবাদিকতা পেশাকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা জানি- ১৯৬১ সালে প্রথমবারের মতো এ দেশে সাংবাদিকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ করার পরই সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া হয় এবং এ পেশার স্বীকৃতি মেলে। তারপর ৯০ দশকের শুরুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই পেশার ঔজ্জ্বল্য সেই অর্থে বাড়েনি। তোয়াব খান জনকণ্ঠ পত্রিকার মধ্যদিয়ে সাংবাদিকদের বেতন কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধাকে সম্মানজনক জায়গায় নিয়ে যান। শুধু সাংবাদিকদের বেতন কাঠামো নয়, পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব-প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রেও তিনি যথার্থ অর্থেই একজন যুগন্ধর সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন। ঢাকার বাইরে দেশের সবকটি বিভাগীয় শহর থেকে প্রথমবারের মতো একযোগে প্রকাশের নজির সৃষ্টি করে পত্রিকাটি। আর এসবের নেপথ্যের কারিগর ছিলেন তোয়াব খান।

তখনকার জনকণ্ঠ হাউজে সাংবাদিকতা করা ছিল যেকোনো সাংবাদিকের জন্য তার পেশার ক্ষেত্রে মাইলফলক বিশেষ। শুধু ঢাকার সাংবাদিকরা নন, ঢাকার বাইরের মেধাবী সাংবাদিকদের অনেকেই যুক্ত হয়েছিলেন এখানে। এ দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সংবাদ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনন্য একনাম, বিশেষ করে সাংবাদিক তৈরির ক্ষেত্রে তার স্বীকৃতি এই কমিউনিটির সবার কাছেই মান্যতা পেয়েছে। সংবাদ একজন মোনাজাতউদ্দিনকে সৃষ্টি করেছিল ঠিকই। কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি শেষাবধি। সৃষ্টিশীলতার যথার্থ মূল্যায়নও করতে পারেনি। মোনাজাতউদ্দিন, শামসুর রহমানের মতো মেধাবী ও প্রথাভাঙা সাংবাদিকদের ঠাঁই হয়েছিল জনকণ্ঠ নামক বৃত্তে। যে বৃত্তের কেন্দ্রে ছিলেন তোয়াব খান। মূলত তাকে ঘিরেই বসেছিল সাংবাদিকতার সত্যিকারের চাঁদের হাট।

সাংবাদিক-সম্পাদক হিসেবে তোয়াব খান ছিলেন নিভৃতচারী। ডানে বা বামে কোনোদিকে কখনোই ঝুঁকে পড়েননি তিনি। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কখনোই তা সাংবাদিকতা-সম্পাদনা পেশাকে ছাড়িয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি। তার জীবন ও কর্ম থেকে এই শিক্ষাটা নেওয়া জরুরি যে, রাজনীতির প্রতি পক্ষপাত ও সহজাত দুর্বলতা থাকলেও কীভাবে তাকে আড়ালে রাখতে হয় এবং নিজের পেশাকে রাখতে হয় সবকিছুর ওপরে।

সাংবাদিকতাকে যারা আখের গোছানোর মাধ্যম হিসেবে দেখেন এবং মনে করেন শনৈ শনৈ উন্নতি ও সুযোগ-স্বার্থান্ধ হাসিলের মোক্ষম পন্থা, তাদের জন্য তোয়াব খানের জীবন থেকে সবক নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সরাসরি সাংবাদিকতা পেশার বাইরে তার জীবনের যে সময়টুকু গেছে সেখানেও ছিল সাংবাদিকতা সংলগ্ন কাজ। ফলে তার জীবন প্রকৃতার্থে সংবাদ যাপনের মধ্য দিয়েই গেছে এবং মৃত্যুতেও সেই সত্যকে জারি রেখে গেছেন।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব ছিলেন তোয়াব খান। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ছিলেন এবং প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ-পিআইবির মহাপরিচালকও ছিলেন। এসবই তার সাংবাদিকতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই অভিজ্ঞতাকে তিনি সংবাদপত্র সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

তোয়াব খানের সাংবাদিক জীবনের বর্ণাঢ্য এক সময় গেছে দৈনিক বাংলায়। সাপ্তাহিক জনতা দিয়ে যে পরিভ্রমণ শুরু দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক হয়ে থিতু হন সেই সময়ের দৈনিক পাকিস্তানে। ১৯৬৪ সালে যোগ দেন এখানে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন হাসান হাফিজুর রহমান।

সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরের মাথায় তোয়াব খানের সাংবাদিকতা জীবনে ঘটে যায় অভূতপূর্ব এক ঘটনা। স্বাধীন বাংলাদেশে তা কল্পনা করা দুরূহ নয়, অবিশ্বাস্যও বটে। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারির সেই ঘটনা আজও বিস্ময়ের-প্রশ্নবোধকও। ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্যাতনের প্রতিবাদে একটি কর্মসূচি পালন করে সমাজতন্ত্রীদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন। মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে ওরা যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তখন স্বাধীন দেশের পুলিশ ওদের ওপর আচমকা গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে মতিউল কাদেরসহ দুজন নিহত হন। দ্রুত এ খবর পাঠকের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সেই সময়ের দৈনিক বাংলা বিশেষ টেলিগ্রাম বের করে। সাংবাদিকতার জায়গা থেকে *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

এটি ছিল মাইলফলক এক দৃষ্টান্ত এবং একজন সম্পাদকের

যুগন্ধর ভূমিকা। টেলিগ্রামের সম্পাদকীয়তে হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছিলেন, ওএত বড় একটি মর্মান্তিক ঘটনা কী করে ঘটতে পারল স্বাধীনতা-উত্তর পটভূমিতে, এ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এত লোকের মধ্যেও আবার নতুন লোকের আঘাত সইতে হবে, কী করে তা বিশ্বাস করা সম্ভবঃ

দৈনিক বাংলার টেলিগ্রাম প্রকাশের এই ঘটনাকে সাংবাদিকতার দায়িত্ব ও কর্তব্যের জায়গা থেকে নেয় না সেই সময়ের সরকার। সম্পাদক তোয়াব খান ও সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমানকে দৈনিক বাংলা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, তাদের সরিয়ে দেওয়া হলেও অন্যত্র পদায়ন করা হয়।

ইতিহাসের কী প্রহেলিকা, একদা তোয়াব খানকে যে দৈনিক বাংলা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, প্রায় ৫০ বছর পর এসে সেই দৈনিক বাংলা নব উদ্যমে প্রকাশের ক্ষণে তিনিই হন এর সম্পাদক এবং সেই দায়িত্বে থাকাবস্থাতেই আজ ১ অক্টোবর ঘটল চিরপ্রয়াণ। ৮৭ বছরের জীবন নদীর ঘাটে ঘাটে তিনি রেখে গেছেন অজস্র সব অমূল্য রতন। সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার বাইরে এ জাতির সবচেয়ে গৌরবের ক্ষণ ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন শব্দসৈনিক। ওপিণ্ডির প্রলাপ্থ অনুষ্ঠান উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে তিনি প্রকারান্তরে একজন সাংবাদিকের ভূমিকাই পালন করেছেন। জীবনের সব ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা যে তার ধ্যান জ্ঞান এবং শত্রুকে ঘায়েল করার মোক্ষম অস্ত্র বিশেষ সেটিকেই উচ্চকিত করে গেছেন।

তোয়াব খান সংবাদপত্র জগতকে দিয়েছেন নিজের সর্বস্ব উজাড় করে। অবশ্য তার সঙ্গ ও গুরু-সান্নিধ্য কেবল তারাই পেয়েছেন যারা ছিলেন সহকর্মী। এর বাইরে সাংবাদিকদের সেকেন্ড হোম বলে পরিচিতওজাতীয় প্রেসক্লাব্র-এ তার যাতায়াত ছিল না বললেই চলে। ফলে তাকে সাংবাদিকরা চাইলেও সর্বজনীন-রূপে পাননি কখনোই। সাংবাদিক ইউনিয়ন-প্রেসক্লাব নেতৃত্ব কি কখনো এ দিকটি ভাবার ফুরসৎ পাবেন?

তোয়াব খান ছিলেন বটবৃক্ষের মতো, যার ছায়ায় গেলে যেকোনো পথিকেরই ক্লান্তি দূর হয়-ঋদ্ধ এক অভিজ্ঞতা হয়। সাংবাদিকতা এখন দেশের বেশ কয়টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হলেও এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেয় যে, সাংবাদিকতা মূলত গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু-শিষ্যের পরম্পরার মধ্য দিয়ে যেমন বেঁচে থাকে-প্রবহমান হয় ভজন-সাধন। তেমনি সংবাদপত্র নামক এই প্রতিষ্ঠানও টেকসই এবং মানসম্পন্ন ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় গুরু-শিষ্যের হাত ধরেই। তোয়াব খানের মতো বিরলপ্রজ সাংবাদিক-সম্পাদক গুরু আদতে কতজন শিষ্য রেখে গেলেন তার হদিস মিলবে আগামী দিনের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। সত্যিই কি আমরা তৈরি হচ্ছি একজন তোয়াব খান, একজন এ বি এম মুসা, একজন গোলাম সারওয়ারের অবদানকে আরও বেশি উচ্চকিত করার লক্ষ্যে? বাংলাদেশের গণমাধ্যম আমাদের গুণিন সব সম্পাদকের পথে এগুচ্ছে কী না তা সময়ই বলে দেবে। আগামী দিনে যদি তোয়াব খানদের রেখে যাওয়া সাংবাদিকতাকে আরও বেশি বর্ণিল-বর্ণাঢ্য নয় কেবল, দেশ ও জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে কাজে লাগানো সম্ভব না হয়, তাহলে বুঝতে হবে সাংবাদিকতা নামক প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লড়াইয়ে তো নই-ই, জাতীয় মানের ক্ষেত্রে সদর্থক অর্থে যথার্থ জায়গায়ও নেই। অথচ তোয়াব খানের স্বপ্ন ছিল সেইরকম প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার, যা দেশ ও জাতির কল্যাণ যেমন নিশ্চিত করবে তেমনি সংবাদপত্র নামক প্রতিষ্ঠানটিকে দেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গর্ব ও গৌরবের মর্যাদা। কাজল রশীদ শাহীন: সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক। দ্য ডেইলি ষ্টার এর সৌজন্যে

Law Offices of

KIM & ASSOCIATES P.C

ATTORNEYS AT LAW

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Accident Cases

- ⇨ *Free Consultation*
- ⇨ *Construction Work Accident*
- ⇨ *Car/Building Accident*
- ⇨ *Birth of Disable Child*
- ⇨ *No Advance Required*

Eng. Mohammad A. Khalek
Cell: 917-667-7324
Email: m.Khalek28@yahoo.com

Law Office of Kim & Associates P.C
NY: 164-01, Northern Blvd., 2FL., Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd., # 201, Palisades Park, NY 07650

নিঃশব্দেই বাড়ে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা

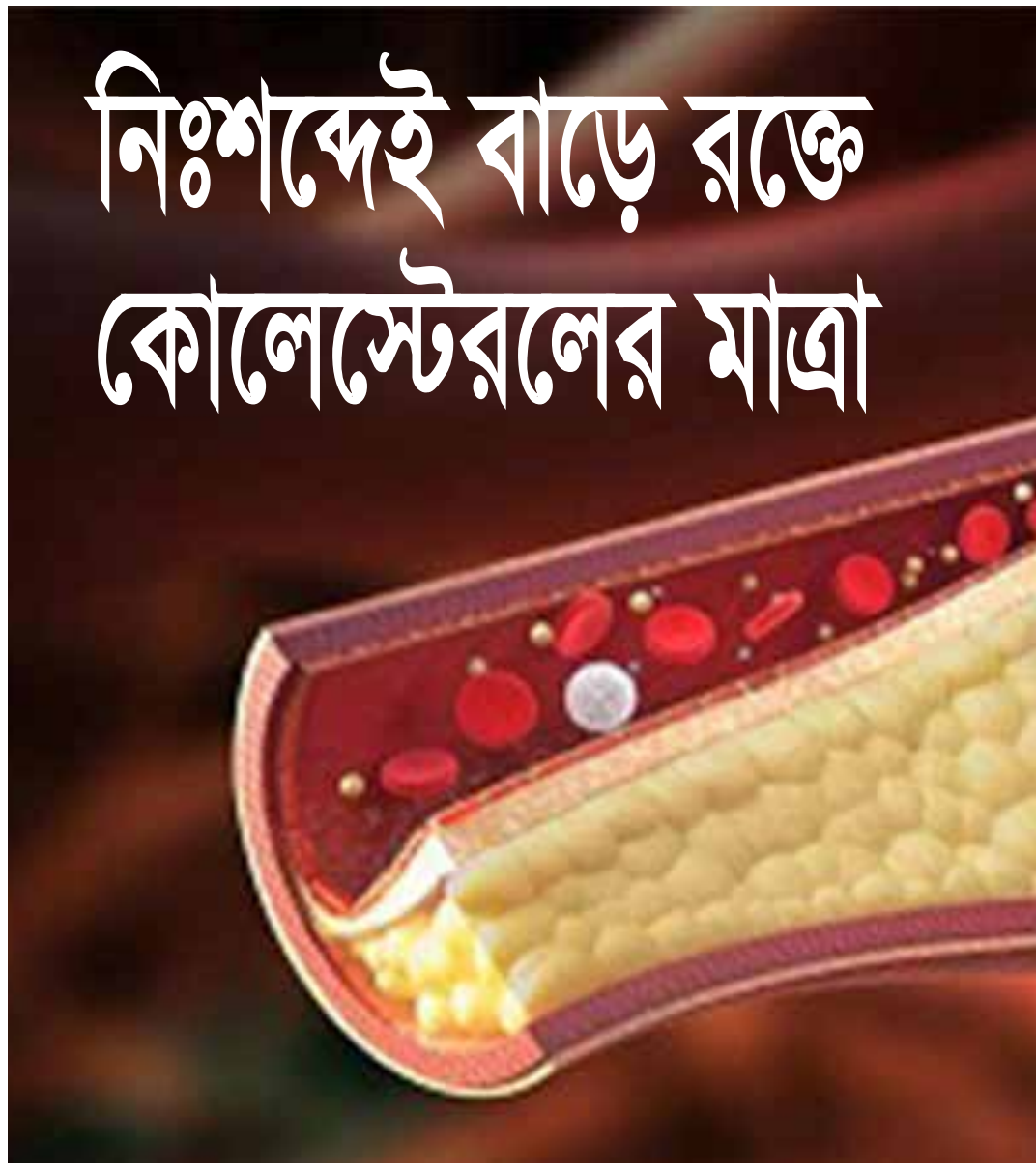

আমাদের দেহের কোষসমূহ ও আন্তকোষীয় পদার্থের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিভিন্ন রকম লিপিড। নির্দিষ্ট পরিমাণ লিপিড (কোলেস্টেরল) যেমন জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে, তেমনি লিপিডের কোনো এক বা একাধিক উপাদানের মাত্রা কম-বেশি হলে তা অসুখের ঝুঁকি বাড়ায়। এখন এটা প্রতিষ্ঠিত যে রক্তে অস্বাভাবিক মাত্রায় লিপিডের উপস্থিতি হৃদরোগ ও রক্তনালির অসুখের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

রক্তের লিপিডের পাঁচটি উপাদানের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, এইচডিএলের (উপকারী কোলেস্টেরল) পরিমাণ কমে যায়। তবে এলডিএলের (অপকারী কোলেস্টেরল) পরিমাণ প্রায় স্বাভাবিক থাকে। যাদের ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ নেই তাদের জন্য রক্তে এলডিএলের নিরাপদ মাত্রা ১৩০ মিলিগ্রাম/ডিএলের কম ও এইচডিএল ৪০ মিলিগ্রাম/ডিএলের ওপরে। আর যাদের ডায়াবেটিস আছে (অথবা কোনো রকম হৃদরোগ আছে) তাদের রক্তে এলডিএল ৭০ মিলিগ্রাম/ডিএলের কম ও এইচডিএলের পরিমাণ ৪০ মিলিগ্রাম/ডিএলের বেশি।

খাদ্যাভ্যাস আর জীবনযাত্রার কারণে কোলেস্টেরল বাড়ছে এ কথা সবাই জানেন। তবুও সচেতনতা বাড়ছে না। শরীরে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে দেখা দেয় একাধিক সমস্যা। সামান্য হেঁটেই যদি পা ব্যথা হয় তাহলেও কিন্তু সাবধান। হতে পারে কোলেস্টেরলের সমস্যা।

কোলেস্টেরল মানেই যে ক্ষতিকর, তা কিন্তু নয়। বরং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ কোলেস্টেরলের প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যাটা হয় দেহে কোলেস্টেরলের পরিমাণটা রেড়ে গেলে। তখন তা হৃদরোগজনিত অসুস্থতার কারণ হয়ে ওঠে। দেহের কোলেস্টেরলের মাত্রা কত, তা একমাত্র রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যায়। আর রক্তে এ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলেই চিকিৎসকরা কোলেস্টেরল কমানোর জন্য ওষুধ দিয়ে থাকেন।

কোলেস্টেরল কমাতে সত্যিই কি ওষুধ খাওয়া উচিত:

চিকিৎসকদের মতে প্রথমেই ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে প্রথমেই দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে। এর সঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চারও প্রয়োজন। কিন্তু তার পরও যদি তেমন কোনো উন্নতি না হয় তখনই ওষুধের কথা ভাবেন চিকিৎসকরা। আর সেই ওষুধ রোগীর কোলেস্টেরলের মাত্রা ও তার অন্যান্য শারীরিক সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিত জেনেবুঝে তবেই দেয়া হয়। তার আগে চিকিৎসক জানতে চান রোগীর কো-মর্বিডিটি (দীর্ঘমেয়াদি রোগ) বা হৃদযন্ত্রে সমস্যা, ফুসফুসের সমস্যা, উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসজনিত সমস্যা রয়েছে কিনা। কাজেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজ উদ্যোগে দোকান থেকে কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ কিনতে যাবেন না। কারণ ওষুধটির পরিমাপ ও প্রয়োজনীয়তা একেক রোগীর ক্ষেত্রে একেক রকম। অনেক সময় রোগীর একাধিক জটিলতা থাকায় চিকিৎসকেরা 'কম্বিনেশন মেডিসিন'ও দিয়ে থাকেন।

রক্তে কোলেস্টেরল নিঃশব্দেই বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত পরীক্ষা না করালে আপনি তা বুঝতেও পারবেন না। কোলেস্টেরল বাড়তে শুরু করলে তা রক্তনালির দেয়ালে জমতে শুরু করে। কোলেস্টেরল জমতে শুরু করলেই বাড়ে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা। হতে পারে কিডনির সমস্যাও। তাই প্রতিটি মানুষকেই এই কোলেস্টেরল নিয়ে সচেতন হতে হবে। কোলেস্টেরলের জন্য এতগুলো রোগের আশঙ্কা বাড়লেও বহু মানুষ এর স্বাভাবিক মাত্রা সম্পর্কে কোনো খবরই রাখেন না। এ কারণেই সমস্যা দেখা দেয়ার আশঙ্কা অনেকটাই বাড়ে। তাই আর দেরি না করে অবশ্যই বিষয়টি জেনে নেয়াই ভালো। তবেই ভালো থাকা যাবে।

শরীরে স্বাভাবিক কোলেস্টেরলের মাত্রা:

শরীরে দুই ধরনের কোলেস্টেরল থাকে। এলডিএল ও এইচডিএল। এলডিএল হলো খারাপ কোলেস্টেরল। শরীরে এলডিএল কোলেস্টেরল ১০০-এর নিচে থাকলে ভালো। অন্যদিকে এইচডিএল রক্তে থাকা ভালো। পুরুষদের ক্ষেত্রে এ কোলেস্টেরলের মাত্রা ৫০-এর বেশি ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬০-এর বেশি থাকা খুবই জরুরি। আর তাই বছরে অন্তত দুবার কোলেস্টেরল পরীক্ষা করিয়ে নেয়া খুব জরুরি। আচমকা হার্ট অ্যাটাকের জন্যও দায়ী এ কোলেস্টেরল। খুব কম বয়সীদের মধ্যেও আজকাল হার্ট অ্যাটাক দেখা দিচ্ছে। তাই সচেতন হওয়া খুব জরুরি।

ডায়াবেটিস ও রক্তের অস্বাভাবিক লিপিড: আমাদের দেহের কোষসমূহ ও আন্তকোষীয় পদার্থের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিভিন্ন রকম লিপিড। নির্দিষ্ট পরিমাণ লিপিড (কোলেস্টেরল) যেমন জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। তেমনি লিপিডের কোনো এক বা একাধিক উপাদানের মাত্রা কম-বেশি হলে তা অসুখের ঝুঁকি বাড়ায়। এখন এটা প্রতিষ্ঠিত যে রক্তে অস্বাভাবিক মাত্রায় লিপিডের উপস্থিতি হৃদরোগ ও রক্তনালির অসুখের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যাদের ডায়াবেটিস নেই তাদের জন্য যেমন সত্য, তেমনি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও সত্য। রক্তের অস্বাভাবিক লিপিড টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের হৃদরোগ ও রক্তনালির অসুখ দুই থেকে চার গুণ বৃদ্ধি করে।

রক্তের লিপিডের পাঁচটি উপাদানের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, এইচডিএলের (উপকারী কোলেস্টেরল) পরিমাণ কমে যায়। তবে এলডিএলের (অপকারী কোলেস্টেরল) পরিমাণ প্রায় স্বাভাবিক থাকে। যাদের ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ নেই তাদের জন্য রক্তে এলডিএলের নিরাপদ মাত্রা ১৩০ মিলিগ্রাম/ডিএলের কম ও এইচডিএল ৪০ মিলিগ্রাম/ডিএলের ওপরে। আর যাদের ডায়াবেটিস আছে (অথবা কোনো রকম হৃদরোগ আছে) তাদের রক্তে এলডিএল ৭০ মিলিগ্রাম/ডিএলের কম ও এইচডিএলের পরিমাণ ৪০ মিলিগ্রাম/ডিএলের বেশি।

ডায়াবেটিস রোগীর রক্তের অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড একটি বড় ঝুঁকি। এজন্য এটিকে সহনীয় বা নিরাপদ মাত্রায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে গুরুত্ব সহকারে। রক্তের লিপিড সঠিক মাত্রায় রাখার প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো জীবনযাপন পরিশুদ্ধিকরণ। এর মধ্যে আছে দৈহিক ওজন কমানো, শারীরিক শ্রম বৃদ্ধিকরণ, সমসক্ত চর্বি গ্রহণ কমানো ও একই সঙ্গে অসমসক্ত চর্বি গ্রহণ বৃদ্ধিকরণ, শর্করাজাতীয় খাবার খাওয়া কমানো ও মদ্য পান কমানো। আর রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা সঠিক পর্যায়ে রাখতে পারলে কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে।

এক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশন গ্রহণ যথেষ্ট সহায়ক হয়।যারা এসব পদ্ধতি অবলম্বন করেও রক্তের কোলেস্টেরল নিরাপদ মাত্রায় আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন, তাদের কোলেস্টেরল কমানোর জন্য ওষুধ সেবন প্রয়োজন হয়।

তবে বর্তমান ধারণা মতে চল্লিশোর্ধ্ব ডায়াবেটিস রোগীদের প্রত্যেককেই লিপিড কমানোর ওষুধ সেবন করতে দেয়া উচিত। তীব্রভাবে লিপিড কমানোর ওষুধ ব্যবহার করে ডায়াবেটিস রোগীদের হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো যায়।

কোন বয়স থেকে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা পরীক্ষা করা উচিত: আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০ বছর বয়স থেকেই কোলেস্টেরলের মাত্রা পরীক্ষা করা উচিত। মুম্বাইয়ের কার্ডিওলজিস্ট প্রবীণ কুমারের কথায়, '৯ বছর বয়সেই একবার রক্তে লিপিডের মাত্রা পরীক্ষা করা উচিত। তারপর ১৭-২০ বছর বয়সে ফের একবার পরীক্ষা করে দেখার পরামর্শ দেয়া হয়।' চিকিৎসকরা বলছেন, নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে কোলেস্টেরল পরীক্ষা করানোটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

বয়স অনুযায়ী কোলেস্টেরলের আদর্শ মাত্রা কত: ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ১৭০ মিলিগ্রামের নিচে থাকা উচিত। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক মাত্রা ২০০-এর কম। মাত্রা ২০০ থেকে ২৩৯-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করলে সতর্ক হতে হবে।

রক্তে কোলেস্টেরলের রিপোর্ট কীভাবে দেখতে হয়:

কোলেস্টেরলের মধ্যে রয়েছে এইচডিএল বা উচ্চ ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন, এলডিএল বা কম ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন ও ট্রাইগ্লিসারাইড। এলডিএলকে খারাপ কোলেস্টেরল বলা হয়, এইচডিএল হলো ভালো কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড, যা ক্ষতিকারক হিসেবে বিবেচিত না হলেও হৃদরোগের সঙ্গে যুক্ত। রক্তে বিভিন্ন কোলেস্টেরলের মাত্রা নির্ধারণের জন্য একটি সম্পূর্ণ কোলেস্টেরল পরীক্ষা করা হয়। কোলেস্টেরলের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে মিলিগ্রাম বা এমজি/ডিএল হিসেবে পরিমাপ করা হয়। রক্তের মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা যখন ২০০-এর নিচে থাকে, তখন এটি স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়। বর্ডার লাইন কোলেস্টেরল হলো যখন রিডিং ২০০ থেকে ২৩৯-এর মধ্যে হয়। ২৪০-এর ওপরে কোলেস্টেরলকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

এলডিএলের স্তর সবচেয়ে বড় নির্ধারক। এলডিএলের স্বীকৃত মাত্রা ১০০-এর নিচে ও যাদের করোনারি আর্টারি ডিজিজ রয়েছে তাদের জন্য চিকিৎসকরা এটি ৭০-এর নিচে রাখার পরামর্শ দেন। একইভাবে ট্রাইগ্লিসারাইড ও এইচডিএলের স্বাভাবিক মাত্রা যথাক্রমে ১৪৯ এবং ৪০-এর নিচে।

কোলেস্টেরল ঠেকাতে যেসব নিয়ম মেনে চলতেই হবে: তেল-মসলা, লাল মাংস, চিনি, বড় মাছ, মাছের তেলের থেকে সমস্যা হতে পারে। স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট থেকেও দূরে থাকুন। শাকসবজি বেশি করে খান। সেই সঙ্গে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার, ফাইবার এসবও বেশি পরিমাণে খেতে হবে। যেকোনো বয়সের মানুষের জন্যই শরীরচর্চা খুব জরুরি।

রোজ নিয়ম করে ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করতেই হবে। বাড়ির কাজে যে পরিশ্রম আর হাঁটাচলা হয় তার সঙ্গে দৈনন্দিন শরীরচর্চার ব্যবধান রয়েছে। তাই নিয়ম মেনে ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করতেই হবে। এতে শরীর থাকবে সচল। হার্ট, কিডনি, লিভার সবই থাকবে সুস্থ। মদ্যপান, ধূমপান একেবারেই নয়। দিনে দুটো সিগারেট কিংবা সপ্তাহে একদিন মদ্যপানও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই সতর্ক থাকুন। মেনে চলুন চিকিৎসকের পরামর্শ।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার, কোলেস্টেরল মানবদেহের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। একই সঙ্গে এর পরিমাণের তারতম্য হলে তা বহুবিধ শারীরিক সমস্যা ডেকে আনতে পারে। নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ করে ও পরিমিত শারীরিক পরিশ্রমে রক্তের কোলেস্টেরল কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাখা সম্ভব।

- ডা. শাহজাদা সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

মটরশুঁটি

ফল

মাছ

উ
কোলে
এড়
কেমন
খাদ্যত

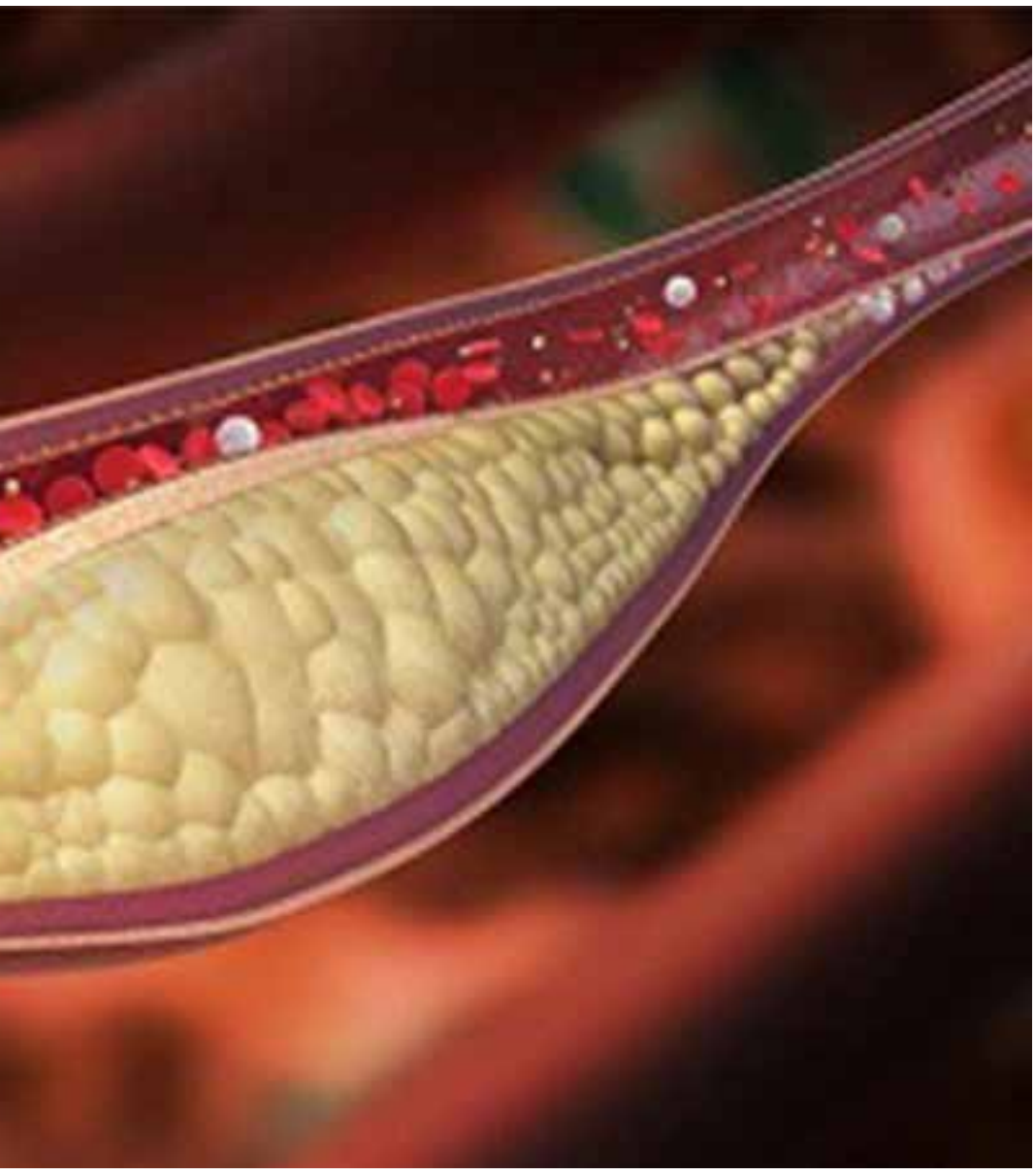

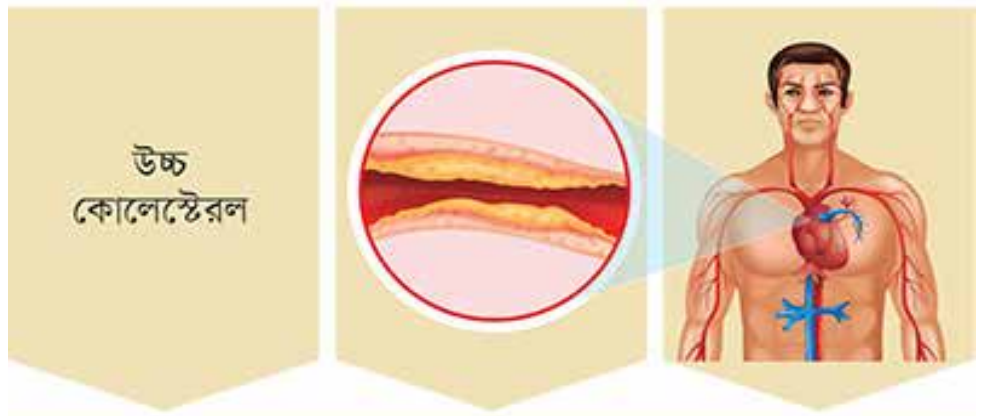

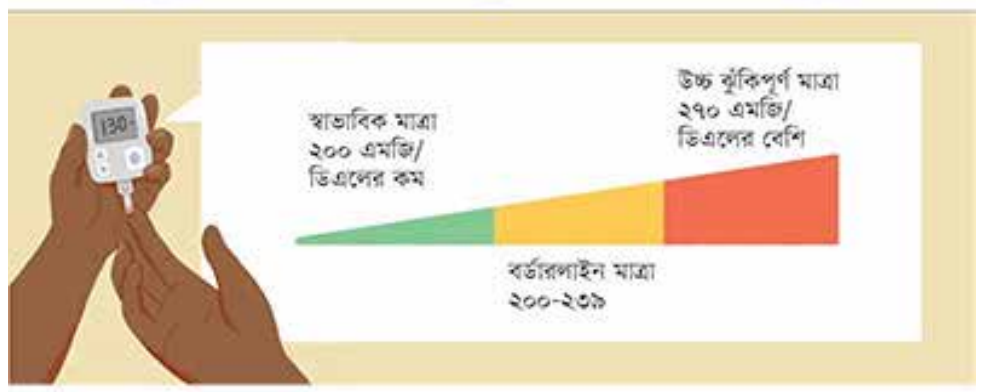

জেনে নিন উচ্চ কোলেস্টেরলের কারণ ও উপসর্গ

উচ্চ কোলেস্টেরলের কারণে ঝুঁকি তৈরি হয় অনেক বেশি। সেজন্য দরকার ঠিকঠাক চিকিৎসা। তবে চিকিৎসা শুরুর আগে জেনে নিতে হবে এ সমস্যা তৈরি হওয়ার কারণ ও উপসর্গগুলো। কোন ধরনের লাইপোপ্রোটিন বহন করে সেটার ভিত্তিতে শরীরে বিভিন্ন ধরনের কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। যেমন লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (এলডিএল) এবং হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (এইচডিএল)। এলডিএলকে বলা হয় খারাপ কোলেস্টেরল, এটি কোলেস্টেরলকে পুরো শরীরের ভেতরে প্রবাহিত করে। এলডিএল কোলেস্টেরল ধমনির দেয়ালে তৈরি হয় এবং সেগুলোকে খুবই শক্ত ও সরু করে তোলে। অন্যদিকে এইচডিএলকে বলা হয় ভালো কোলেস্টেরল। এটা বাড়তি কোলেস্টেরল যকৃতে ফেরত নিয়ে যায়। অস্বাস্থ্যকর খাবার, স্থূলতা, ধূমপান, কম শারীরিক ব্যায়াম, মদ্যপান উচ্চ কোলেস্টেরলে আক্রান্ত করার ক্ষেত্রে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি আপনার নিয়ন্ত্রণে না থাকা কিছু বিষয়ও কোলেস্টেরল বাড়ার ক্ষেত্রে বেশ বড় প্রভাব রাখতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জিনগত কারণে আপনার শরীরের জন্য এলডিএল কোলেস্টেরল বের করে দেয়া এবং সেটা যকৃতে নিয়ে ভেঙে ফেলা কঠিন হতে পারে। সেখানে বয়সও একটা ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ, ডায়াবেটিস, এইচআইভি বা এইডস, হাইপোথাইরয়েডিজম বা লুপাস রোগ থাকলে কোলেস্টেরল পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য চিকিৎসকরা বলছেন, এ রোগের তেমন কোনো লক্ষণ নেই। শুধু রক্ত পরীক্ষা করেই এ রোগ নির্ধারণ করা সম্ভব। তার পরও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হার্ট, লাঙ ও ব্লাড ইনস্টিটিউটের তথ্য বলছে, একজন মানুষের প্রথম রক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত ৯ থেকে ১১ বছর বয়সে। তারপরে সেটা প্রতি পাঁচ বছরে একবার পরীক্ষা করানো উচিত। এনএইচএলবিআইয়ের পরামর্শ, ৪৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সীদের প্রতি এক থেকে দুই বছরে একবার কোলেস্টেরল পরীক্ষা করা দরকার। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়সটা ৫৫ থেকে ৬৫। ৬৫ বছরের পরে প্রতি বছরে একবার করে কোলেস্টেরল পরীক্ষা করা দরকার। যদি পরীক্ষার ফলাফল সুবিধাজনক রেঞ্জে না থাকে, তাহলে আপনার ডাক্তার আপনাকে আরো ঘন ঘন পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেবেন। সেই সঙ্গে যদি আপনার পরিবারে কারো উচ্চরক্তচাপের ইতিহাস থাকে, হার্টের সমস্যা থাকে বা অন্যান্য কোনো ঝুঁকি যেমন ডায়াবেটিস বা উচ্চরক্তচাপ থাকে তাহলে আরো ঘন ঘন পরীক্ষা করাতে বলতে পারেন।

উচ্চ কোলেস্টেরল এড়াতে কেমন হবে খাদ্যতালিকা

উচ্চ কোলেস্টেরল এড়াতে নজর রাখতে হবে খাবারের তালিকার দিকে। নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে কিছু খাবার যেমন প্লেটে যুক্ত করতে হবে তেমনই বাদ দিতেও হবে বেশকিছু। তাহলে ঝুঁকি কমানো যাবে অনেকাংশেই।

অস্ট্রেলিয়ার বেটার হেলথ চ্যানেল বলছে, আমরা যাই খাই তারই একটা প্রভাব রয়েছে কোলেস্টেরলের মাত্রার ওপর। তাই সেটা নিয়ন্ত্রণ এ রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। এ সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে খেতে হবে প্রচুর ফল, সবজি ও হোলগ্রেইন খাবার। স্বাস্থ্যকর প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার যেমন মাছ বা সামুদ্রিক খাবার, বাদাম, বীজ, ডাল এবং মটরশুঁটি জাতীয় খাবার বেশি বেশি খেলে এ সমস্যা এড়ানো যাবে।

উদ্ভিদ প্রোটিন

সবজি

চিংড়ির মালাইকারি

চিংড়ি কম-বেশি সবাই ভালোবাসেন। নানা পদের মধ্যে এর মালাইকারি বেশ পরিচিত।গরম ভাতের সাথে চিংড়ি মাছের মালাইকারি খেতে কার না ভালো লাগে। নারকেলের দুধেরসঙ্গে চিংড়ি দিয়ে রান্না করতে পারেন চিংড়ির মালাইকারি।

উপকরণ: চিংড়ি মাছ ৭-৮টি, পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ, হলুদগুঁড়া ২ চা চামচ, শুকনো মরিচগুঁড়া২ চা চামচ, ঘি ৪ চা চামচ, তেজপাতা ২-৩টি, এলাচ ৫-৬টি, সরিষার তেল পরিমাণমতো, নারকেলের দুধ ১ কাপ। এছাড়া টমেটো পিউরি ৪ চা চামচ, আদা-রসুন বাটা ৩ চা চামচ, চিনি ২ চা চামচ, কাঁচামরিচ চেরা ৫-৬টি, দারুচিনি ৫-৬টি, লবণ পরিমাণমতো ও পানিপ্রয়োজন মতো।

প্রণালি: চিংড়ি মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে তার মধ্যে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন। তারপরকড়াইয়ে তেল গরম করে নিন। তাতে দিয়ে দিন ১ চামচ ঘি। তেল গরম হয়ে এলে ফোড়নেদিন তেজপাতা, দারচিনি ও এলাচ। এবার চিংড়ি মাছগুলো ভেজে তুলে নিন। ওই তেলেইদিয়ে দিন বেটে রাখা পেঁয়াজ। পেঁয়াজ হালকা ভাজা হলে দিন আদা-রসুন বাটা, হলুদ ওশুকনা মরিচগুঁড়া। সমস্ত উপকরণগুলো ভালোভাবে মিশে গেলে কড়াইয়ে ৪ চামচ টমেটোপিউরি দিন।

মসলা কষে গেলে দিয়ে দিন নুন ও চিনি। লবণ, চিনি মিশে গেলে কড়াইয়ে পানি দিয়ে দিন।গ্রেভি ফুটে গেলে কড়াইয়ে একে একে ভেজে রাখা চিংড়ি মাছ দিয়ে দিন। এরপর কড়াইয়েনারকেলের দুধ দিয়ে খানিকক্ষণ ফোটান। এবার গ্রেভির উপর থেকে দিয়ে দিন চেরাকাঁচামরিচ, এলাচ ও ঘি। তৈরি হয়ে গেলো চিংড়ির মালাইকারি। এবার গরম গরম পরিবেশনকরুন ভাতের সাথে।

চিংড়ির সুস্বাদু কোরমা

চিংড়ি পছন্দ করেন না, এমন লোক হাতে গোনা। পোলাওয়ের সঙ্গে খেতে পারেন চিংড়ির কোরমাও।

উপকরণ: মাঝারি মাপের চিংড়ি ১৪/১৫টি, দই ১৫০ গ্রাম, আদা বাটা ১/২ চা চামচ, রসুনবাটা ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১/৪ চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া চা চামচ, পোস্ত বাটা ১ বড় চামচ, কাজুবাদাম বাটা ১ বড় চামচ, কাঁচা মরিচ ৪/৫টি, ধনিয়াপাতা কুচি পরিমাণমতো ও ঘি অথবাতেল ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি: একশো গ্রাম দই, আদা, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া এবং সামান্য লবণ দিয়ে চিংড়ি মাছমেখে রাখুন কিছুক্ষণ। এরপর রান্নার কড়াইতে ঘি অথবা তেল দিন। গরম হলে কাজুবাদাম, ধনিয়া, পোস্তবাটা দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে চিংড়ি মাছ মাখাটা দিন। সঙ্গে দিন কাঁচামরিচ ও লবণ। এবার দু চামচ দই ফেটিয়ে মিশিয়ে দিন। ৫/৭ মিনিট রান্না করুন। পরিবেশনকরার আগে ধনিয়াপাতা কুচি আর কাজু কুচি ওপরে ছাড়িয়ে দিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

গোয়ান প্রন বিরিয়ানি

উপকরণ : বড় চিংড়ি ছয়টি, তেল এক টেবিল চামচ, এলাচ দুটি, লবঙ্গ দুটি, তেজপাতাএকটি, দারুচিনি একটি, আদা-রসুন ও মরিচ বাটা দুই টেবিল চামচ, বেরেস্তা আধ কাপ, টমেটো দুটি, লবণ অল্প, লাল মরিচের গুঁড়া স্বাদ মতো, পুদিনা পাতা একমুঠো, নারকেল দুধ ২কাপ, বাসমতী চাল এক কাপ।

প্রণালি : চাল ভালো করে ধুয়ে আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এবার লবঙ্গ, এলাচ ও দারুচিনিদিয়ে ভাত অধাসিদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কারকরে নিন। কম আঁচে তেল গরম করে লবঙ্গ, তেজপাতা, দারুচিনি ও এলাচ দিন। এর মধ্যেপেঁয়াজকুচি ও কাঁচামরিচ দিয়ে পাঁচ মিনিট রান্না করুন। পেঁয়াজে সোনালি রং ধরলে চিংড়ি, আদা-রসুন বাটা, টমেটো ও নারকেলের দুধ দিয়ে ঢাকা দিন। পাঁচ-সাত মিনিট পরে ঢাকনাখুলে নাড়িয়ে নিন। অন্য একটি পাত্রের নিচে ঘি লাগিয়ে প্রথমে ভাতের স্তর ও তার ওপরেচিংড়ির স্তর, তারপরে আবার ভাতের স্তর সাজিয়ে মিনিট দশেক দমে বসান। রান্না হয়ে গেলেওপর থেকে পুদিনা পাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

আস্বুর বিরিয়ানি

উপকরণ : চিকেন ৫০০ গ্রাম, দুটি মাঝারি আকারের পেঁয়াজকুচি, টমেটো দুটি, আদা-রসুনবাটা দেড় টেবিল চামচ, টক দই ১/৪ কাপ, ধনে পাতা ও পুদিনা পাতা অল্প, লবঙ্গ চারটি, দারচিনি ২ ইঞ্চি, তেজপাতা একটি, এলাচ তিনটি, সাদা তেল ১/৪ কাপ, লবণ অল্প, পাতিলেবুর রস অল্প, শুকনো মরিচ ৪-৫টি।

প্রণালি : চাল ভালো করে ধুয়ে আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এবার লবঙ্গ, এলাচ ও দারচিনিদিয়ে ভাত ফুটিয়ে নিন। তেল গরম করে তার মধ্যে এক টেবিলচামচ টক দই দিন। এর মধ্যেইলবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি ও আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষতে থাকুন। একে একে মরিচ বাটা, চিকেন, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো, লবণ, বাকি টক দই ও পাতিলেবুর রসদিয়ে কষতে থাকুন। এবার এক কাপ পানি দিয়ে পনেরো মিনিট ঢেকে দিয়ে ভালো করে রান্নাকরুন। মাংস অধাসিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে নিন। এবার অন্য একটি পাত্রের নিচে সাদা তেললাগিয়ে প্রথমে ভাতের স্তর তৈরি করুন। এর ওপরে মাংসের স্তর তৈরি করে নিন। এবার১৫-২০ মিনিট দম দিন। রান্না হয়ে গেলে ঢাকনা খুলে বিরিয়ানির ওপরে ধনেপাতা ছড়িয়েরায়তার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com

Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি গুম হয় - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, গত দুই সম্মেলনের আগে তিনি নিজেই তার বয়সের কথা তুলে ধরে বলেছিলেন, নতুন নেতৃত্বের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে পারলে তিনি খুশি হবেন। তবে প্রতিবার সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকন্যাকেই নেতৃত্বে রেখেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

সে বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ে ওই সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, এবার সম্মেলনে কোনো চমক থাকবেন কিনা, তিনি নতুন নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে আসবেন কিনা। উত্তরে আওয়ামী লীগ সভাপতি এই মন্তব্য করেন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কে থাকবে তা পুরোপুরি কাউন্সিলরদের সিদ্ধান্ত। আমার তো সময় হয়ে গেছে, বিদায় নেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত।'

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন:

রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাজনৈতিক সমর্থন ও মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা, আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ এবং মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত, জাতীয় আদালত এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে চলমান মামলায় সমর্থন প্রদান, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত দমনপীড়ন বন্ধে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, আসিয়ানের পাঁচ দফা ঐকমত্যে মিয়ানমারের অঙ্গীকারগুলো ও কফি আনানের কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগ করা, মিয়ানমারে জাতিসংঘসহ মানবিক সহায়তাকারীদের নির্বিঘ্নে প্রবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গারা যাতে সম্মানের সঙ্গে ও নিরাপদে তাদের নিজ দেশে ফিরতে পারে সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু মিয়ানমার সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করার জন্য জাতিসংঘকে কার্যকর ও জোরালো ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছি।

এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে আগামী সংসদ নির্বাচন, আগামী বছরের সম্ভাব্য বৈশ্বিক মন্দার বিরুদ্ধে লড়তে সরকারের নেয়া পদক্ষেপ, রোহিঙ্গা সংকট, আওয়ামী লীগের সম্মেলন ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ দিনের সফরের অভিজ্ঞতা জানাতে এই সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রী। যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এবং রাজা তৃতীয় চার্লস আয়োজিত সিংহাসনে আরোহণ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৭তম অধিবেশনে ভাষণ দেন এবং এর ফাঁকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের পুরস্কৃত করছে বাংলাদেশ সরকার -হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

৯ পৃষ্ঠার পর

দক্ষিণ এশিয়া পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি লিখেছেন, জোরপূর্বক গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনসহ নানাভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত এসব কর্মকর্তারা। কিন্তু তাদের অপরাধের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করে উল্টো তাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পুলিশের মহাপরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। এর আগে তিনি র‍্যাবের মহাপরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। সেসময় র‍্যাবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সে ঘটনার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাকে পুলিশের মহাপরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এদিকে, এতদিন এ দায়িত্বে থাকা ড. বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, তিনি র‍্যাবের মহাপরিচালক থাকা অবস্থায় তার অধীনে থাকা কর্মকর্তারা মোট ১৩৬ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ১০টি গুমের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এ জন্য বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সফরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে বাংলাদেশ সরকার নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের একটি সম্মেলনে পাঠানো প্রতিনিধি দলের সদস্য করে তাকে। যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের তরফ থেকে র‍্যাবকে সংস্কারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের কাছে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমরা এমন কিছু করছি না যে জন্য আমাদের র‍্যাবকে সংস্কার করতে হবে। তাই সংস্কারের কোনো প্রশ্নই নেই। এ বছরের প্রথমে আবদুল্লাহ আল-মামুনসহ নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকা র‍্যাবের আরেক কর্মকর্তা এডিজি কর্নেল খান মোহাম্মদ আজাদকে তাদের সাহসিকতা ও সেবার জন্য পুরস্কৃত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের বিবৃতিতে বলেছে, এমন পদক্ষেপ বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর কাছে এই বার্তা দেয় যে, সরকার শুধু তাদের বিরুদ্ধে থাকা অপব্যবহারের অভিযোগগুলো উপেক্ষাই করবে না, বরং তাদেরকে আরও পুরস্কৃত করবে।

ডিজিটাল সিকিউরিটি : সরকারি প্রতিষ্ঠানকে 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো' ঘোষণা কি সাংবাদিকতার অন্তরায়?

৯ পৃষ্ঠার পর

ধরনের অনুপ্রবেশ হলে মানুষের ওপর অবশ্যই প্রভাব পড়ে। এই কারণে তাদের তথ্যগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। সেজন্য তারা যাতে আন্তর্জাতিক বেস্ট প্রাকটিস ফলো করে, তথ্য সুরক্ষায় যথাযথ নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

তিনি জানান, এজন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির একটি গাইডলাইন রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেই গাইডলাইন অনুসরণ করে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

'এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেন সুরক্ষিত থাকে। যাতে তার তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা, নেটওয়ার্ক, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মানব সম্পদ- এগুলোর ক্ষেত্রে যেন সে একটি স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা করে। যাতে করে তারা কোনো রকম ভালনারেবিলিটির শিকার না হয় বা হ্যাকিং না হয়। মূল বিষয় হলো, এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেন কোনোভাবে আক্রান্ত না হয়।'

যেসব প্রতিষ্ঠানকে 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো' ঘোষণা করা হয়েছে

সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজস্ব বোর্ড, সেতু বিভাগ, ডাটা সেন্টার কোম্পানি, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগ, বিটিআরসি, পরিচয়পত্র বিভাগ, সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও রূপালি ব্যাংক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ইমিগ্রেশন, বিটিসিএল, তিতাস, পাওয়ার গ্রিড, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কোম্পানি, সিভিল এভিয়েশন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা অনুযায়ী, তথ্য ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নেটওয়ার্ক, সেবা -ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো' যাচাই করে থাকে এজেন্সি।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি বেআইনি অনুপ্রবেশ করে ক্ষতি বা বিনষ্ট করেন, তাহলে সাত বছরের কারাদণ্ডসহ ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুমন আহমেদ সাবির বলছেন, 'এর আগে আমরা রাষ্ট্রের গুরুত্ব কিছু প্রতিষ্ঠানকে কেপিআই ঘোষণা করতে দেখেছি। যার মাধ্যমে সেগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো' ঘোষণা করার ব্যাপারটি আমাদের কাছে একেবারেই নতুন।'

সাংবাদিকতায় বাধা আসতে পারে?

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন জারি করার পর থেকেই সেটি সাংবাদিকতার জন্য বড় বাধা তৈরি করছে বলে গণমাধ্যম সম্পাদকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তথ্য ও মত প্রকাশের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন আর্টিকেল নাইনটিন বলেছে, গত চার বছরে ভিন্নমত ও সরকারের সমালোচনা দমনে এই আইনের নজিরবিহীন অপপ্রয়োগ হয়েছে। আর্টিক্যাল নাইনটিন শুধু ২০২১ সালের উদাহরণ দিয়ে বলেছে, ওই বছর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বাংলাদেশে যত মামলা হয়েছে, তার মধ্যে ৪০ শতাংশ মামলাই হয়েছে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসহ সরকারি দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নামে কটূক্তির কারণে।

ফলে সেই আইনের আওতায় এই 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিদফতর' ঘোষণা সাংবাদিকতায় কোনো বাধা তৈরি করবে কিনা, তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সুমন আহমেদ সাবির। কারণ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবাদিকরা নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। ফলে এই ঘোষণার ফলে তাদের সংগ্রহ সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। 'যদিও বিষয়টি একেবারে নতুন। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান পাবলিক প্রতিষ্ঠান, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ সেবা নেন। ফলে এটা ঘোষণার পর সেখানে সাংবাদিকতায় বা সংবাদের তথ্য সংগ্রহে বাধা তৈরি করবে কিনা, সেটা নিয়ে একটা উদ্বেগ তৈরি হতে পারে। তবে সেটা বুঝতেও আরও কয়েকদিন সময় লাগবে,' তিনি বলছেন। সূত্র : বিবিসি

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

‘পুলিশ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কাজ করে’ - বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল

৯ পৃষ্ঠার পর

তাহলে আমাকে জানাবেন।

‘বিরোধীদলের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পুলিশ বাড়াবাড়ি করে’ বলে অভিযোগ আছে। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আইজিপি বলেন, পুলিশ রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলোতে পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে। পুলিশের এ বিষয়ে ট্রেনিং রয়েছে, প্রতি ক্ষেত্রে তা ফলো করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, পুলিশে ‘গোপালগঞ্জ-কিশোরগঞ্জ-বরিশাল গ্রুপ’ আছে বলে শোনা যায়। এ ধরনের গ্রুপিং পুলিশের ক্ষতি করছে কি না এবং আপনি এ বিষয়ে নজর দেবেন কি না? উত্তরে আইজিপি বলেন, আমি পুলিশের গ্রুপিং সম্পর্কে জানি না। সুনির্দিষ্ট তথ্য দিলে খতিয়ে দেখব।

একই কর্মকর্তাকে বার বার ঘুরে ফিরে ডিএমপির বিভিন্ন থানার ওসি বানানো হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। এ প্রসঙ্গে আইজিপি বলেন, বদলির ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস ফলো করা হয়। শুধু পুলিশে না বিভিন্ন অরগানাইজেশানে একই লোক অনেক দিন ধরে কাজ করেন। কর্মকর্তার দক্ষতা দেখে যদি মনে করে তাকে রাখা দরকার তাহলে রেখে দেয়। আর যাকে রাখা দরকার হয় না তাকে বদলি করা হয়।

পুলিশের দুর্নীতি নিয়ে টিআইবির রিপোর্ট ও অনেক সময় দুর্নীতির প্রতিবেদন দেখা যায়। উন্নত পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে আপনি কী ভূমিকা রাখবেন? এমন প্রশ্নের জবাবে আইজিপি বলেন, আপনারা লক্ষ্য করেছেন এরইমধ্যে কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিট পুলিশের কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি থানায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য ওপেন হাউজ কার্যক্রম চালু রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সব সদস্যকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেসব জায়গায় ঘাটতি আছে সেগুলো ঠিক করা হবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৯৭ হাজার বিদেশি অবৈধভাবে বসবাস করছে। তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশে রয়েছে। তারা জঙ্গিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়েছে। তারা দেশের জন্য হুমকি কি না? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে আইজিপি বলেন, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তদের বিষয়ে স্ব স্ব দেশ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাদের পাসপোর্ট বা ট্রাভেল পাস তৈরি করে ফেরত দেওয়া হচ্ছে। আর যারা ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জঙ্গিদের ট্রেনিং দেওয়া হয়, সেখানে সন্ধ্যার পর পুলিশ ঢুকতে ভয় পায়- এরকম একটা আলোচনা আছে। এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে আইজিপি বলেন, আমরা যখন যেখানে তথ্য পেয়েছি প্রতিটি তথ্যকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছি। ব্যবস্থা নেওয়ার কারণেই জঙ্গি হামলা হচ্ছে না। জঙ্গি দমনে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল। আপনার কাছে ট্রেনিং দেওয়ার তথ্য থাকলে জানান।

র‍্যাব সংস্কারের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, র‍্যাব একটি লাইভ (জীবন্ত) প্রতিষ্ঠান। এখানে সংস্কার চলমান প্রক্রিয়া। যেকোনো লাইভ প্রতিষ্ঠানেই তাই হয়, সবসময় এই সংস্কার চলতে থাকে। গত শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন।

এর আগে ২২ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের প্রজ্ঞাপনে আইজিপির পদ থেকে ড. বেনজীর আহমেদকে অবসরে পাঠানো হয়। একইদিন আরেক প্রজ্ঞাপনে র‍্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে পুলিশপ্রধানের দায়িত্ব দেয় সরকার। আর র‍্যাব প্রধানের দায়িত্ব পান অতিরিক্ত আইজিপি এম খুরশীদ হোসেন।

নতুন পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব পাওয়া চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন ২০২০ সালের ৮ এপ্রিল র‍্যাব ডিজি হিসেবে দায়িত্ব পান। এর আগে তিনি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতের উপায় খুঁজে বের করার ওপর প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

৯ পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি এর নেতিবাচক দিকটির বিরুদ্ধেও সতর্ক করা হয়েছে, যা মূলত নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য হুমকি।

ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির এই উন্নয়নের ফলে সাইবার অপরাধ এখন একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ‘তাই নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের জন্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্ব এখন একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হচ্ছে এবং এখন কেউ আর বিচ্ছিন থাকতে পারে না। করোনাভাইরাস মহামারি ও রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমরা এটা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কী করা উচিৎ এবং এ ব্যাপারে অন্যদের অভিজ্ঞতার আলোকে সেই উপায় বের করতে হবে।

শেখ হাসিনা সাইবার অপরাধ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যে কতটা ক্ষতিকর- সে ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ভালো ও খারাপ দুটি দিক থাকলেও কোনো জাতি তাদের ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না।

তিনি বলেন, ‘তাই বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ওপর গবেষণা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। গবেষণা ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের উন্নয়নের জন্য কৃষি, শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীনের পরপরই এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।’

জাতীয় ডিজিটাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যগণ এ সময় সভায় উপস্থিত ছিলেন। সূত্র : বাসস

‘নিউক্লিয়ার আরমাগেডন’, ১৯৬২ সালের পর প্রথম পারমাণবিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে বিশ্ব

১৫ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ে মজা করছেন না। এর আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিও এই একই ভাষায় পুতিনকে নিয়ে হুঁশিয়ার করেছিলেন পশ্চিমা দেশগুলিকে। বাইডেন এ প্রসঙ্গে বলেন, পুতিনের যখন কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র বা জৈবিক বা রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে কথা বলেন তখন তিনি রসিকতা করছেন না। কারণ তার সামরিক বাহিনী এখন উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল।

২৪শে ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলার কয়েকদিন পরই দেশের সমস্ত পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রকে অ্যালার্টে রেখে ইউক্রেনকে হুমকি দিয়েছিল রাশিয়া। সেই সঙ্গেই ন্যাটো দেশগুলি ও পশ্চিমা বিশ্বকেও বার্তা দিয়েছিলেন পুতিন। এরই মাঝে সম্প্রতি সামরিক গতিবিধি বৃদ্ধির ঘোষণা করেন পুতিন। আবার ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্তও করেন।

যদিও বিবিসি জানিয়েছে, রাশিয়া এখনও পরমাণু বোমা হামলা চালানোর মতো কোনো প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মনে করছেন না মার্কিন কর্মকর্তারা। দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান গত সপ্তাহে বলেন, মস্কো যদিও পরমাণু বোমা ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছে, কিন্তু রাশিয়া সে লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে এমনটা যুক্তরাষ্ট্রের চোখে পড়েনি। যুদ্ধের প্রথম থেকেই মার্কিন কর্মকর্তারা বলে আসছেন, ইউক্রেনে হারতে শুরু করলে রাশিয়া পরমাণু বোমা ব্যবহার করতে পারে। গত এক মাস ধরে ইউক্রেনে চাপের মধ্যে রয়েছে মস্কো। ফলে সেই আশঙ্কা এখন ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন বিজ্ঞানী সাভান্তে পাবো

১৪ পৃষ্ঠার পর

এবার চিকিৎসায় নোবেল পেলেন। মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) ঘোষণা করা হবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীর নাম। পরের দিন ঘোষণা করা হবে রসায়নে নোবেল বিজয়ীর নাম। এরপর ৬ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে সাহিত্যে ও ৭ অক্টোবর শান্তিতে নোবেল বিজয়ীদের নাম। মাঝে দুদিনের বিরতি দিয়ে সোমবার (১০ অক্টোবর) শেষদিন ঘোষণা করা হবে অর্থনীতিতে নোবেলজয়ীর নাম।

১০ অক্টোবর সোমবার অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হবে চলতি বছরের মোট ছয়টি শাখায় নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা।

নবযুগ

বুলেটিন

WE ARE READY TO GO

কমিউনিটি, নিউইয়র্ক, আমেরিকা, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের
সব গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকছে নবযুগ বুলেটিনে।

'নবযুগ বুলেটিন' সংবাদ নয় তার চেয়েও একটু বেশি।

হোয়াটসঅ্যাপে আর স্ক্রিনশট নেওয়া যাবে না

বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যাটিং অ্যাপ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ। প্রতিদিন কয়েক কোটি গ্রাহক আছে এই প্ল্যাটফর্মটিতে। এবার সবচেয়ে বড় ফিচার নিয়ে এলো সাইটটি। হোয়াটসঅ্যাপ সারাক্ষণই ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য সাইটি আপডেট করেই চলেছে।

এবার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই স্ক্রিনশট নেওয়ার সুযোগ বন্ধ করলো হোয়াটসঅ্যাপ। এখন থেকে কোনো ব্যবহারকারী ভিউ ওয়ান্স ফিচারে কোনো ছবি অথবা ভিডিও পাঠালে সেই মেসেজের স্ক্রিনশট নিতে পারবেন না চ্যাটের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি। এমনকি কোনো ছবি অথবা ভিডিও ভিউ ওয়ান্সের মাধ্যমে পাঠালে চ্যাটের অপর প্রান্তের মানুষটি সেই মেসেজ একবার দেখার পর তা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কয়েক মাস আগেই এই ফিচার নিয়ে হাজির হয় হোয়াটসঅ্যাপ। তবে এতদিন এই মেসেজগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে সেভ করে রাখা যেত। তবে এবার সেই কাজ আর করা যাবে না। শুধু স্ক্রিনশট নয়, ভিউ ওয়ান্স মেসেজে স্ক্রিন রেকর্ডিংও বন্ধ করেছে মার্কিন মেসেজিং কোম্পানিটি।

আপাতত নির্বাচিত বিটা ভার্সন ব্যবহারকারীরা এই ফিচার ব্যবহার করতে পারছেন। খুব শিগগির সব ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে যাবে এই সুবিধা। এজন্য ফোনে হোয়াটসঅ্যাপের লেটেস্ট বিটা ভার্সন ইনস্টল করে নিন। চ্যাটে সব মেসেজ এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকলেও ছবি ও ভিডিও সুরক্ষার জন্য এই ফিচার অনেক কাজে আসবে ব্যবহারকারীদের।

সূত্র: দ্য ইকোনোমিক টাইমস

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-806-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS CPA & Enrolled Agent এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন App এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই-ফোন অথবা এনড্রয়েড ফোনে Sonali Exchange App টি ডাউনলোড করতে হবে।

✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
✓ সরকার প্রেরিত ২.৫% প্রণোদনা পাবার সুযোগ।
✓ বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর সুযোগ।
✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

এ বছরই বাংলাদেশে হুন্দাই গাড়ি অ্যাসেম্বল শুরু -কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত

১২ পৃষ্ঠার পর

শতাংশের বেশি পোশাক খাতে। লি জ্যাং-কিউন বলেন,‘দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এ বছর সালে ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে।’ উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার সহায়তা পাওয়া তৃতীয় বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ। কোরিয়ান সরকার সম্প্রতি বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতের জন্য দেওয়া ঋণের পরিমাণ আগামী ৫ বছরের জন্য ৭০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোরিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম (ইপিএস)। এর মাধ্যমে কোরিয়ায় যাওয়া প্রবাসী কর্মীদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। প্রতি বছর গড়ে ২ হাজার কর্মী কোরিয়ায় চাকরি নিয়ে যান। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোরিয়া থেকে দেশে ২০৯ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে।এ বছর কোরিয়ায় প্রায় ৫ হাজার কর্মী যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন,‘নিঃসন্দেহে প্রবাসীকর্মীরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন।’

অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার জন্য দক্ষিণ কোরিয়াকে ধন্যবাদ জানান। তিনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে কোরিয়ার অব্যাহত সমর্থন কামনা করেন।

নজিরবিহীন সংকটে দক্ষিণ এশিয়া বলেছে বিশ্বব্যাংক

১৩ পৃষ্ঠার পর

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ভয়াবহ বন্যায় এ বছর পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ প্লাবিত হওয়ার পর দেশটির অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রাইসার বলেন, ‘মহামারি, বিশ্বব্যাপী তারল্য ও পণ্যের দামের আকস্মিক পরিবর্তন এবং চরম আবহাওয়া বিপর্যয় একসময় ছিল শেষ প্রান্তিক ঝুঁকি। কিন্তু তিনটিই গত দুই বছরে দ্রুত এসেছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিকে সংকটে ফেলেছে।’

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সমীক্ষার তথ্য থেকে জানা যায়, ২০২১ সালের শেষের দিকে এবং ২০২২ সালের প্রথম দিকে মহামারি দ্বারা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন এলাকাগুলোতে অভিবাসী স্রোত এসে কোভিড-১৯-উত্তরকালে চাহিদা ও জোগান সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করেছে।

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক প্রধান অর্থনীতিবিদ হ্যান্স টিমার বলেন, ‘শ্রমের গতিশীলতার সীমাবদ্ধতা অপসারণ করা এ অঞ্চলের স্থিতিস্থাপকতা এবং এর দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক।’ এ লক্ষ্যে প্রতিবেদনে দুটি সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথমত, অভিবাসীদের যে খরচের সম্মুখীন হতে হয়, তা কমানোর বিষয়টি নীতি এজেন্ডায় শীর্ষে থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, নীতিনির্ধারকরা আরও নমনীয় ভিসা নীতি, সংকটকালে অভিবাসী কর্মীদের সহায়তার ব্যবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উপায়ে অভিবাসনকে ঝুঁকিমুক্ত করতে পারেন।

জ্বালানি সংকটে বাংলাদেশের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, উৎপাদন খরচ বেড়েছে ৪০%

১৩ পৃষ্ঠার পর

আদেশ এমনিতেই কিছুটা কম। গত ফেব্রুয়ারি থেকেই বিশ্ববাজারে এই অবস্থা চলছে। তবে রপ্তানি খুব একটা কমেনি। জ্বালানি তেলের দর বৃদ্ধির প্রভাব পড়ার আগেও রপ্তানি বৃদ্ধির হার ছিল ৩৬ শতাংশ। জ্বালানির দর বৃদ্ধির কারণেই হঠাৎ রপ্তানি নেতিবাচক ধারায় নেমে আসে। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, লোকসান কমাতে অনেক কারখানা উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। বাড়তি দর না পাওয়ায় ক্রেতাদের সঙ্গে চুক্তি করছেন না কেউ কেউ। প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির কারণে ভোক্তা পর্যায়ে চাহিদাও কিছুটা কম। অনেক ব্র্যান্ডের স্টকে পণ্যের স্তূপ জমেছে। আবার তুলাসহ কাঁচামালের দর কিছুটা পড়তির দিকে। এ কারণে ব্র্যান্ড এবং ক্রেতারাও রপ্তানি আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা ধীরে এগুচ্ছে। এতে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়তো কিছুটা কমে আসত; কিন্তু নেতিবাচক ধারায় নেমে যাওয়ার কারণ ছিল না।

জানা গেছে, ডিজেলের মূল্য সমন্বয় করার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে চিঠি দিয়েছে বিজিএমইএ। সংগঠনের সভাপতি ফারুক হাসান স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, পোশাক কারখানাগুলোতে চরম বিদ্যুৎ সংকট চলছে। সপ্তাহিক ছুটি দুদিন করা হয়েছে। দিনের কর্মঘণ্টা এক ঘণ্টা কমিয়ে আনা হয়েছে। লোডশেডিং চলাকালে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে উচ্চমূল্যের ডিজেলে জেনারেটর ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। গত বছরের ৮০ টাকা লিটারে কেনা ডিজেল এখন ১০৯ টাকায় কিনতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে ডিজেলের দর সমন্বয় করে পুনর্নির্ধারণ করা হলে পোশাক শিল্পসহ সংশ্লিস্ট সবাই উপকৃত হবেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন অব্যাহত রাখার স্বার্থে ডিজেলের দর সমন্বয় এবং সরবরাহ ঠিক রাখতে চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয়।

মোহাম্মদ হাতেম জানান, বিশ্ববাজারে চাহিদা কম, তা ঠিক। তবে যতটুকু চাহিদা, তা তো মেটাতে হবে। ক্রেতারা আবার রপ্তানি আদেশ বাড়াতে চায়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, সুইডেনভিত্তিক ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠান এইচ অ্যান্ড এমের শীর্ষ কর্মকর্তারা এখন ঢাকা সফরে রয়েছেন। এ দেশ থেকে আরও পোশাক নিতে চায় এইচ অ্যান্ড এম। কারণ এ মুহূর্তে বাংলাদেশ ছাড়া ভালো বিকল্প নেই ক্রেতাদের সামনে। তবে জ্বালানির উচ্চদর এবং সংকটে উল্টো রপ্তানি কমছে। ডিজেলের দর কমাতে বিকেএমইএ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেবে বলেও জানান তিনি।

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলে শামীম এহসান বলেন, লোডশেডিং ও গ্যাস সংকটে তাঁর কারখানায় উৎপাদন স্বাভাবিকের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কম হচ্ছে। ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টে গ্যাসের অভাব বড় সমস্যা। ডাইং এবং ফিনিশিং কারখানায়ও গ্যাসের প্রয়োজন। দিনে গ্যাসের চাপ থাকছে না। ডাইং ও প্রিন্টিংয়ের মান খারাপ হচ্ছে। এতে পরিত্যক্ত পণ্যের পরিমাণ বাড়ছে। অর্থাৎ নানামুখী লোকসান বাড়ছেই। - সমকাল

Sheikh Salim
Attorney At Law

Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ◘ Bankruptcy ◘ Civil ◘ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

Choudhury S. Hasan, M.D.

Board Certified

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

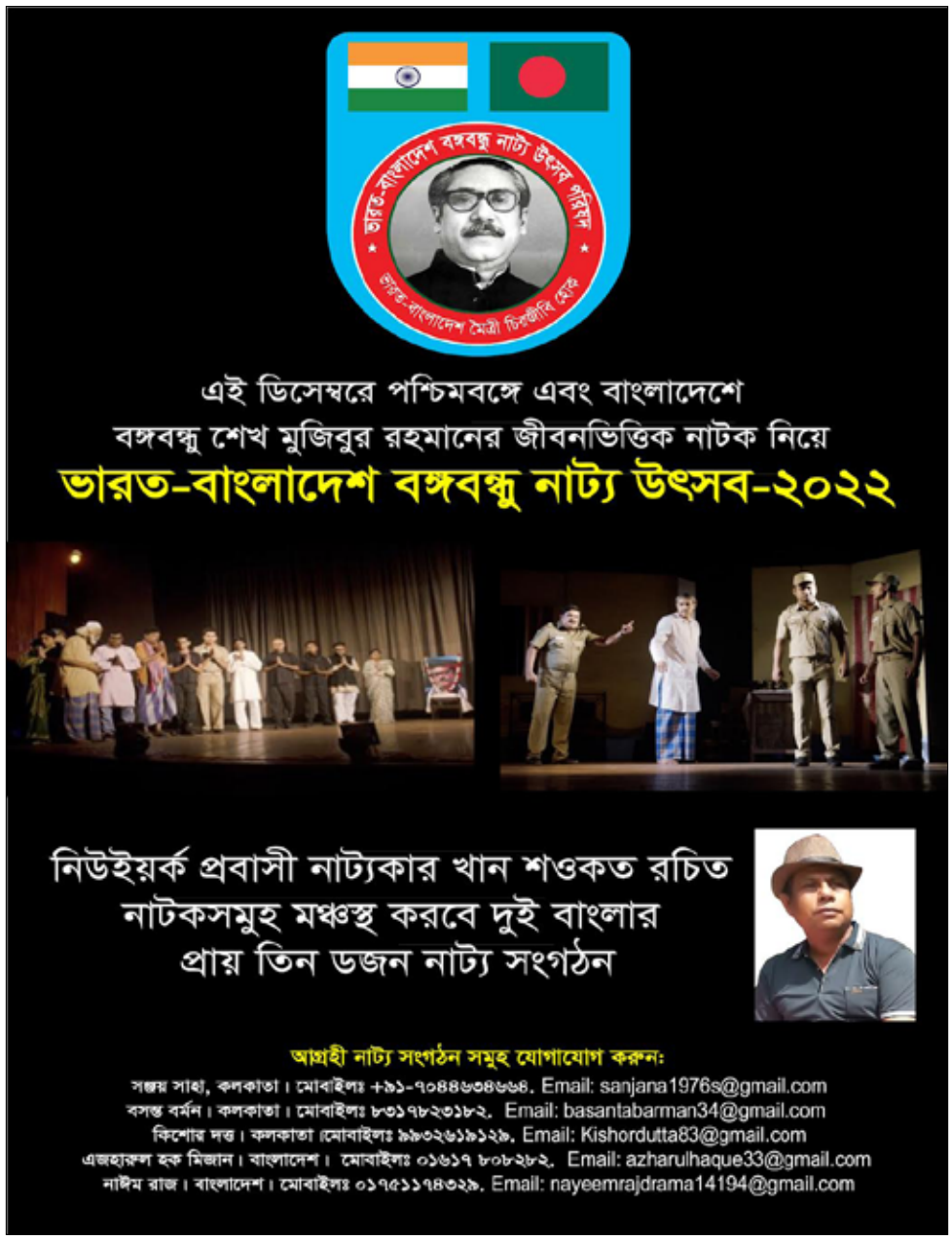

এক বছরে বাংলাদেশের ৩৭ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য বৃদ্ধি রহস্যময়ই থেকে যাচ্ছে

১৩ পৃষ্ঠার পর

বেশি পরিবর্তন হয়নি। গত অর্থবছরে পণ্য আমদানি ও রফতানি বেড়েছে ৪ শতাংশেরও কম।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্য বলছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে বন্দরটির মাধ্যমে ১০ কোটি ৭৮ লাখ ৭২ হাজার টন পণ্য আমদানি ও রফতানি হয়েছে। এর আগের অর্থবছরে হয়েছিল ১০ কোটি ৩৯ লাখ ৫৬ হাজার টন। সে হিসাবে গত অর্থবছরে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির হার মাত্র ৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৮৯ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলারের। আগের অর্থবছরে ছিল ৬৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার। এ হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে আমদানি ব্যয় বাড়ে ২৩ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলার বা ৩৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। যদিও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য বলছে, এ সময়ে পণ্য আমদানিতে মাত্র ৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

অর্থের পরিমাপে বৈদেশিক বাণিজ্যের রেকর্ড প্রবৃদ্ধি আর পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির বড় ধরনের অসামঞ্জস্যতা দেশ থেকে অর্থ পাচারের ইঙ্গিত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, করোনাভাইরাস পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং ইউক্রেন যুদ্ধকে ঘিরে বিশ্ববাজারে প্রায় প্রতিটি পণ্যের দাম বেড়েছে। একই সঙ্গে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে পণ্য পরিবহন ব্যয়। তবে পণ্যের দাম ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির হারের সঙ্গে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যানে সামঞ্জস্য নেই। বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির গড় ১০ শতাংশের বেশি হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের পণ্য আমদানি-রফতানি প্রবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের কম হলেও অর্থের পরিমাপে ওই পণ্যের দাম ৩৫ শতাংশের বেশি বাড়া অস্বাভাবিক। বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে বড় অংকের অর্থ পাচারের যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, এটি সেটিরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের মোট আমদানির পরিমাণ ছিল ৬৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলারের। মূল্যের হিসাবে ওই বছরে আমদানির প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ। অন্যদিকে পণ্যের পরিমাণের দিক থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানি হয়েছে ৯ কোটি ৬৫ লাখ ৮৮ হাজার টন। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে পণ্য আমদানি বেড়ে ৯ কোটি ৯৯ লাখ ৩ হাজার টনে দাঁড়ায়। এ হিসাবে আগের অর্থবছরের তুলনায় পণ্য আমদানি বাড়ে ৩৩ লাখ ১৫ হাজার টন, প্রবৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ। কিন্তু অর্থের পরিমাপে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৯ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে। সে হিসাবে আমদানি ব্যয় বাড়ে ২৩ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার, প্রবৃদ্ধির হার ৩৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। আমদানীকৃত পণ্যের দাম আর পরিমাণের বড় ধরনের এ অসামঞ্জস্যতা জন্ম দিচ্ছে নানা প্রশ্নের।

অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার বিরূপ প্রভাব দেশের আমদানির ওপর পড়েছে। এক্ষেত্রে কোন পণ্যের দাম বিশ্ববাজারে কত শতাংশ বেড়েছে, সেটি ধরে হিসাব করা যেতে পারে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এ গবেষণা পরিচালক বলেন, আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের দাম বেশি ধরে দেশ থেকে অর্থ পাচার করা হয়েছে কিনা, সেটিও খতিয়ে দেখা দরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ মিলে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। অর্থের পরিমাণে রফতানি প্রবৃদ্ধি আর রফতানীকৃত পণ্যের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে, সেটিও সাংঘর্ষিক। কেননা ব্যবসায়ীরা বলছেন, পণ্য রফতানি করে প্রত্যাশিত দাম পাওয়া যাচ্ছে না।

গত অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেও প্রভাব ছিল করোনাভাইরাসের তৃতীয় ঢেউয়ের। এ সময়ে জনসাধারণের চলাচলে বিধিনিষেধ দিয়েছিল সরকার। ফলে চাপে ছিল দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও। এর পরও অর্থবছরটিতে আমদানি ইতিহাসের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়, যা দেশের অর্থনীতিতে ৩৩ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি করে। অর্থবছর শেষে সরকারের চলতি হিসাবের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন ডলার। দেশের ব্যালান্স অব পেমেন্টের (বিওপি) ঘাটতিও ৫ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকে। যদিও ২০২০-২১ অর্থবছর ৯ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল বাংলাদেশের বিওপি। যদিও বিশ্ববাজারে অস্বাভাবিক দর বেড়ে যাওয়া পণ্যগুলো দেশের বিওপিতে ঘাটতি তৈরিতে সামান্যই অবদান রেখেছিল।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য বলছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে বন্দর দিয়ে মোট পণ্য রফতানি হয়েছে ৭৯ লাখ ৬৯ হাজার টন। এক্ষেত্রে রফতানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ। এর আগের অর্থবছরে মোট ৭৩ লাখ ৬৮ হাজার টন পণ্য রফতানি হয়েছিল। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে রফতানি আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৪ শতাংশেরও বেশি। অর্থের হিসাবে এ সময়ে রফতানি হয়েছে ৫২ দশমিক শূন্য ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। তার আগের অর্থবছরে পণ্য রফতানি হয়েছিল ৩৮ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলারের। অর্থাৎ গত অর্থবছরে পণ্য রফতানি ৬ লাখ ১ হাজার টন বাড়লেও অর্থ বেড়েছে ১৩ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

দেশের রফতানি বাণিজ্যের ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের। যন্ত্রপাতি, কাপড়, সুতাসহ এ খাতের কাঁচামালের বৃহৎ অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। সে হিসাবে তৈরি পোশাক খাতের রফতানিকারকদের সবাই বড় মাপের আমদানিকারকও। এ খাতের ব্যবসায়ীরা বলছেন, এক বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক খাতে প্রতিটি কাঁচামালের দাম বেড়েছে। জাহাজ ও কনটেইনার সংকটে পণ্যে পরিবহন ব্যয় বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। স্বাভাবিক সময়ে তৈরি পোশাক ব্যবসায়ীরা সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ মার্জিন পান। এখন মার্জিন ছাড়াই অনেক পণ্য রফতানি করতে হচ্ছে। গ্রাহক ধরে রাখতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের লোকসানও গুনতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান বণিক বার্তাকে বলেন, বিশ্ববাজারে পোশাক খাতের কাঁচামালের দাম ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেড়েছে। পণ্য পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। এ কারণে পণ্য উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়েছে। তবে সে হারে রফতানি পণ্যের দাম বাড়েনি। গত অর্থবছরে রফতানি পণ্যের পরিমাণ ১৫ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা যদিও বলছেন, গত অর্থবছর দেশে যে পরিমাণ আমদানি এলসি খোলা হয়েছে, সেটি অস্বাভাবিক। অর্থ পাচার বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্য রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছায় বলে মনে করছেন তারা। তবে নিজেদের নাম উদ্ধৃত করে এ বিষয়ে কোনো কর্মকর্তাই বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মো. হাবিবুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, রেকর্ড বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি ও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। বিশ্ববাজারে প্রায় প্রতিটি পণ্যের দাম বেড়েছে। তবে সত্যিকার অর্থেই এ প্রভাব কতটুকু, সেটি গবেষণা করে বের করার উদ্যোগ নিয়েছি। বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার বেড়ে গিয়েছে কিনা, সেটি অবশ্য তথ্যপ্রমাণ ছাড়া বলা সম্ভব নয়।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (পরিকল্পনা ও প্রশাসন) মো. জাফর আলম বলেন, পণ্য আমদানি-রফতানিতে মূল্য কম-বেশি দেখানোর বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের। এক্ষেত্রে বন্দর কর্তৃপক্ষের তেমন কিছু করার নেই। আমরা কেবল আমদানি-রফতানি পণ্যের ওজনের হিসাব রাখি। তিনি আরো বলেন, ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বন্দরে পণ্য খালাসের দীর্ঘসূত্রতায় দাম বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ করা হয়। বর্তমানে এ ধরনের কোনো অভিযোগ নেই। যথাসময়ে জাহাজ থেকে পণ্য খালাস কিংবা জাহাজীকরণ করা হচ্ছে। তবে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিসহ নানা কারণে বৈশ্বিকভাবে পণ্য পরিবহন ব্যয় বেড়েছে। বণিকবার্তা

শান্তিতে নোবেল পেলো দুই সংগঠন এবং এক মানবাধিকার কর্মী

১৪ পৃষ্ঠার পর

এরপর থেকে ক্রাইমিয়া ও ডনবাসে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে তারা। পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তারা ডনবাস যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধগুলোর নথি তৈরি করেছে এবং ক্রেমলিনের রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচারণা চালিয়েছে। ২০২২ সালে রাশিয়া ডনবাসের রুশপন্থীদের সমর্থনে ইউক্রেনে অভিযান শুরু করলে সেখানে যুদ্ধাপরাধের তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে সিভিল লিবার্টিজ।

নোবেল জয়ী আরেকজন হচ্ছেন বেলারুশের মানবাধিকার কর্মী অ্যালেস বিয়ালিয়াৎস্কি। বর্তমানে তিনি বিচারপূর্ব অবস্থায় আটক আছেন। ৬০ বছর বয়স্ক অ্যালেস বেলারুশের ভিসানা হিউম্যান রাইটস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯৯৬ সালে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর কতৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়তে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু করেন তিনি। নোবেল কমিটি থেকে বলা হয়েছে অ্যালেস বিয়ালিয়াৎস্কি গণতন্ত্র এবং দেশের শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছেন।

নোবেল জয়ী আরেক মানবাধিকার সংগঠন মেমোরিয়াল দীর্ঘ দিন ধরে রাশিয়ায় সক্রিয়। গত বছর এর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় রাশিয়ার বিচার বিভাগ। এটিই প্রমাণ করে রাশিয়ায় দিন দিন স্বাধীনতা কেমন সংকুচিত হয়ে আসছে। ১৯৮০'র দশকে মেমোরিয়াল সোভিয়েত শাসক জোসেফ স্তালিনের 'স্বৈরশাসনের' উপরে নজর দেয়। কয়েক দশক ধরে এই সংগঠনটি সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে ঘটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র উদঘাটন করে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বাংলাদেশে কি আবার সহিংস জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটতে যাচ্ছে?

১০ পৃষ্ঠার পর

মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে 'জিহাদের' জন্য প্রস্তুত করা হয়।

"একদিকে পুরাতন জঙ্গি সংগঠন, যেমন জেএমবি, আন্সার-আল ইসলাম ও হুজিবি সংগঠিত হচ্ছে, অন্যদিকে এসব সংগঠনের কিছু প্রবীণ নেতা জেল থেকে বেরিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছোট ছোট দল গঠন করে কাজ করছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা নতুন নাম দিয়ে গোপনে যুবকদের সক্রিয় করছে," জঙ্গিদের তৎপরতা সম্পর্কে ডয়েচে ভেলেকে বলছিলেন কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)-র অতিরিক্ত উপকমিশনার আহমেদুল ইসলাম।

অতীতের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় মূলত এই অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কেননা, সহিংস পরিস্থিতি তৈরি হলে পুলিশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর সেই সুযোগটাই তারা কাজে লাগাতে চায়।

তবে দেশে যদি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে আফগানিস্থান, সিরিয়া ও কাশ্মীরে বড় ধরনের কর্মকাণ্ড না ঘটে, তাহলে বাংলাদেশে জঙ্গিদের উত্থান ঘটার আশঙ্কা নেই বলে এই কর্মকর্তার ধারণা।

অতীতে যে পরিস্থিতে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে

বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হামলা শুরু হয় ১৯৯৯ সালের শুরুতে এবং ২০০৬ সাল পর্যন্ত হামলা চলতে থাকে। সে সময় হামলা চালায় হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ (হুজিবি) ও জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)। ২০০৬ ও ২০০৭ সালে জঙ্গি নেতাদের আটক করে ফাঁসি দেয়া ও কয়েকশ জঙ্গি আটকের প্রেক্ষিতে জঙ্গি হামলা থেমে যায়।

সে সময় মনে করা হয়েছিল জঙ্গিরা আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু হামলা বন্ধ হলেও জঙ্গিরা কার্যত বসে থাকেনি। সামর্থ্য হারিয়ে তারা আত্মগোপনে চলে যায়। ভিতরে ভিতরে সংগঠিত হতে থাকে। কৌশল পাল্টে গোপনে সংগঠনকে শক্তিশালী করে আবার হামলার সক্ষমতা অর্জন করে। ঠিক এমনটাই ঘটেছে ২০০৭ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত। সে বছরগুলোতে জঙ্গিরা শক্তি অর্জন করেছে এবং ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আবার হামলা শুরু করে। সে সময় বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ইরাক-সিরিয়ায় আল কায়েদা ও নতুন জঙ্গি সংগঠন আইএস-এর উত্থান ও তৎপরতা বাংলাদেশের জঙ্গিদের উদ্বুদ্ধ করে। ফলে তারা একের পর এক হামলা চালায়।

২০১৬ পরবর্তী পরিস্থিতি

সে বছরের ৭ জুলাই শোলাকিয়া ময়দানে হামলার পর দেশে বড় ধরনের হামলা হয়নি। ধারণা করা হয়, পুলিশ ও র‍্যাবের অভিযানে সন্দেহভাজন শতাধিক জঙ্গির মৃত্যু ও কয়েক হাজার সন্দেহভাজন জঙ্গির আটকের ফলে হামলা থেমে যায়। তবে পূর্বের ন্যায় জঙ্গিরা থেমে যায়নি।

"মূলত অনলাইনে তারা কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। বিশেষ করে করোনাকালীন ২০২০ ও ২০২১ সালে জঙ্গিরা অনলাইনে প্রচার-প্রচারনায় তৎপর ছিল। এ সময় তারা শত শত সমর্থক, বিশেষ করে তরুণদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করে। এদের কয়েকজন আফগানিস্থান-কাশ্মীর-পাকিস্তান পাড়ি দিয়েছে বলে আমাদের কাছে তথ্য আছে," পুলিশের আরেকজন কর্মকর্তা ডয়েচে ভেলেকে বলেন।

তার মতে, পুরাতন হুজিবি নেতাদের মধ্যে যারা জেলে বা জেলের বাইরে আছে, তারা সক্রিয় হয়েছে। এরা নবীনদের হিযরত ও জিহাদে উদ্বুদ্ধ করছে। পাহাড়ি অঞ্চলে এদের কিছু গোপন তৎপরতা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। আনসার-আল ইসলামের মতো তারাও অনেক তৎপর গত কয়েক মাস ধরে।

এদিকে গত সপ্তাহে ঢাকা থেকে তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, যারা হুন্ডির মাধ্যমে যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া থেকে টাকা সংগ্রহ করে জঙ্গিবাদে ব্যবহার করছিল। আহামেদুল ইসলাম দাবি করেন, গত তিন বছরে তারা কোটি টাকার বেশি লেনদেন করেছে। জঙ্গি কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বেড়ে গেছে বলেও তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন।

আগামী দিনে জঙ্গিদের নতুন রূপে দেখা যেতে পারে-এমন আশঙ্কাও রয়েছে। বিগত কয়েক বছরের কর্মতৎপরতা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় নতুন কৌশল নিয়ে তারা আবির্ভূত হবে। এমনকি তাদের হামলার ধরনও পাল্টে যাবে বলে পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তার ধারণা।

জেলেবন্দি জঙ্গি রাকিবের দাবি সঠিক হোক আর না হোক বাংলাদেশে আবারও জঙ্গিদের উত্থান ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। কেননা, ২০১৬ সালের পর জঙ্গিরা গত ৬ বছরে নীরবে আবার সংগঠিত হয়েছে, শক্তি অর্জন করেছে। এখন তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। অনুকুল পরিবেশ পেলেই তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

এ প্রসঙ্গে সিটিটিসির প্রধান মোঃ আসাদুজ্জামান বলেন, ''নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়টাকে উগ্রবাদী সংগঠনগুলো ব্যবহার করতে চায়। তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে। সেটা মাথায় রেখেই আমরা কাজ করছি। পুলিশের অন্যসব ইউনিট তৎপর। পুলিশের তৎপরতার কারণে জঙ্গি সংগঠনগুলোর জন্য হামলা করার মতো সক্ষমতা অর্জন করা কঠিন হবে বলে তিনি মনে করেন।-জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

১০ লাখ ফেসবুক ব্যবহারকারীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরির আশঙ্কা

৬ পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্টের তথ্য চুরি করে।

মেটা বলেছে, তারা ব্যবহারকারীদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেবে এবং সমস্যাযুক্ত অ্যাপগুলো চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে যেগুলো ফেসবুক কিংবা অন্য কোনো অ্যাপের তথ্য চায়।

হোয়াইট হাউসে দিওয়ালি উদযাপনের পরিকল্পনা

৬ পৃষ্ঠার পর

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারেন জিন-পিয়েরে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের জানান, গত বছরের মতো এবারও দীপাবলি উদযাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রেসিডেন্টের। তিনি বলেন, ভারতীয়দের সঙ্গে একটি উদযাপন ভাগাভাগি করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এদিকে মেরিল্যান্ডের গভর্নর লরেন্স হোগান অক্টোবরকে হিন্দু হেরিটেজ মাস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

উল্লেখ্য, বুশ প্রশাসনের সময় থেকেই প্রতিবছর হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদযাপন করা হচ্ছে।

ধীরে চলো নীতিতে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র শ্রম সম্পর্ক বিষয়ে ঢাকা

৭ পৃষ্ঠার পর

বৈঠকটি ওয়ার্কিং গ্রুপ পর্যায়ের। তারা কর্মকর্তা নির্ধারণ করে দিলে, আমাদের পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিত্ব ঠিক করা হবে। ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে যে কোনো একদিন বৈঠকটি দুই ঘণ্টার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কাছে এক ই-মেইলে শ্রম বিষয়ে বৈঠক নিয়ে জানতে চেয়েছিল সমকাল। তার জবাবে দেশটির দূতাবাসের মুখপাত্র জেফ রিডেরন বলেন, দ্বিপক্ষীয় বৈঠক বা সফর নিয়ে সাধারণত আমরা কোনো অগ্রিম তথ্য দিই না। যখন আমাদের কাছে তথ্য থাকবে, তখন আমরা সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেব।

চলতি বছরের মাঝামাঝি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিএফসির তহবিল সুবিধার জন্য ওয়াশিংটনের কাছে অনুরোধ করে ঢাকা। এ তহবিল পেতে বাংলাদেশকে শ্রমের মান উন্নয়নের তাগিদ দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এ জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নের কথাও জানিয়েছে তারা।

কূটনৈতিক সূত্র জানায়, দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরামর্শক সভায় আলাদা করে শুধু শ্রম বিষয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ বৈঠকের বিষয়ে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামী সংসদ নির্বাচনের আগে কোনোভাবেই নতুন করে শ্রম অধিকার নিয়ে সমালোচনা শুনতে নারাজ ঢাকা।

সেই সঙ্গে খাতটিতে এ সময়ে কোনো ধরনের অসন্তোষ চায় না সরকার। ফলে নির্বাচনের আগে কোনোভাবে এ বৈঠকটি কাটিয়ে দিতে পারলে, অন্যান্য মানবাধিকার ইস্যুর পাশাপাশি শ্রম অধিকার নিয়ে বেশি সরব হতে পারবে না ওয়াশিংটন। আর আগামী বছর যে সময় বৈঠক হওয়ার কথা, সে সময়ে নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করবে বাংলাদেশ। ফলে নির্বাচনের আগে শ্রম বিষয়ে এটিই হবে দুই দেশের মধ্যে শেষ বৈঠক।

জানা গেছে, বাংলাদেশে কর্মপরিবেশ, শ্রমমান ও শ্রম অধিকার নিয়ে কঠোর হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। শ্রম ইস্যুতে সরাসরি কাজ করার জন্য প্রথমবারের মতো একজন শ্রম কর্মকর্তা যুক্ত করতে যাচ্ছে মার্কিন দূতাবাস।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে এক কূটনীতিক বলেন, দূতাবাসের শ্রম কর্মকর্তা বাংলাদেশের শ্রম অধিকার, কাজের পরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও বৈষম্য, শ্রম মানসহ সার্বিক বিষয়গুলো দেখভাল করবেন। শিগগির এ কর্মকর্তা ঢাকায় এসে দায়িত্ব বুঝে নেবেন।

শ্রম অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্র- এটি জানিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ডিএফসি তহবিল পেতে চায় ঢাকা। আর এ তহবিল পেতে বাংলাদেশকে ফেরত পেতে হবে জিএসপি সুবিধা। এ শ্রম কর্মকর্তার বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন জিএসপি ফেরাতে সহায়ক হবে।

প্রতি বছর বাংলাদেশের শ্রমিকের অধিকার নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেয় যুক্তরাষ্ট্র। সংগঠনের স্বাধীনতা এবং দর কষাকষির অধিকার, জোরপূর্বক শ্রম, শিশুশ্রম, কর্মস্থলের নিরাপত্তা, পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য, শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, শ্রম ইউনিয়ন করার অধিকার, কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি, শ্রমিকের কর্মঘণ্টাসহ সার্বিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। তবে এ বিষয়গুলোতে সমালোচনায় মুখর যুক্তরাষ্ট্র। দূতাবাসে নতুন কর্মকর্তা যোগ দিলে এ বিষয়গুলোতে আরও কঠোর প্রতিবেদন আসবে দেশটি থেকে। জিএসপি পুনর্বহালের পরিবর্তে ২০২৬ সালের পর শ্রম ইস্যুতে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কহার কী হবে, তা অনুমান করা কঠিন। আর জাতিসংঘসহ যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) মার্কিন এ প্রতিবেদনকে আমলে নিয়ে থাকে। ফলে বাংলাদেশি পণ্যের মূল বাজারে সার্বিক শ্রম অধিকার নিয়ে চাপে পড়তে পারে ঢাকা।

গত মাসের শেষে শিশু ও জোরপূর্বক শ্রম প্রতিবেদন ২০২২ প্রকাশ করে মার্কিন শ্রম দপ্তর। এতে বাংলাদেশ অংশে পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, শ্রম খাতের সংস্কারে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে মাঝারি। এখনও গার্মেন্ট খাতে শ্রমিকরা তীব্র মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার।- সমকাল

টানা ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতি ২ হাজার কোটি টাকা

৫ পৃষ্ঠার পর

টাকা। এর মধ্যে সেবা খাতে ১ হাজার ৩৮৫ কোটি এবং শিল্প খাতে ৬০০ কোটি টাকা। আর বিদ্যুৎ খাতে ক্ষতি হয়েছে ২৭ কোটি এবং গ্যাস খাতে প্রায় ৬ কোটি টাকা। এছাড়া বিদ্যুৎ না থাকায় রাজধানীর মার্কেট, বিপণিবিতানসহ পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা-বাণিজ্যে এর প্রভাব পড়ে। দুপুরের পর মার্কেট, বিপণিবিতানের অনেক ক্রেতা ফিরে যান। জানতে চাইলে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রেজাউল ইসলাম মন্টু যুগান্তরকে বলেন, দুপুরের পর দোকানগুলোয় ক্রেতা কমতে থাকে। অনেক মার্কেটে জেনারেট সিস্টেম নেই। ফলে একধরনের অন্ধকার নেমে আসে। ওই মার্কেটে বিকালে আর কোনো বেচাকেনা হয়নি।

এদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসার অবস্থা একই রকম। সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার তাঁত রয়েছে। আর এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক মিলে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ জড়িত। হঠাৎ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। বেলকুচি উপজেলার চন্দনগাতি সাহপাড়া গ্রামের তাঁত শ্রমিক মজিদ বলেন, বিদ্যুৎ না থাকায় দিন মিলে দুটি শাড়ি বুনতে পাড়িনি।

ময়মনসিংহের ভালুকায় অবস্থিত আড়াই শতাধিক শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। বিশেষ করে স্পিনিং মিলগুলোয় বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় বিদ্যুৎভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা চরম বিপাকে পড়েছেন।

রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক। গাজীপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে নেমে আসে কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা। গাজীপুরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় প্রতিমুহূর্তে অতিরিক্ত অর্থব্যয় করতে হয়েছে। দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত জেনারেটর চালিয়ে অনেক কারখানা সচল রাখা হয়। এতে খরচ বেড়েছে, পণ্যের মানও কমে গেছে। পরে এই শিল্প এলাকার প্রায় সব কারখানাই বন্ধ রাখা হয়। তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, অধিকাংশ পোশাক কারখানা বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পরপরই বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্যাসের চাপ ওঠানামা করায় জেনারেটরও চালানো যায়নি। আর ডিজেল ব্যয়বহুল হওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার ভয়ে জেনারেটর চালানোর চিন্তাও এখন করেন না গার্মেন্ট মালিকরা। ফলে উৎপাদন মারাত্মক ব্যাহত হয়েছে।

এখন বাণিজ্যের একটি বড় অংশজুড়ে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান। যার শতভাগ নির্ভর অনলাইনের ওপর। বিদ্যুৎ না থাকায় অধিকাংশ মোবাইল তরঙ্গ কোম্পানির নেটওয়ার্কে বিপর্যয় ঘটে। ফলে দুপুর থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ই-কমার্সের বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে দেশে প্রায় আড়াই হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে ই-কমার্সের। জানতে চাইলে অনলাইনভিত্তিক ই-কমার্স ফ্যাশন অ্যান্ড লাইফ স্টাইল ইনফ্লুয়েন্সের স্বত্বাধিকারী আশিক খান যুগান্তরকে বলেন, একদিনে প্রায় ৭০ শতাংশ ক্রেতা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, যা মুনাফা হতো তার পুরোটাই ক্ষতি। কারণ আমাদের ব্যবসা অনলাইনভিত্তিক।- যুগান্তর

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি ৫৩% বেড়েছে

৫ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্র। গত বছরের একই সময়ে আমদানির অর্থমূল্য ছিল ৪৩২ কোটি ৫১ লাখ ৯০ হাজার ডলার। এ হিসেবে জানুয়ারি-আগস্টে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি বেড়েছে ৫৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ।

ওটিইএক্সএর দেশভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পোশাক আমদানির উৎস চীন। আলোচ্য সময়ে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি বেড়েছে ৩৭ দশমিক ১৭ শতাংশ। আমদানি হয়েছে ১৫ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক। একই সময় ভিয়েতনাম থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি ৩৩ দশমিক ৬২ শতাংশ বেড়েছে। আমদানি হয়েছে ১২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক। খাতসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মূলত করোনা মহামারী থেকে ঘুরে দাঁড়ানো এবং ভোক্তাদের কেনাকাটা বৃদ্ধির ফলে খুচরা বিক্রি স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। তবে মূল্যস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মন্দার কারণে চলতি বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধির এ ঊর্ধ্বমুখী ধারা কতটা টিকে থাকবে সেটি ভাবনার বিষয়। অস্বাভাবিক দীর্ঘ গ্রীষ্মের কারণে শীতের পোশাক চাহিদাও তুলনামূলক কম।

পোশাক পণ্য প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের মোট পোশাক রফতানি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছিল। ফলে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইতিবাচক প্রবণতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে খুচরা বিক্রিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ায় বর্তমানে ক্রেতারা সতর্ক অবস্থানে আছেন।

জানতে চাইলে বিজিএমইএ সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম বলেন, একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে রফতানি প্রবৃদ্ধি এখনো অব্যাহত। কিন্তু আমাদের মাসভিত্তিক পোশাক রফতানির চিত্র খুব ভালো নয়। জুলাইয়ের পর আগস্টে রফতানি কমেছিল। সেপ্টেম্বরে আরো কমেছে। আগামী দিনগুলোয় রফতানি আরো কমে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এ পূর্বাভাস আমরা আগেই জানিয়েছিলাম। বিগত দিনগুলোয় আমাদের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল, সেগুলো আগের ক্রয়াদেশের কারণে। কিন্তু এখন ক্রয়াদেশ কমেছে ২০-৩০ শতাংশ। বিশেষ করে ইউরোপের ওয়্যারহাউজগুলোয় অনেক পণ্য অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে। ক্রয়াদেশ স্থগিত হয়েছে। ফলে অক্টোবর ও নভেম্বরে পোশাক রফতানি প্রবৃদ্ধি আরো কমবে। জানুয়ারি নাগাদ পরিস্থিতি ঠিক হতে পারে বলে আশা করছি। চলতি বছরের জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পোশাক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ক্রয় পূর্বাভাস-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। '২০২২ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্কিং স্টাডি' শীর্ষক ওই জরিপ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা এশিয়াভিত্তিক দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন পোশাক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাহীদের সবচেয়ে জনপ্রিয় দেশের মধ্যে আছে বাংলাদেশ। পোশাক আমদানিতে দেশটির ব্যবহৃত উৎসগুলোর মধ্যে শীর্ষ ১০ দেশের নেতৃত্বে রয়েছে চীন-ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ-ভারত। সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক দামে পোশাক সরবরাহ করছে এমন দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া। পণ্য সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের গতিশীলতা দুর্বল হলেও সোর্সিং কস্ট বা ব্যয়ের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী। যার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির হালনাগাদ তথ্যে। তবে বর্তমান প্রবৃদ্ধি নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়ার সুযোগ নেই বলে মনে করছেন পোশাক রফতানি খাতসংশ্লিষ্টরা। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে তৈরি পণ্যগুলো রফতানির প্রধান গন্তব্য পশ্চিমা দেশগুলো। কভিড-১৯ মহামারীর অভিঘাত কাটিয়ে দেশগুলোর বাজার চাঙ্গা হতে শুরু করেছিল। অনেক দিন নিষ্ক্রিয় থাকা বিক্রয় কেন্দ্রগুলো সক্রিয় হওয়ার পর চাহিদায় উল্লম্ফনও দেখা দিয়েছিল, যার প্রতিফলন হিসেবে মোট রফতানিতে বড় প্রবৃদ্ধি দেখতে পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে এ প্রবৃদ্ধি টেকসই হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কারণ করোনাভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে পশ্চিমা বাজারগুলোর চাহিদায় ভাটার শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।বণিক বার্তা

ডিজিটাল জীবনযাত্রার বৈশ্বিক সূচকে ২৭ ধাপ এগোল বাংলাদেশ

৫ পৃষ্ঠার পর

(ভিপিএন) পরিষেবা কোম্পানি সার্ফশার্ক। সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিশ্বের ১১৭টি দেশকে। ডিজিটাল জীবন সম্পর্কিত ৫টি মৌলিক খাত বা স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় ডিকিউএল। এসব স্তম্ভ হলো ই-গভর্ন্যান্স, সাধারণ জনগণের ইন্টারনেট ডাটা ক্রয়ের ক্ষমতা, ইন্টারনেট পরিষেবার গুণাগুণ, ইন্টারনেট সম্পর্কিত নিরাপত্তা এবং এ সম্পর্কিত অবকাঠামো। এসব খাতে প্রাপ্ত পয়েন্টের গড় হিসেবে ডিকিউএল সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশের অবস্থান নির্ধারিত হয়।

চলতি বছর সূচকের ই-গভর্ন্যান্স খাতে বাংলাদেশের ফলাফল সর্বনিম্ন। এ খাতে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৬তম। আর সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছে জনগণের ইন্টারনেট ক্রয় ক্ষমতা সম্পর্কিত খাতে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমান বিশ্বে ২৯তম। এছাড়া ইন্টারনেট পরিষেবার গুণাগুণে ৬৭তম, ইন্টারনেট সম্পর্কিত নিরাপত্তায় ৭৫তম এবং ইন্টারনেট অবকাঠামোতে ৮৫তম বৈশ্বিক অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। আর ইন্টারনেটের গতি, স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৬৭তম অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছে ডিকিউএল। দুই পরিষেবাতেই অবশ্য বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে ভারত। প্রতিবেশী এই দেশটির মোবাইল ইন্টারনেটের গতি বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেটের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি। আর ভারতের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতি বাংলাদেশের চেয়ে ৩৪ শতাংশ বেশি। ডিজিটাল পরিষেবা সংক্রান্ত এই সূচকে চলতি বছর একক দেশ হিসেবে শীর্ষে আছে ইসরায়েল। অর্থাৎ ডিকিউএলভুক্ত ১১৭টি দেশের মধ্যে ইসরায়েলের ডিজিটাল জীবনযাত্রা সবচেয়ে উন্নত।

উলফা নেতা অনুপ চেটিয়ার কন্যাকে বিয়ে করলেন বাংলাদেশি যুবক

৫ পৃষ্ঠার পর

ডেকান হেরাল্ড লিখেছে, বন্যা-অনির্বাণের প্রেম চলতে থাকে সাত বছর ধরে। ২০১৫ সালে গোলাপ বড়ুয়া ওরফে অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেয় বাংলাদেশ। যাতে তিনি উলফা ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে শান্তি আলোচনায় অংশ নিতে পারেন। ওদিকে প্রেম চলতে থাকে বন্যা-অনির্বাণের। সেই প্রেম অবশেষে পূর্ণতা পায় ৩০ শে সেপ্টেম্বর।

এদিন আসামের জেরাইগাঁওয়ে অনুপ চেটিয়ার নিজের বাড়িতে বিয়ে সম্পন্ন হয় এই প্রেমিক যুগলের। এই যুগলের বিয়ের ছবি পোস্ট করেছেন উলফা নেতা অনুপ বড়ুয়া নিজে। অনুপ চেটিয়ার ওই বাড়িটি আসামের ডিব্রুগড় শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পূর্বে। তিনি বলেছেন, যেহেতু আমি বাংলাদেশের জেলে ছিলাম। তাই ওদের প্রেমের সম্পর্কের বিষয়ে জানতাম না। আমাদের বিপ্লবের সময় আমাদেরকে বাংলাদেশের জনগণ যেভাবে সহায়তা করেছেন তার জন্য তাদের প্রতি আমার ভালবাসা ও সম্মান আছে। এ জন্যই এ বিয়েতে আমি কোনো আপত্তি করিনি। বৃহস্পতিবার ডেকান হেরাল্ডকে এসব কথা বলেছেন তিনি।

১৯৭৯ সালে অনুপ চেটিয়া ও আসামের অন্য কয়েকজন যুবক মিলে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গঠন করেন উলফা। প্রতিবেশি বাংলাদেশ থেকে আসামে বেআইনিভাবে অভিবাসন সমস্যার সমাধান করতে চান তারা। উলফা বলেছে, বাংলাদেশি বেআইনি অভিবাসীদের কারণে আসামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় হুমকিতে পড়ছে। কিন্তু সেনাবাহিনীর অপারেশনের পর অনুপ চেটিয়া সহ উলফার বেশ কয়েকজন নেতা পালিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন। ডেকান হেরাল্ড লিখেছে, বাংলাদেশের ভিতরে ক্যাম্প স্থাপন করে উলফা। সেখান থেকে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকে।

অনুপ চেটিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৯৭ সালে। তারপর থেকে তিনি বাংলাদেশের জেলেই ছিলেন। সেখান থেকে তাকে ২০১৫ সালে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। তারপর থেকেই তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত। সরকারের সঙ্গে তাদের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর হতে পারে।

অনুপ চেটিয়া বলেন, জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর জন্য আসাম ও বাংলাদেশের যুবক যুবতীদের আরও বেশি বিয়ে হওয়া উচিত। উল্লেখ্য, অনুপ চেটিয়া আসামের মোটোক সম্প্রদায়ের। এটি আসামের একটি আদিবাসী সম্প্রদায়। মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, তাদের বিয়ে হয়েছে মোটোক সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী। তবে কন্যার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে ১৫ই নভেম্বর, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে এক মন্দিরে। বর্তমানে সেখানেই কাজ করছেন অনির্বাণ। বিয়ের পর নবদম্পতি সেখানেই বসবাস করবেন বলে জানিয়েছেন অনুপ চেটিয়া।

এই বিয়ে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসংখ্য প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলাদেশ থেকে যাওয়া কথিত অবৈধ অভিবাসন ও সংশোধিত নাগরিকপঞ্জি (সিএএ) ইস্যুতে এখন কি অবস্থান নেবেন অনুপ চেটিয়া। ফেসবুকের এক পোস্টে বলা হয়েছে, যেহেতু বালকটি (অনির্বাণ) বাংলাদেশি একজন হিন্দু, তবে কি সিএএ'র বিরোধিতা করবেন অনুপ চেটিয়া? কারণ, সিএএ তো বাংলাদেশ থেকে যেসব হিন্দু ভারতে গিয়েছেন তাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়ার কথা বলেছে।

তবে এক্ষেত্রে অনুপ চেটিয়ার পক্ষ নিয়েছেন তার এক বন্ধু। তিনি বলেছেন অনির্বাণ তো আসামে বসবাস করতে আসেননি। তার বাসা ঢাকার ধানমন্ডিতে। তাকে বাংলাদেশ থেকে আসা কথিত অবৈধ অভিবাসী হিসেবে তুলনা করা যাবে না।

বাংলাদেশে মানবাধিকার, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে কথা বললেন মার্কিন উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

৫ পৃষ্ঠার পর

এবং প্রতিমন্ত্রী আলম যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। (বাংলাদেশে) মানবাধিকার প্রচার এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন ডেপুটি সেক্রেটারি।চ

এদিকে উক্ত বৈঠকের পর ওয়াশিংটন ডিসি-র বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি, ০৭ অক্টোবর ওয়াশিংটন ডিসি-তে স্টেট ডিপার্টমেন্টে মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট ওয়েন্ডি আর শেরম্যানের সাথে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে তারা বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় এবং অভিন্ন বৈশ্বিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী মহামারী মোকাবেলায় প্রায় ৮৮ মিলিয়ন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ডোজ সরবরাহ করে বাংলাদেশে অভূতপূর্ব সহায়তা দেয়ার জন্য মার্কিন সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক সহায়তা এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার আন্তরিক প্রশংসা করেন।

শাহরিয়ার আলম এলডিসি সম্পর্কিত বিষয়ে ডব্লিউটিও-তে মার্কিন সহায়তা কামনা করেছেন যাতে করে বাংলাদেশের মতো দেশগুলি একটি সুষ্ঠু এবং টেকসই এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন অর্জন করতে পারে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিবাসন ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আসন্ন ২৭তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে (ঈঙচ২৭) জলবায়ু সংশ্লিষ্ঠ ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে একটি কর্মমুখী আলোচনার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারি তার বক্তব্যের শুরুতে সম্প্রতি মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে তিন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিশ্ব শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি বাংলাদেশের উচ্চ কোভিড-১৯ টিকার হার এবং মহামারী মোকাবেলায় ও নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন। ওয়েন্ডি আর শেরম্যান জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং ঈঙচ২৭-এর আগে 'গ্লোবাল মিথেন প্লেজ' এ যোগ দিতে বাংলাদেশের প্রতি আহবান জানান।

র‍্যাব ও এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী মার্কিন সরকারের প্রতি যত দ্রুত সম্ভব এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান। ডেপুটি সেক্রেটারি শেরম্যান সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাথে অব্যাহত সহযোগিতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের শ্রম খাতে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে ডেপুটি সেক্রেটারি শেরম্যান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের ওপর জোর দেন। ইউক্রেন যুদ্ধ, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়গুলোও আলোচনায় স্থান পায়।

প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে অবিলম্বে ফেরত পাঠানোর জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন যে বিষয়টি বাংলাদেশের জনগণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিমন্ত্রী আলম বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বহিঃসমর্পন চুক্তি সম্পাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী এবং হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর জবধৎ অফসরৎধষ ঊরষববহ খধঁনধপযবৎ ওয়াশিংটন, ডিসি-তে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এর সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এই বৈঠকে সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ-মার্কিন সহযোগিতা, র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীরকে ফেরত পাঠানোসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দেশে ফিরেছেন।

বাংলাদেশের ৫০ লাখ ভিডিও সরিয়ে নিলো টিকটক

৫ পৃষ্ঠার পর

কাছ থেকে পাঁচটি অনুরোধ পেয়েছিল। ১৬টি অ্যাকাউন্টের বিষয়ে অভিযোগ ছিল। এসবের মধ্যে ছয়টি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় টিকটকের গাইডলাইন ভঙ্গের অভিযোগে। বাকি ১০টি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভিডিও সরিয়ে নেওয়ার হার ৩৮ শতাংশ।

মন্ত্রীর পোস্টের সূত্র ধরে দেখা যায়, গত ২৮ সেপ্টেম্বর টিকটক 'কমিউনিটি গাইডলাইন এনফোর্সমেন্ট রিপোর্ট' প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে ভিডিও সরানো হয়েছে ৪৯ লাখ ৭৪ হাজার ৮৩৮টি। এরমধ্যে স্বউদ্যোগে টিকটক ৯৯ দশমিক ২ শতাংশ ভিডিও সরিয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৯৬ দশমিক ১ শতাংশ এবং কোনো ভিউ হওয়ার আগেই সরানো হয়েছে ৯৬ দশমিক ৩ শতাংশ ভিডিও।

এর আগের বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৩৪ লাখ ৭৫ হাজার ৪৫৬টি ভিডিও সরিয়ে নিয়েছিল টিকটক। ভিডিও সরিয়ে নেওয়ার শীর্ষ ৩০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। শীর্ষ পাঁচটি দেশ হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এ বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত টিকটক মোট ভিডিও সরিয়েছে ১১ কোটি ৩৮ লাখ ৯ হাজার ৩০০টি। স্বউদ্যোগে ৮৯ দশমিক ১ শতাংশ, কোনো ভিউ হওয়ার আগেই ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮৩ দশমিক ৯ শতাংশ ভিডিও সরানো হয়েছে।

এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কমিউনিটি গাইডলাইন ও পরিষেবার শর্ত লঙ্ঘন করে, এমন কনটেন্ট এবং অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে টিকটক নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ব্যবহারকারীদের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তারা এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে।

টিকটক আত্মহত্যা, নিজের ক্ষতি ও বিপজ্জনক ভিডিও ৬ দশমিক ১ শতাংশ, হয়রানি ও বুলিংয়ের কারণে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ, উগ্র ও গ্রাফিক কনটেন্ট ৯ দশমিক ৩ শতাংশ, নগ্নতা ও যৌনতা সম্পর্কিত কনটেন্ট ১০ দশমিক ৭ শতাংশ, অনৈতিক কার্যকলাপের কারণে ২১ দশমিক ২ শতাংশ এবং সংখ্যালঘু বিবেচনায় ৪৩ দশমিক ৭ শতাংশ কনটেন্ট সরিয়েছে টিকটক।

এছাড়া, ভুয়া অ্যাকাউন্ট সরানো হয়েছে ৩ কোটি ৩৬ লাখ ৩২ হাজার ৫৮টি। ব্যবহারকারীর বয়স ১৩ বছর বয়সের নিচে সন্দেহ হওয়ায় অ্যাকাউন্ট সরানো হয়েছে ২ কোটি ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৫৬টি এবং অন্যান্য কনটেন্ট সরানো হয়েছে ৫২ লাখ ২২ হাজার ৯৬৮টি।

আধুনিকতা মানবিকতা

১৮ পৃষ্ঠার পর

বাপ কি চুরি-টুরি করে? ঘুষটুষ খায়? খুন করেছে দু-চারটা? জাতীয় দস্যুতা, রাষ্ট্রীয় দস্যুতা- করেছে এসব? যদি করে থাকে তাহলে আমি তোমাকে পড়াতে রাজি। কারণ তিনি ওই কাজটি করে তোমার একটা বিরাট সুবিধা করে দিয়ে গেছেন। তা হলো :তোমাকে আরেকবার ওই কাজটি করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি যদি ওসব না করে গিয়ে থাকেন তাহলে তুমিই তো সেই চোর, সেই ঘুষখোর, সেই খুনি বা রাষ্ট্রীয় দস্যু। তোমাকে শিক্ষা দিয়ে কি আমি জাতির জন্য আরেকটা সুযোগ্য ঘাতক জন্ম দেব? সুতরাং আজ আমরা যে দ্বিতীয় প্রজন্মে প্রবেশ করতে যাচ্ছি এটাও আমাদের সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একটা আশার কথা। নদীর প্রথম বর্ষার উন্মত্ত হিংস্রতার পর জলধারা কিছুটা সুস্থির হয়। সব সময়ই দ্বিতীয় প্রজন্ম প্রথম প্রজন্মের তুলনায় তুলনামূলকভাবে আর্থিক কষ্ট সম্পর্কহীন, নির্লোভ, উদার মূল্যবোধ নিয়ে দেখা দেয়। আশা করি আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের বেলাতেও তা ঘটবে। এদের অনেকে অনেক দিন বিদেশে থেকেছে। সেসব জায়গা থেকে পাওয়া বড় মূল্যবোধগুলো এবার আমাদের জাতির কাজে আসবে। দেশের ভেতর আমরাও চেষ্টা করছি তাদের মূল্যবোধ বাড়াতে। আজ তারা শিশু-কিশোর। আমি তাদেরই চাই। কারণ, শিশু মানে আগামী প্রজন্ম, সামনের বাংলাদেশ। তাদের যদি আরও ভালো করে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা সামনে পা ফেলতে পারব।

ধর্মীয় দিক দিয়ে আমাদের সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয়, ধর্ম আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরে গতিশীল আছে। উনিশ শতাব্দীর ওহাবি আন্দোলনের পর থেকে ইসলাম এ দেশে বেশ শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। গত দেড়শ বছরে শুধু ধর্মচর্চাই এই ধর্মীয় চেতনার একমাত্র কারণ ছিল না, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামও এর কারণ ছিল। যেমন- পাকিস্তান মূলত ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না, মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনই ছিল এর মূল বিষয়। যখন পাকিস্তান হয় তখন শতভাগ মানুষ ধর্মীয় রাষ্ট্রের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। আবার৬৭১ সালে সেই বাঙালিরাই ধর্মনিরপেক্ষতার অনুকূলে ভোট দিল। কিন্তু তার মানে কি এই যে, ধর্ম আমাদের জীবন থেকে উঠে গেল? না। বরং ধর্ম ব্যাপারটা জাতির জীবনে যে কত গভীরে প্রসারিত তা বোঝা গেল পরবর্তী সময়ে। দেখা গেল, ধর্মীয় রাষ্ট্র আর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র- উভয় ধারার প্রবক্তারাই ধর্মের সামনে কী গভীরভাবে নতজানু। আমাদের ছেলেবেলায় এ দেশে এত শহর ছিল না। পুরোটাই ছিল এক আদি-অন্তহীন গ্রামবাংলা। মাঝে মাঝে কাচের টুকরোর মতো চিকচিক করা এত্তটুকু একেকটা শহর। এই গ্রামবাংলার মানুষেরা ছিল ধর্মভীরু, এদের চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ সবই ছিল ধর্মাশ্রিত। এর মাঝখানে ওই শহরগুলো ছিল কিছুটা অন্যরকম। ছোট্ট, কিন্তু আধুনিকতায় ঝলমলে। প্রায় দেড়শ বছর ধরে শহরগুলো প্রায় একরকমভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময় এদের বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। একটা মোক্তারপাড়া, একটা আমলাপাড়া, একটা মাস্টারপাড়া, একটা কলেজ, দুটো স্কুল, বাজার, কোর্ট-কাছারি- এসব নিয়েই শহরগুলো প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে অপরিবর্তিত চেহারায় দাঁড়িয়ে ছিল।

আশ্চর্য যে, এই ছোট্ট শহরগুলোয় আধুনিকতা বা মননের চর্চা ছিল। এমনকি নাস্তিকতারও। ভাগ্য পরিবর্তনের অভাবিত বা আকস্মিক কোনো সম্ভাবনা না থাকায় দৈব নামের জিনিসটির প্রভাব সেখানে ছিল কম। যে পরিবেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুস্থির সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে দর্শনমনস্ক ও মননশীল। এই শহরগুলো ছিল সেরকম। আমাদের ছেলেবেলায় ঢাকা ছিল অনেকটা এরকম। সে ছিল চিন্তায়-চেতনায়-মননে আধুনিকতায় পরিশীলিত এক নগরী, প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার সূতিকাগৃহ। আজ এ নগর ঠিক সেখানে নেই। না থাকার কারণ :ষাটের দশকেও ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ১০ লাখ, আর এখন ঢাকার জনসংখ্যা ১১০ লাখ। তাহলে এই ১০০ লাখ মানুষ কোথা থেকে এসেছে? তারা এসেছে গ্রামবাংলা থেকে, ওই গ্রামবাংলারই ধর্ম, সংস্কৃতি, রুচি আর মনমানসিকতা নিয়ে। কাজেই আমাদের ছেলেবেলায় ঢাকা শহরের যে রূপ আমরা দেখেছি, আজকের চেহারা তার থেকে অনেক বেশি গ্রামীণ চরিত্রসম্পন্ন ও পশ্চাৎপদ হয়ে গেছে। ওই ১০০ লাখ মানুষের ধর্মাশ্রিত গ্রামীণ সংস্কৃতি, সনাতন ও অনড় মনমানসিকতা, পশ্চাৎমুখিতা, কুসংস্কার ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অশিক্ষা ষাটের দশকের ১০ লাখ মানুষের নাগরিক সংস্কৃতিকে ঢেকে দিয়েছে। ফলে মননসাধনায় ঢাকা শহর অনেক পিছিয়ে গেছে।

এই শহরকে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি গ্রাম্য মনে হয়। তবে এটাও স্থায়ী কিছু নয়। কারণ, সব নগরীরই কিছু আধুনিকতা ও বৈশ্বিক চরিত্র থাকে। বিশ্বের সঙ্গে তাকে একতালে চলতে হয়। সুতরাং এক প্রজন্ম পার হলে আজকে যে শহরকে পিছিয়ে পড়া মনে হচ্ছে, সে হয়তো ততটা পেছনে থাকবে না। সে আরও আধুনিক মননশীল ঐহিক ও মানবিক হবে। ওদিকে আবার আমাদের গ্রামগুলোর সংস্কৃতির গায়েও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। তারাও ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। সেখানেও নানারকম উন্নতির স্রোত। মানুষের অধিকার, নারীর অধিকার, জাগতিক আগ্রহ গুরুত্ব পাচ্ছে।

আমরা ছেলেবেলায় যে গ্রাম দেখেছি তা-ও অনেকখানি এগিয়েছে, আধুনিক হয়েছে। সে তুলনায় শহর পিছিয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, শহরগুলোও আবার কিছুদিনের মধ্যেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে। গ্রাম আর নগরের বিচ্ছিন্নতা কমে আসবে। এরা হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি এগোবে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কবি, প্রাবন্ধিক ও সংগঠক। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

বনানীতে মেয়ের কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত তোয়াব খান

৮ পৃষ্ঠার পর

পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার অনন্য এক ক্ষমতা ছিল তোয়াব খানের। তার সাংবাদিকতা, কর্মজীবন আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা।'

জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বলেন, 'আজ আমরা শোকে ভারাক্রান্ত। আমাদের সঙ্গে হয়তো প্রকৃতিও আজ কাঁদছে। প্রেসক্লাবের আজীবন সদস্য তোয়াব ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তার মৃত্যুতে সাংবাদিকতা আজকে শূন্যস্থানে গিয়ে পৌঁছেছে। তোয়াব ভাই চলে যাওয়া মানে সাংবাদিকতার একটি ইতিহাসের অধ্যায় শেষ হওয়া।'

প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, 'চিন্তা ও মননে তোয়াব খান আজীবন একজন সক্রিয় সাংবাদিক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সরকারের সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি তার কর্মের মধ্যেই বেঁচে ছিলেন, কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের মাঝে থাকবেন।'

প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক ও কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক বলেন, 'সম্পাদকদের সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান। আমরা প্রতিনিয়ত তার কাছ থেকে শিখেছি। তার চলে যাওয়া বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।'

প্রেসক্লাবে দ্বিতীয় জানাজার নামাজের আগে তোয়াব খানের ছোট ভাই ওবায়দুল কবির খান বলেন, 'গত শনিবার দুপুরে আমার বড় ভাই মৃত্যুবরণ করেন। যদি উনি কখনো আপনাদের সঙ্গে ভুল ব্যবহার বা অন্য কোনো কিছু করে থাকে তবে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। একই সঙ্গে তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া রাখবেন।'

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এতে ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সাইফুল আলম, বাসসের প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ, ওমর ফারুক, জলিল ভুঁইয়া, সোহেল হায়দার চৌধুরী, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আনিসুল হক, আবদুল কাইয়ুম, সৈয়দ আবদাল আহমেদসহ নবীন-প্রবীণ সাংবাদিকরা অংশ নেন। জানাজা শেষে প্রেসক্লাবের টেনিস গ্রাউন্ডে অস্থায়ী বেদিতে তোয়াব খানের মরদেহ রাখা হয়। এ সময় ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাতীয় প্রেসক্লাব, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, বাংলাদেশ সাব-এডিটর কাউন্সিল, প্রথম আলো, কালেরকণ্ঠ, জনকণ্ঠ, সমকাল, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট, নারী সাংবাদিক কেন্দ্র, মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক ফোরাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি। প্রেসক্লাব থেকে তোয়াব খানের মরদেহ নেওয়া হয় গুলশানের আজাদ মসজিদে। সেখানে বিকেল ৪টার দিকে তার তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বনানী কবরস্থানে মেয়ে এশা খানের কবরে সমাহিত করা হয় তোয়াব খানকে। এর আগে সকাল ১০টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে তার শেষ কর্মস্থল দৈনিক বাংলা কার্যালয়ে প্রথম জানাজা হয়। ২০১৩ একুশে পদকপ্রাপ্ত তোয়াব খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব ছিলেন ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে দৈনিক বাংলার প্রথম সম্পাদক হন তিনি।

তোয়াব খানের সাংবাদিকতা শুরু ১৯৫৩ সালে সাপ্তাহিক জনতা পত্রিকার মধ্য দিয়ে। ১৯৫৫ সালে তিনি যোগ দেন দৈনিক সংবাদে, তিন বছরের মাথায় পত্রিকার বার্তার সম্পাদকও হন। এরপর ৬৪ সালে তোয়াব খান দৈনিক পাকিস্তানে যোগ দেন। বাংলাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশনার জগতে একটি মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দৈনিক জনকণ্ঠের শুরু থেকে উপদেষ্টা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দসৈনিকের ভূমিকা পালন করেন তোয়াব খান। সে সময় তার আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় নিয়মিত প্রচারিত হয় 'পিণ্ডির প্রলাপ' নামের অনুষ্ঠান। সর্বশেষ তিনি নতুন আঙ্গিক ও ব্যবস্থাপনায় বের হওয়া দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

সাহিত্যে নোবেলজয়ী নর্মান্ডি উপকূলের মেয়ে

১৪ পৃষ্ঠার পর

পেয়েছেন আনি। প্রজন্মগুলোর সঙ্গে ঘটা প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছেন তিনি। আত্মজীবনী লেখার যে চিরাচরিত ঐতিহ্য, তাকে অতীতকালের বন্দিদশা থেকে বর্তমানের চলমানতায় প্রতিষ্ঠাপিত করে পুনর্জন্ম দিয়েছেন তিনি। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, 'লেস আরমোইরেস ভিদেস' (খবং অৎসড়রৎবং ারফবং)। এর দশ বছর পর, ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'লা প্লাস' (খধ চষধপব)। এই উপন্যাসের জন্য তিনি রেনোদো পুরস্কার জিতেন। সাহিত্যজীবনের একেবারে শুরু থেকেই তিনি কথাসাহিত্য থেকে সরে এসেছিলেন আত্মজীবনীমূলক রচনায়। ঐতিহাসিক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একত্রিত করে রচনা করা শুরু করেন একের পর এক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। 'লা প্লাস' ছিল বাবার সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং ফ্রান্সের এক ছোট শহরে বড় হয়ে ওঠা এবং যৌবনে বাবা-মায়ের থেকে দূরে সরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বিষয়ে। এছাড়া, তাঁর কিশোর বয়স, তাঁর বিয়ে, এক পূর্ব ইউরোপীয় পুরুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর গর্ভপাত, আলঝাইমার রোগ, মায়ের মৃত্যু, তাঁর স্তন ক্যান্সারের মতো বিষয়কে তিনি নিজের লেখার বিষয় করেছেন। ২০০৮ সালে ঐতিহাসিক স্মৃতিকথা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'লেস অ্যানিস'। সাহিত্য সমালোচকদের একাংশের মতে এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। অথচ সারা জীবন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখা আনি, এই উপন্যাসে প্রথমবার নিজেকে প্রথম পুরুষে উল্লেখ করেন। 'আমি-আমি' করে লেখার পরিবর্তে 'তিনি' করে লেখেন তিনি। এই উপন্যাসে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরের বিংশ শতাব্দীর ফরাসি সমাজের চেহারা তুলে ধরেছিলেন এক মহিলার গল্পের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাস অনেকগুলো পুরস্কার জিতেছিল। ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি ২০১৮ সালে তিনি হেমিংওয়ে পুরস্কার জিতেছিলেন, ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কারও পেয়েছিলেন। আনি'র মতো জীবন ও সাহিত্যের এমন ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধন রচনা এবং শৈল্পিক রূপান্তর ঘটনোর সৃজনশীল কৃতিত্ব সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

৯. আনি'র ঠিক আগে ২০২১ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তানজানিয়ায় জন্মগ্রহণকারী যুক্তরাজ্যের লেখক আবদুলরাজাক গুরনাহ। তার আগের বছর নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন মার্কিন কবি লুইস গ্লাক। আনি'র নামের গুঞ্জন আগেও নোবেল কমিটিতে শোনা গিয়েছিল একাধিক বার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাছাই করা হয়নি। ২০২২ সালে অবশেষে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন। ১৯০১ সালে প্রথমবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তখন থেকে এখনও পর্যন্ত আনি ১৭তম মহিলা আর ১৬তম ফরাসি যিনি বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন। স্টকহোমে আগামী ১০ ডিসেম্বর তাঁর হাতে নোবেল পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। একটি স্মারক ও সঙ্গে ১০ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রনর (৯ লক্ষ ১১ হাজার ৪০০ ডলার) অর্থরাশি পাচ্ছেন তিনি। নোবেল কমিটির তরফে বলা হয়েছে, "আনি বলেছেন যে, লেখালেখি হল রাজনৈতিক কাজ। সমাজে যে বৈষম্য আছে, তা আমার নজরে নিয়ে আসবে লেখালেখি।" সেজন্যই তিনি আরও বলেছেন যে, ভাষাকে ছুরির মতো ব্যবহার করেন তিনি, যা কল্পনার পর্দা ছিঁড়ে ফেলবে। নোবেল কমিটির মতে, "লেখালেখির শক্তির স্বতন্ত্রতায় বিশ্বাস করেন তিনি। তাঁর লেখালেখি কখনও আপস করেনি এবং একেবারে সাধারণ ভাষায় লেখা হয়েছে - একেবারে স্বচ্ছ ভাষায়, যদিও বিষয়গুলো জটিল ও স্পর্শাতীত।" সবাই স্বীকার করছেন যে, ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে পড়ে থাকা প্রপঞ্চগুলোকে তুলে এনে তিনি যেভাবে আখ্যান ও ইতিবৃত্তের কাঠামো বদলে দিয়েছেন, তা যুগান্তকারী।

১০. ডি-ডেকে ঘিরে আনি'র জন্মস্থল নর্মান্ডিতে জড়ো হন বিশ্বের নেতারা। করোনার আগে এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন, রানি এলিজাবেথ থেকে শুরু করে অন্যরা। নর্মান্ডি অভিযানে যাঁরা নিহত হয়েছেন এবং যাঁরা বেঁচে গেছেন তাঁদের সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা হয়, "তাঁরা সব ভয়কে তুচ্ছ করে মানুষের মুক্তির জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের কাহিনী আগামী দিনের ইতিহাসে স্বর্ণের অক্ষরে লেখা থাকবে।" সেই বীরদের প্রতিই শ্রদ্ধা জানানো হয়, যাঁরা ছিলেন আমেরিকান, বৃটিশ, কানাডিয়ান, বেলজিয়ান, পোলিশ ও অন্যান্য দেশের যোদ্ধা এবং যাঁরা ফ্রান্সকে মুক্ত করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন। ৭৫ বছর আগে নর্মান্ডি উপকূলে ডি-ডে ল্যান্ডিং ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'টার্নিং পয়েন্ট', যখন ব্রিটিশ, আমেরিকান, কানাডিয়ান সেনা সদস্যরা সম্মিলিতভাবে দখলদার জার্মান নাৎসি বাহিনীর ওপর আক্রমণ করেছিলেন। ডি-ডে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির শুরু। মিলিটারি জার্গনে বা পরিভাষায় 'ডি-ডে' হলো এমন একটি দিন, যেদিন 'কমব্যাট অ্যাটাক' বা 'অপারেশন' শুরু করা হয়। সবচেয়ে বিখ্যাত 'ডি-ডে' হলো ১৯৪৪ সালের ৬ জুন- 'দ্য ডে অব নর্মান্ডি ল্যান্ডিং'- নাৎসি দখল থেকে মূল ইউরোপকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মিত্রশক্তির সাঁড়াশি আক্রমণ। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বৃহৎ 'সিবর্ন' বা 'সমুদ্রবাহী আক্রমণ'। মিত্রবাহিনীর এক লাখ ৫৬ হাজার সদস্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে নর্মান্ডিতে পৌঁছেছিলেন। এর মধ্যে প্রায় ১২ হাজার হয় নিহত নয়তো আহত হয়েছিলেন প্রথম দিনেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য জার্মান বাহিনীকে প্রচুর আত্মদানের বিনিময়ে পরাজিত করে হটিয়ে দিতে পারার সাফল্য ছিল ঐতিহাসিক। ৭৫ বছর পর 'স্মৃতির শিকড়ের সাহসী উন্মোচন' করে নর্মান্ডি উপকূলের মেয়ে আনি এরনো সাহিত্যে নোবেল পেয়ে অর্জন করলেন আরেক ঐতিহাসিক বিজয়।-মানবজমিন এর সৌজন্যে

ছোট হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর, জন্ম নিচ্ছে সুপার মহাদেশ'অ্যামেসিয়া'

১৪ পৃষ্ঠার পর

হবে। পৃথিবীর পরিচিত সুপারমহাদেশগুলি বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন উপায়ে গঠিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ন্যাশনাল সায়েন্স রিভিউতে একথা লিখেছেন বিজ্ঞানীরা। তারা লিখেছেন পূর্ববর্তী অতি-মহাদেশের ভেঙে যাওয়ার সময় গঠিত অভ্যন্তরীণ মহাসাগরগুলি মুছে গিয়ে তৈরি হয়েছে। কোনওটি পূর্ববর্তী অতি-মহাসাগর মুছে গিয়ে তৈরি হয়েছে।

আমরা বাস্তবসম্মত টেকটোনিক সেটআপ ব্যবহার করে ৪-ডি জিওডাইনামিক মডেলিংয়ের মাধ্যমে এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পেয়েছি। ২০১২সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ভূতাত্ত্বিক রেকর্ড অনুযায়ী বিগত ২ বিলিয়ন বছর বা তারও বেশি সময়ে তিনটি সুপারমহাদেশ ছিল। প্রাচীনতম সুপারমহাদেশ, নুনা, প্রায় ১.৮ বিলিয়ন বছর আগে একত্রিত হয়েছিল। পরবর্তী, রডিনিয়া, প্রায় ১ বিলিয়ন বছর আগে বিদ্যমান ছিল এবং সাম্প্রতিকতম, প্যাঙ্গিয়া প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বছর আগে একত্রিত হয়েছিল। কার্টিনের আর্থ ডাইনামিক্স রিসার্চ গ্রুপের প্রধান লেখক চুয়ান হুয়াং বলেছেন: "গত ২ বিলিয়ন বছরে, পৃথিবীর মহাদেশগুলি প্রতি ৬০০ মিলিয়ন বছরে একটি সুপারমহাদেশ গঠনের জন্য একসাথে সংঘর্ষ করেছে, যা সুপারমহাদেশ চক্র নামে পরিচিত। এর অর্থ হল বর্তমান মহাদেশগুলি কয়েকশ মিলিয়ন বছরের মধ্যে আবার একত্রিত হবে।"নতুন সুপারমহাদেশের নাম ইতিমধ্যেই 'অ্যামেসিয়া' রাখা হয়েছে কারণ কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে আমেরিকা এশিয়ার সাথে সংঘর্ষে প্রশান্ত মহাসাগর (আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরের বিপরীতে) নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অস্ট্রেলিয়াও এই গুরুত্বপূর্ণ আর্থ ইভেন্টে ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, প্রথমে এশিয়ার সাথে সংঘর্ষ এবং তারপর প্রশান্ত মহাসাগর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে আমেরিকা ও এশিয়াকে সংযুক্ত করবে।সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে -৩০০ মিলিয়ন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, যার জেরে তৈরী হবে নতুন সুপার মহাদেশ । সূত্র : independent.co.uk

তেলের উৎপাদন কমানোর ঘোষণা ওপেক প্লাসের

১৫ পৃষ্ঠার পর

ছাড়তে পারবে ইরান, যা তেলের বর্তমান সংকটকে প্রশমন করতে সহায়তা করবে। এদিকে তেলের দাম ধরে রাখতে ওপেক প্লাসের তেলের উৎপাদন কমানোর ইঙ্গিত এবং অপরদিকে বিশ্ববাজারে ইরানের তেলের ফিরে আসার সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে গত দুই মাস ধরেই উত্থান-পতনের মধ্যে বিশ্বের তেলের বাজার। দু-একদিনের ব্যবধানেই তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০ ডলারের বেশি বেড়ে যাচ্ছে। আবার হঠাৎ করেই কমেও আসছে।গত আগস্ট মাসের মাঝামাঝি অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ৯০ ডলারের নিচে চলে এলেও দুই সপ্তাহের ব্যবধানে গত ২৯ আগস্ট দাম ১০০ ডলারের ওপর উঠে যায়। এরপর আবার মাত্র দুদিনের ব্যবধানে তেলের দাম ১ সেপ্টেম্বর ৯০ ডলারের নিচে নেমে যায়। আগামি নভেম্বর মাস থেকে ওপেক প্লাসের তেল উৎপাদন হ্রাসের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এতে বিশ্বের দুই শতাংশ তেল সরবরাহ হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২০ সালের পর এটিই ওপেক প্লাসের সবথেকে বেশি তেল উৎপাদন হ্রাসের ঘোষণা। ওই বছর মহামারির কারণে দৈনিক তেল উৎপাদন ৯০ লাখ ব্যারেল কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওপেক প্লাস।

বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

☎ 844 464 3267 murshedayaman@gmail.com

sunman express
global money transfer
Fast, Secure & Reliable Remittance
Send Money To Bangladesh, India, Nepal, Pakistan & West Africa
Currency Exchange

Remittance Partners
Agrani Bank Limited
Committed to Serve the Nation
Al-Arafah Islami Bank Limited
aibl
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
JAMUNA BANK
Uttara Bank Limited
Southeast Bank Limited
a bank with vision
SIBL
Social Islami Bank Limited
SBAC Bank Limited

• Bank Deposite & bKash একাউন্টে দ্রুততম সময়ে টাকা জমা হয়। • সর্বনিম্ন ফি, সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠান।
• বাংলাদেশের ৮টি ব্যাংকের প্রায় ১০ হাজার-এর অধিক শাখায় Instant Cash Pickup।

বৈধ উপায়ে, করমুক্ত ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ করে দেশ মাতৃকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

আপনার রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবার জন্য
SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP
সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোরেশন
37-14 73 Street (Suite 201), Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-505-2224, E-Mail: info@sunmanexpress.com

HEAD OFFICE:
37-17 74TH STREET (1ST FL)
JACKSON HEIGHTS, NY-11372
PHONE: 718-565-5052

JAMAICA BRANCH:
167-05 HILLSIDE AVE.
JAMAICA, NY-11432
PHONE: 718-297-3443

ASTORIA BRANCH:
29-24 36 AVENUE
L.I.C, NY-11106
PHONE: 718-729-0600

Send Money Online at www.sunmanexpress.com

BARI RESTAURANT
WE CARE FOR YOUR TASTE
হেল্প ওয়ান্টেড
বারী রেস্টুরেন্ট, ব্রোনক্স
আমাদের প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি
● তান্দুরি শেফ
● ডিশ ওয়াশার
● কিচেন হেল্পার
● ওয়েটার্স
যোগাযোগ :
+১ (৯২৯) ৪০১-৬৪৬৭

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

পারমাণবিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে বিশ্ব -প্রেসিডেন্ট বাইডেন

১৫ পৃষ্ঠার পর

হিরোশিমা-নাগাসাকির পর এখনো কোনো যুদ্ধে নিউক্লিয়ার বোমা কেউ ফাটায়নি।

লন্ডনের কিংস কলেজের যুদ্ধবিষয়ক বিশেষজ্ঞ লরেন্স ফ্রিডম্যানের মতে, রুশ প্রেসিডেন্ট যদি নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহার করতেই চায় তবে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু হতে পারে সামরিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। সহসা জনবসতিতে এমন বোমা ছুড়বেন না তিনি।

একটি ব্লগ পোস্টে ফ্রিডম্যান লিখেছেন, পুতিন সম্ভবত ইউক্রেনের জনবসতিহীন স্নেক আইল্যান্ডেই নিউক্লিয়ার বোমা ছুড়তে পারেন। এতে পশ্চিমাদের দিকে চোখ রাঙানোটাও হবে, আবার ইউক্রেনকে ভয়ও দেখানো যাবে। কৃষ্ণ সাগরের এই ফাঁড়িটি যুদ্ধের শুরুতেই রুশ সেনাদের দখলে গেছে।

এখনই কেন? এনপিআর ডট অর্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুরুতে দখলে নিলেও ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণে এখন রুশ সেনারা পিছু হটছে। যুদ্ধের ময়দানে এমন পিছু হটার চাপ গিয়ে পড়ছে সরাসরি ক্রেমলিনে। যুদ্ধের পক্ষে থাকা অংশটি পুতিনকে চাপ দিচ্ছে সর্বশক্তি ঢেলে দিতে। আর এই শক্তি মানেই পারমাণবিক অস্ত্র।

আবার প্রশ্ন উঠেছে, পুতিন কি তার সমালোচকদের শান্ত করতেই বারবার এমন হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন যে, 'ইউক্রেনকে যারা সাহায্য করছে, তাদের কল্পনাতীত পরিণতি বরণ করতে হবে'।

তবে আলজাজিরার খবরে জানা গেল, চেচেন নেতা রমজান কাদিরভ সম্প্রতি মস্কোকে ছোট আকারের ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করতে ক্রমাগত আহ্বান জানিয়ে চলেছেন। ক্রেমলিন আনুষ্ঠানিকভাবে কাদিরভের আহ্বানে সাড়া দেয়নি যদিও, তবে আড়ালে কী ঘটছে তা আঁচ করা কঠিন।

রাশিয়া কি তৈরি? বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে আলজাজিরা জানাল, যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের বিরুদ্ধে ছুড়তে রাশিয়ার লং রেঞ্জ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিই থাকে। মানে ধুন্ধুমার আরেক বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলে শহর বিধ্বংসী বোমা ছুড়তে কেউই দেরি করবে না। তবে যুদ্ধের ময়দানের জন্য ট্যাকটিক্যাল অস্ত্রটা সেভাবে তৈরি থাকে না।

জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ থিংকট্যাংকের নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিশেষজ্ঞ পাভেল পদভিগ জানালেন, 'রাশিয়ার অস্ত্রগুলো (ট্যাকটিক্যাল) এখনো সংরক্ষণাগারে আছে। সেগুলোকে বাঙ্কার থেকে বের করে এনে ট্রাকে লোড করতে হবে। তারপর কোনো মিসাইল বা ডেলিভারি সিস্টেমে জুড়ে দিতে হবে।' কয়েকজন বিশ্লেষকের মতে, পুতিন হয়তো স্বল্প পরিসরে ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরি করার নির্দেশ দিতে পারেন। তবে তিনি ভালো করেই জানেন, অস্ত্রগুলো বের করা মাত্রই স্যাটেলাইটে সে খবর পেয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। তখন পশ্চিমারা ভয় পেয়ে ইউক্রেনের প্রতি তাদের সমর্থন তুলে নেবে, এমনটাও আশা করতে পারেন পুতিন।

লন্ডনের রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের গবেষক সিদ্ধার্থ কৌশল বার্তা সংস্থা এপিকে জানালেন, 'এটা নিয়ে রুশরা জুয়া খেলতে পারে। পরিস্থিতি বেশি উত্তেজনার দিকে গেলে তা প্রতিপক্ষের প্রতি হুমকি হিসেবে কাজ করবে, আবার রাশিয়ার সঙ্গে আপসে আসার পথও খুলে দিতে পারে।'

তবে প্রশ্ন থেকে যায়, ছোট হোক বা বড়, যুদ্ধের মাঠে নিউক্লিয়ার অস্ত্র নাড়াচাড়া করার মতো সক্ষমতা আদৌ রুশ বাহিনীর আছে কি না। প্রাগের সামরিক বিশেষজ্ঞ ইউরি ফিওদোরভ রয়টার্সকে বলেছেন, 'পুতিন এখন ধাপ্পাবাজি করছেন। তবে আগামী এক সপ্তাহ বা এক মাসে কী ঘটবে তা বলা যাচ্ছে না।'

অন্যরা পুতিনের হুমকিকে যতই 'ব্লাফ' বলুক না কেন, সিআইএ পরিচালক উইলিয়াম বার্নস পুতিনকে বেশ সিরিয়াসলিই নিয়েছেন। তিনি এও বলেছেন, 'পুতিন ট্যাকটিক্যাল অস্ত্র নিয়ে এগোচ্ছেন, এমন কোনো প্রমাণ যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের কাছে নেই।' যুক্তরাষ্ট্র কী করবে? এমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাইডেন প্রশাসন 'শক্তিশালী' জবাবের কথা বললেও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি। তিনি এর আগে রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে না জড়ানোর কথা বললেও পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগে বদলে যেতে পারে অনেক সমীকরণ।

হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের গবেষক ম্যাথু বান বলেছেন, 'রাশিয়া এমন ঘটনা ঘটিয়ে দিলে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো বা রুশ সামরিক স্থাপনায় হামলা চালাতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র পাল্টা নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহার করবে না। তার মতে, ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগে রাশিয়াকে যে মূল্য দিতে হবে, সেই তুলনায় তাদের কোনো লাভ নেই বললেই চলে। এমনটা হলে, বাকি দুনিয়া থেকে রাশিয়া পুরোপুরি একঘরে হয়ে যাবে।'- সুত্র কালবেলা

২২ বছর ধরে মানব পাচার: বিদেশ পাঠানোর কথা বলে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ

১০ পৃষ্ঠার পর

বিদেশে যেতে না পেরে ভুক্তভোগীরা টাকা ফেরত চাচ্ছিলেন মাহবুবের কাছে। কিন্তু টাকা না দিয়ে তিনি টালবাহানা করছিলেন।

মাহবুবের বাড়ি সিরাজগঞ্জের কামারগঞ্জ থানার কাজীপুরায় এবং মাহমুদের বাড়ি রাজশাহীর রাজপাড়া থানার চণ্ডীপুর মিশন হাসপাতাল মোড়ে। তাঁদের কাছ থেকে ৫২১টি পাসপোর্ট, বিদেশে চাকরির জন্য তৈরি করা ভুয়া কোর্সের সনদ ৬৫টি, ৩০০ ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ জালিয়াতির বিভিন্ন কাগজপত্র জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া সৌদি আরব, ইরাক, কুয়েত, দুবাই, রোমানিয়া, কানাডা এবং কম্বোডিয়ায় চাকরির ভুয়া চুক্তিপত্র জব্দ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দালাল নিয়োগ দিয়েছেন চক্রের প্রধান মাহবুব। দুই বছরে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যেতে ইচ্ছুক ৫২১ জনের পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন। মধ্যপ্রাচ্যে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছে ২-৩ লাখ এবং ইউরোপে যাওয়ার জন্য ৬-৭ লাখ টাকা করে জমা নেন এ চক্রের প্রধান। এসব মানুষের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। মাহবুব ১৯৯৩ সালে আল দোসারি এজেন্সির মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন। ৫ বছর পর ১৯৯৮ সালে দেশে ফেরেন তিনি। এরপর গ্রামে কৃষি কাজ করতে থাকেন। স্বল্প পরিশ্রমে অধিক অর্থ উপার্জনের আশায় অবৈধভাবে ২০০০ সাল থেকে রাজধানীর শান্তিনগর এলাকায় একটি এজেন্সির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে লোক পাঠানো শুরু করেন তিনি। পরে এজেন্সির সঙ্গে ব্যবসা বাদ দেন। পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালে শান্তিনগর এলাকায় আরেকটি এজেন্সির মাধ্যমে রিক্রুটিং এজেন্সির ব্যবসা শুরু করেন এ প্রতারক। তাঁদের মাধ্যমে বিদেশে গিয়ে কাজ না পেয়ে অনেকেই দেশে ফিরে আসেন।-সুত্র দৈনিক সমকাল

পর্যাপ্ত অর্থায়ন না পেলে এসডিজি অর্জন করা যাবে না -পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

১০ পৃষ্ঠার পর

ঘাটতি ইতোমধ্যে আরো বেড়ে গেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে উন্নয়নশীল বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এসব বিষয়গুলোর মধ্যে জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, বৈশ্বিক খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করা।

তিনি বলেন, দেশগুলোকে তাদের কষ্টার্জিত উন্নয়ন সাফল্যগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিতে একটি সংকট প্রশমন ও সহনশীলতা গড়ে তোলা তহবিল গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ সময় সেমিনারে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাকসুদ কামাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কেউ নির্বাচনে যাবে না - নজরুল ইসলাম খান

১০ পৃষ্ঠার পর

পারি তাহলেই শুধু মানুষের কষ্ট দূর হবে। তাহলে গুম খুন বন্ধ হবে। সমাবেশে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি'র আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমান, দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুস সালাম, বিএনপি নেতা মীর সরাফত আলী সপু, মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ, রফিকুল আলম মজনু ও ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।- মানবজমিন

খামার বাড়ি
KHAAMAR BAARI
KHAAMAR BAARI
খামার বাড়ি
একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান
লাইভ ফিশ • ফ্রোজেন ফিশ • হালাল মাংস • তাজা শাক-সবজি • গ্রোসারী সামগ্রী ও মশলাপাতি

37-18, 73RD STEET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
TEL: 718 639 6868 EMAIL: khaamarbaari@gmai.com

নিউইয়র্কে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক নাঈম টুটুলের বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা

৫০ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা উন্নয়ন সহ সমাজ সেবায় বিশেষ ভূমিকা রাখায় সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আজীবন স্থায়ী দাতা সদস্য সাহারা হোমস'র প্রেসিডেন্ট নাঈম টুটুলকে এ সংবর্ধনা দেয়া হয়। একই অনুষ্ঠানে হারুন অর রশিদ সিআইপিকেও সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়।

আড়াই শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি বেলায়েত হোসেন স্বপনের সভাপতিত্বে এবং হারুন অর রশিদ সিআইপির পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক শহীদ উল্লাহ।প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সিকদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল খান, নোয়াখালী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহেদ মিন্টু, নাজমুল হাসান মানিক প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, মোশাররফ হোসেন সবুজ, মঈনুদ্দিন পিন্টু, জহির উদ্দিন সেলিম, মিজানুর রহমান, আহসান উল্লাহ বাচ্চু, জাহাঙ্গীর সরওয়াদী, জসীম ভুঁইয়া, আরজু হাজারী, জাহাঙ্গীর হোসেন, ফিরোজ আহমেদ, সালেহ আহম্মদ মানিক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আরেক সংবর্ধিত হারুন অর রশিদ আল হারুন সিআইপি।

এসময় নাঈম টুটুলকে আয়োজকরা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা সহ সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও নাঈম টুটুল ও হারুন অর রশিদ সিআইপিকে ক্রেস্টও প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনায় সিক্ত নাঈম টুটুল আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সব সময় তার এলাকাসহ বাংলাদেশের দরিদ্র-অসহায়দের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, আমি আজ আবেগে আপ্লুত। আমি আপনাদের ভালোবাসার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম। আপনাদের উপস্থিতি আমাকে আরো বেশি মানবিক হতে প্রেরণা জুগাবে।

সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বেলায়েত হোসেন স্বপন নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের প্রাচীন বিদ্যাপিঠ সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শোভা বর্ধনে গেইট নির্মাণে সংবর্ধিত নাঈম টুটুলের বিশেষ অনুদানের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, যেখানে গুণিজনদের কদর করা হয় না সেখানে গুণিজন জন্মায় না। কোনো ভালো কাজের স্বীকৃতি দেয়া মানে অন্যজনকে ভালো কাজে প্রেরণা দেয়া। নাঈম টুটুলকে দেশে গেলে পাঁচ হাজার মানুষ সমবেত করে সংবর্ধনা দেয়া হবে বলেও জানান বেলায়েত হোসেন স্বপন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা স্মারক নাঈম টুটুল ও হারুন অর রশিদ সিআইপির হাতে তুলে দেন বেলায়েত হোসেন স্বপন। এছাড়া নাঈম টুটুলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নিউইয়র্কের বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর ও বর্তমান সময়ের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতসেবী নুরুল আজিম এবং লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবিব।

সুস্বাদু নৈশভোজ পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জ্যামাইকায় বেদান্ত সোসাইটির পূজায় নিউইয়র্ক নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস

সব ধর্মের মানুষের

৫০ পৃষ্ঠার পর

সমান অধিকার রয়েছে। সবাই যেন স্বাচ্ছন্দে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারেন সেজন্য সিটি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রতিদিন বেলা সাড়ে ১২টা থেকে শুরু হয় পূজা অর্চনা। এতে প্রতিদিন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পূজার পুরোহিত ছিলেন টিটন আচার্যী।অনুষ্ঠানমালার সঞ্চালনায় ছিলেন অসীম সাহা।

দুর্গোৎসবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক ইন্ক-এর সভাপতি পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক রীনা সাহাসহ কার্যকরী কমিটির

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যুক্তরাষ্ট্রে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মতবিনিময় সভা

নিউ ইয়র্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন সাথে মত বিনিময় করেছেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকারনেতৃবৃন্দ। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৭ টায় জ্যাকসন হাইটস নবান্ন পার্টি হলে সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানেরসভাপতিত্বতে এবং সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম ও সহ সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানেপ্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন , এমপি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে সফরকে উপলক্ষে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার এই মতবিনিময় সভায় প্রবাসীনেতৃবৃন্দরা তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী প্রবাসীদের উন্নয়নেরসরকারে নানা যুগান্তকারি উদ্যগের বিষয়ে বিষ্তারিত তুলে ধরেন। এসময় তিনি বলেন সরকার প্রবাসীদের কথা বিবেচনায় রেখেএই অঞ্চলের উন্নয়নে না প্রদক্ষেপ গ্রহন করেছে ।

জনাব মোমেন বলেন, "শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে। উন্নয়নের এ নিরবিচ্ছিন্ন ধারা অব্যাহতথাকলে ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশের কাতারে উঠবে বাংলাদেশ। এজন্য প্রবাসীদেরকে আন্তরিক সহায়তার দিগন্ত অবারিতরাখতে হবে। উন্নয়নের এই অভিযাত্রা থামিয়ে দিতে একটি মহল ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সে ব্যাপারে দেশপ্রেমিক প্রতিটি প্রবাসীকেচোখ-কান খোলা রাখতে হবে।"

অনুষ্ঠানে বিশেষ অথিতি ছিলেন নিউইয়র্কের কনস্যুলেট জেনারেল ডঃ মোহাম্মাদ মনিরুল ইসলাম, জালালাবাদএসোসিয়েশনের উপদেষ্ঠা আজমল হোসেন কুনু, এড. নাসির উদ্দিন, বীর মুক্তিযুদ্ধা তোফায়েল চৌধরী, কুইন্স কাউন্টি ডিস্ট্রিক্টলিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দীকী, জালালাবাদএসোসিয়েশন সাবেক উপদেষ্টা এম এ সালাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, বিশিষ্ঠ রাজনীতিবিদ শাহেদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযুদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, প্রবীণ সাংবাদি মোহাম্মদ উল্লাহ।

সভায় কুরআন থেকেন তেলওয়াত করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম ও দুআ পরিচালনা করনে জালালাবাদ এসোসিয়েশন সাবেকসহ সভাপতি সাইফুল আলম সিদ্দিকী।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম। পরে একে একে বক্তব্য রাখেনবাংলাদেশ সোসাইটি ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ফাউন্ডারও প্রেসিডেন্ট এবং এসোসিয়েশনের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, নবীগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ারসোসাইটি ইউএসএ্র সভাপতি শেখ জামাল হোসেন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট হাসান আলী, হেলডন ডেমোক্রেটিক ক্লাব এরকমিশনার দেওয়ান বজলু চৌধুরী, বিশিষ্ঠ রাজনীতিবিদ আব্দুর রাহিম বাদশা, কবি ও গীতিকার গউস উদ্দিন খান, সাবেকছাত্রনেতা ও সংগঠক রেজাউল আলম অপু প্রমূখ।

মতবিনিময় কালে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক উপদেষ্টা সদরুন নূর, জালালাবাদএসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম ও নির্বাচন কমিশনার ওসাবেক সহ সভাপতি সাব্বির হোসেন, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপিত আজিজুর রহমান সাবু, বিয়ানীবাজার সমিতিরসাবেক সভাপিত মাসুদুল হক সানু, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপিত মোস্তফা কামাল, বিয়ানীবাজার সমিতির সাধারণসম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাজী কয়েস, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপিত শামস উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি এবং সাবেক সভাপতি তোফায়েল চৌধরী, হবিগঞ্জ জেলা কল্যান সমিতি সাবেক সভাপতি সৈয়দ নাজমুল হাসান কুবাদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মনিরুজামান চৌধরী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হাজি নিজামউদ্দিন, বিশিষ্ঠ রাজনীতিবিদ ফকর উদ্দিন, বিশিষ্ঠ রাজনীতিবিদ আব্দুর রহমান, বিশিষ্ঠ রাজনীতিবিদ শামসুল আবিদন, সাবেক চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দিন, বিশিষ্ঠ রাজনীতিবিদ শাহীন আজমল, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সভাপিতজোসেফ চৌধরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পদক শামীম আহমেদ মনির, জালালাবাদএসোসিয়েশনের সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোঃ জামিল আনছারী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক ভারপ্রাথঃসাধারণ সম্পাদক নূর আলম জিকু, বিশিষ্ঠ রাজনীতিবিদ মোহম্মদ জাহানগীর, বিশিষ্ঠ রিয়েল এস্টেটে ব্যাবসায়ি বেলালআহমদ চৌধুরী, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি সাবেক সহ সভাপিত আশফাকুল হক চৌধুরী, কুলাউড়া বাংলাদেশীএসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ সদর সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আব্দুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ সদর সমিতির সদস্য মোঃ তাজুল ইসলাম মানিক ওসমানী নগর এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপিত বাঁশিরউদ্দিন, সাবেক বাংলাদেশ জাতীয় দল এর ফুটবলার হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, শাহ গ্রুপ এর চেয়ারম্যান শাহ জে চৌধুরী, বিশিষ্ঠব্যবসায়ী একেএম ফজলুল হক, জেবিবির সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুল ইসলাম জাকির, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মোস্তফাকামাল, ও আব্দুল খালিক প্রমূখ।

কার্যকরী কমিটির কর্মকথা বৃন্দ মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপিত মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু), সহ সভাপিত মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, সহ সভাপিত মোহাম্মদ শাহীন কামালী, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সল আলম, সমাজকল্যাণ সম্পাদকজাহিদ আহমেদ খান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সুতিপা চৌধুরী, সদস্য হেলিম উদ্দিন, সদস্য দেলোয়ার হোসেন মানিক।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চুয়াশিয়ান আনন্দ আড্ডা

নিউ ইয়র্ক: কৈশোরের স্কুলের সাথীদের নিয়ে এস.এস.সি '৮৪ ব্যাচ এর বাঁধভাঙা আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো "চুয়াশিয়ান আনন্দ আড্ডাচ। গত ২ অক্টোবর ২০২২ রোববার নিউইয়র্কের কুইন্সের পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো এস.এস. সি '৮৪ -নর্থ আমেরিকা-র দিনব্যাপী আড্ডা। রাব্বী সৈয়দ ও ইয়াসমিন ইদ্রিসীর যৌথ সঞ্চালনায় আড্ডার শুরুতেই বক্তব্য রাখেন এস.এস.সি '৮৪ -নর্থ আমেরিকা-র প্রতিষ্ঠাতা ও এডমিন শামস্ চৌধুরী রুশো। তিনি তার বক্তব্যে বলেন- কেন চুয়াশিয়ানদের একত্রিত করে এই আয়োজন করেছেন। চুয়াশিয়ানদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথাও জানান। সবাইকে নিয়ে আরো বড় পরিসরে কিভাবে আরো সফল আয়োজন করা যায়, সেই কথাও উঠে আসে তার বক্তব্যে। কেক কেটে অনুষ্ঠানের

উদ্বোধন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা চুয়াশিয়ানদের এই মিলনমেলায় সতীর্থরা একজন আরেকজনকে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। সকলে যেনো তাদের শৈশব ফিরে পেলেন, নেচে গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে সবাই ফিরে গেলেন তাদের সোনালী অতীতে।

পরিচিতি পর্বের পর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকে আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন। স্ব-প্রণোদিতভাবে ফান-গেইমে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আরো আকর্ষনীয় করে তোলেন। নির্ধারিত শিল্পীর গান ছাড়াও কৌতুক, আবৃত্তি এবং নৃত্য পরিবেশন করেন চুয়াশিয়ানরা। চুয়াশিয়ানদের গর্ব প্রতিভাবান শিল্পী হাসান মাহমুদ ও ঝুলন সেন তাদের অনবদ্য গান পরিবেশনের মাধ্যমে সকলকে মুগ্ধ করেন। ইয়াসমিন ইদ্রিসী-র উপস্থাপনা, গান, আবৃত্তি ও নৃত্যসহ বহুমুখী প্রতিভায় সকলে চমকিত হন।

সবশেষে কেক কেটে পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে আগত কামরুন্নাহারের জন্মদিন পালন করা হয়। আনন্দঘন মুহূর্তের রেশ নিয়ে সকলে বাড়ি ফিরেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্মার্ট টিভি ব্যবহারে যেসব সতর্কতা মানতে হবে

মাঝে মাঝেই বিভিন্ন জায়গায় স্মার্টফোন, হেডফোন এমনকি টিভি বিস্ফোরণের খবরও শোনা যায়। অনেক সময় হতাহতের ঘটনাও ঘটে। এজন্য ইলেকট্রিক এসব ডিভাইস ব্যবহারে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। স্মার্টফোন ব্যবহারে নানান সতর্কতার কথা জানলেও অনেকেই জানেন স্মার্ট টিভি ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি।

ঘরে স্মার্ট টিভি থাকলে কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখুন। এতে বিস্ফোরণ সহ নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সহজেই এড়াতে পারবেন- চলুন জেনে নেওয়া যাক সেসব-

>> ভোল্টেজের তারতম্যের কারণে অনেক সময় ইলেকট্রিকাল ডিভাইস বিস্ফোরণ হতে পারে। তাই যখন ঘরে বিদ্যুতের ভোল্টেজের তারতম্য দেখলে টিভি বন্ধ রাখুন। ইলেকট্রিক কানেকশনে এই ধরনের সমস্যা থাকলে যে কোনো ডিভাইস খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমন কি বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও তৈরি হয়।

>> টিভির সার্কিটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ক্যাপাসিটর। খারাপ মানের ক্যাপাসিটর ব্যবহার করলে টিভি বিস্ফোরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়। এমন কী আগুন ধরে যেতে পারে। তাই নিয়মিত টিভির যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করুন।

>> বাড়ির ওয়্যারিংয়ে সমস্যা আছে কি না নিয়মিত চেক করুন। অনেক সময় ওয়্যারিংয়ে সমস্যা থাকলে টিভি ও অন্যান্য ইলেকট্রিকেল ডিভাইসে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে যে কোনো সময়।

>> অনেকেই টিভির সুইচ কখনোই বন্ধ করেন না। সব সময় রিমোট থেকেই টিভি বন্ধ করার অভ্যাস।

বিচার নেই বলে বাংলাদেশে বাড়ছে শিশু ধর্ষণের ঘটনা

৮ পৃষ্ঠার পর

বিচার পাওয়া যায় না। উচ্চ আদালতে ধর্ষণ এবং যৌন হয়রানির ১১ লাখ মামলা পেন্ডিং আছে। আর নারীদের করা নানা ধরনের মামলা পেন্ডিং আছে ৩৩ লাখ৷ তারা বলেন, ধর্ষণের শিকার এই শিশুদের সারাজীবন এর নেতিবাচক প্রভাব বহন করতে হয়। তারা নানা ধরনের মানসিক ও শারীরিক সমস্যার শিকার হয়। আবার সমাজ ও পরিবারেও তারা নানা প্রতিকূলতার মধ্যে থাকেন। এটা শুধু আইনের মাধ্যমে দূর করা যাবে না। সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন আনতে হবে। - হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে, ঢাকা

ওয়াশিংটন ডিসিতে এ 'সিম্ফনি অফ রিভার্স এন্ড হিলস' শীর্ষক প্রদর্শনী, ১৫ অক্টোবর থেকে

ওয়াশিংটন ডিসি: অবিন্তা গ্যালারি অফ ফাইন আর্টস আসন্ন ১৫ অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিস্থিতে অবস্থিত গান্ধী মেমোরিয়াল সেন্টার-৪৭৪৮ (পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা: ওয়েস্টার্ন এভিনিউ, বেথেসডা, এমডি ২০৮১৬, ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।) এ "সিম্ফনি অফ রিভার্স এন্ড হিলসচ শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করতে যাচ্ছে। বিশিষ্ট শিল্পি জামাল আহমেদ ও কনক চাঁপা চাকমা র চিত্রকর্ম প্রদর্শনী করা হবে এই এক্সিবিশন এ।

এই প্রদর্শনীটি অবিন্তা কবির ফাউন্ডেশনের অংশ "অবিন্তা গ্যালারি অফ ফাইন আর্টসচ এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যা একটি অলাভজনক সংগঠন। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুবিধাবঞ্চিত মেয়ে শিশুদের মাঝে শিক্ষার প্রসারে ২০১৭ সালে অবিন্তা কবির ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু হয়, যা বর্তমানে ঢাকায় ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের মাধ্যমে ১০৬ জন সুবিধাবঞ্চিত মেয়ে শিশুদের বিনামূল্যে- দুপুরের খাবার ও ইউনিফর্মসহ শিক্ষা প্রদান করছে। এছাড়াও ,অবিন্তা কবির ফাউন্ডেশন মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অবস্থিত এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির সুযোগ প্রদান করে থাকে। শিল্পী জামাল উদ্দিন আহমেদ বিবিধ শিল্পের মাধ্যম নিয়ে কাজ করছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক্রিলিক মাধ্যম: যা দিয়ে তিনি অভিনব ধারায় শিল্পকর্ম করে থাকেন। তিনি তার অবদানের জন্যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত একজন শিল্পী।

কনক চাপার শিল্পকর্মে ফুটে ওঠে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত পাহাড়ি অঞ্চলের বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও বিচিত্র সংস্কৃতি।এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একজন মানুষ হিসেবে কনক চাপা তার চিত্রকর্মে তুলে ধরেন আদিবাসীদের জীবনের সব অভিনব অভিজ্ঞতার কথা। প্রদর্শনীতে শিল্পী জামাল উদ্দিন আহমেদ এর ২২ টি শিল্পকর্ম ও শিল্পী কনক চাপা চাকমার ২২ টি শিল্পকর্মসহ মোট ৪৪ টি শিল্পকর্ম স্থান পাবে।

প্রদর্শনী চলবে ১৫ই অক্টোবর থেকে ৩০ শে অক্টোবর পর্যন্ত। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিবিসি-২৪ এর প্রতিনিধিকে খান শওকতের নাট্যগ্রন্থ প্রদান

ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে সফররত বিবিসি-২৪ নিউজ এর সিনিয়র সাংবাদিক জালাল মিয়ার হাতে নাট্যকার খান শওকত তুলে দিলেন তার লেখা ৩৫টা নাটকের পান্ডুলিপি "বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র" এবং ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের পোষ্টার ও দাওয়াত পত্র। তিনি জালাল মিয়াকে আগামী ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় এবং বাংলাদেশের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব দুটিতে অতিথী হিসেবে অংশগ্রহন করার জন্য আমন্ত্রনও জানান। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর এই প্রথম ভারতের মাটিতে দুই বাংলার নাট্যকর্মীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১ম ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব। উক্ত উৎসবের প্রতিটা নাটকই খান শওকত রচিত "বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র" থেকে বাছাই করা হয়েছে। বিষয়টি জানার পর গত ১লা অক্টোবরে জালাল মিয়া তার হোটেলে নাট্যকার খান শওকতের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহন করেন। শীঘ্রই এ সাক্ষাতকারটি প্রচার হবে এবং খান শওকত রচিত নাট্যগ্রন্থটি একজন সিনিয়র পরিচালকের কাছে তিনি হস্তান্তর করবেন এবং চেষ্টা করবেন যেন এ বইয়ের নাটকগুলো নির্মান করা হয় এবং প্রচার করা হয়।

আসছে ফেব্রুয়ারির ১ম সপ্তাহে ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে কলকাতা থেকে ২০ জন নাট্যশিল্পী আসছেন খান শওকত রচিত তিনটে নাটক মনচায়নের জন্য। নাটকগুলোর নামঃ (১) যাদবপুর দলমাদল পরিবেশন করবে- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (২) গোবরাপুর সংবিত্তি নাট্যসংস্থা পরিবেশন করবে- হানাদার এবং (৩) বাকসা ব্রাত্য নাট্যজন পরিবেশন করবে- খুনী ডালিম বলছি। এছাড়া বাংলাদেশের দেশ থিয়েটার সিলেটের- স্বাধীনতার ঘোষক, পাবনা থিয়েটার-৭৭ এর- আমার বাড়ি টুঙ্গীপাড়া, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থিয়েটারের- ৭ই মার্চের ভাসন, থুকড়া গ্রাম থিয়েটারের- আমার নাম শেখ মুজিব এবং টঙ্গীর নাটভূমি রেপার্টরির নাটকসহ বেশ কয়েকটি নাট্যদল উক্ত নাট্য উৎসবে অংশ নেবেন। এরপর ফেব্রুয়ারির ১৬ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে তারা সবাই উপস্থিত হবেন কলকাতাতে ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে। আমি উক্ত কমিটির একজন সদস্য এবং খান শওকতের লেখা ৩৫টা নাটকের "বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র" আমি পড়েছি। তার লেখা অত্যন্ত গ্রহনযোগ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ। ইতিমধ্যে তার লেখা নাটকসমুহ আমেরিকা, ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মনচস্থ হয়েছে এবং প্রসংশিত হয়েছে। তার রচিত নাটকসমুহ নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রুবেল আনসার একটি গবেষনা গ্রন্থ লিখেছেন যেটা প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমি। বার্তা প্রেরকঃ খান শওকত (৯১৭)-৮৩৪-৮৫৬৬.

শারদোৎসবে আটলান্টিক সিটি মেয়রের শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন প্রবাসী হিন্দুরা

আটলান্টিক সিটি: শারদোৎসবের বার্তা পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটির প্রবাসী বাংগালি হিন্দুরা মেতে রয়েছেন দুর্গোৎসবের হরেক আয়োজনে। শারদোৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে আটলান্টিক সিটি।

আটলান্টিক সিটিতে অবস্থিত প্রবাসী হিন্দুদের মন্দিরে গত দুই অক্টোবর, রবিবার থেকে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়েছে।আগামী পাঁচ অক্টোবর, বুধবার দুর্গোৎসব শেষ হবে। দুর্গোৎসবে তিথিমতে পূজার যাবতীয় শাস্ত্রীয় কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা হচ্ছে ।

শারদোৎসবের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে রয়েছে পূজার্চনা, আরতি, প্রবাস প্রজন্মের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনা, আয়োজক সংগঠনের সদস্য- সদস্যাদের পরিবেশনায় সংগীত অনুষ্ঠান, পুঁথি পাঠ, সিঁদুর খেলা ও মহাপ্রসাদ বিতরন।

গত তিন অক্টোবর, সোমবার সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল মন্দির প্রাঙ্গণে শারদোৎসবে অংশগ্রহনকারী প্রবাসী হিন্দুদের সাথে শারদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তিনি তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রবাসী হিন্দুদের যে কোন প্রয়োজনে তাঁর প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিরূপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে আবাল বৃদ্ধবনিতার বাহারি সাজ ও নয়নাভিরাম পোশাক-আশাকে দুর্গোৎসব প্রাংগণ হয়ে উঠেছে উৎসবের রঙে রংগীন। প্রবাসী হিন্দুদের সব পথ এসে যেন মিশেছে মন্দির প্রাংগণে। তারা সারাক্ষণ মেতে আছেন আনন্দযজ্ঞে। দুর্গাপূজার এই কয়েকটা দিন আটলান্টিক সিটির প্রবাসী হিন্দুরা মেতে থাকবেন অনাবিল আনন্দে। - আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী

নিউইয়র্ক পুলিশে পদোন্নতি পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফাতেমা

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে পদোন্নতি পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ফাতেমা আমিন। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশে বিভাগের (এনওয়াইপিডি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পদোন্নতি লাভ করেন তিনি।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সিনিয়র পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এইড/ সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ফাতেমা আমিন। সম্প্রতি পুলিশ কমিশনার কিচেন্ট সেওয়েল পদোন্নতিপ্রাপ্তদের নিজ হাতে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন করম চৌধুরী এক বিবৃতিতে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ফাতেমা আমিন বর্তমানে মেডিকেল ডিভিশন বিলিংয়ে কর্মরত। ফাতেমা আমিন চাঁদপুরের পালিশারা গ্রামের চেয়ারম্যান প্রয়াত হাবীবুল্লাহ পাটয়ারীর এবং প্রয়াত ফাতেমা বেগমের নাতনি। ১৯৯৮ সালে ডিভি লটারি পেয়ে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান তিনি।

ফাতেমা আমিনের বাবা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন ঢাকা বোর্ডে সাবেক হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রয়াত মোহাম্মদ আলী আকবর এবং মা হাসিনা বেগম লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন।

ফাতেমা আমিন ২০০৩ সালে ইয়র্ক কলেজ থেকে অ্যাসোসিয়েট এবং মেডিকেল বিলিং কোডিংয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে ১৯৯৯ সালে কাবকো ফার্মাসিউটিক্যাল ইনকর্পোরেটেডে সহকারী ব্যবস্থাপক পদে ৭ বছর কর্মরত ছিলেন।

২০০৬ সালে নিউইয়র্ক সিটি ট্রাফিক ডিভিশনে ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট পদে যোগদান করেন ফাতেমা। ২০১২ সালে পরীক্ষায় উন্নতি হয়ে টাইটেল পরিবর্তন করে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এইড পদে যোগদান করেন এবং সাত বছর তিনি ক্যাপটেন ক্লারিকাল পদে ১০৬ প্রিসেন্টে কর্মরত ছিলেন। ফাতেমা আমিন ব্যক্তিগত জীবনে জমজ সন্তানের জননী। স্বামী মোহাম্মদ আমের আমিন এবং সন্তানদের নিয়ে নিউইয়র্কের কুইন্সে বসবাস করছেন তিনি।

নিউইয়র্কে কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রুহুল আমিনের বর্ণিল সংবর্ধনায় কুমিল্লাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

নিউ ইয়র্ক : বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক ম. রুহুল আমিনের সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক উৎসব। গত ২ অক্টোবর রাতে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের অন্যতম সামাজিক সংগঠন কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর

জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনের সফর সঙ্গী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে ম. রুহুল আমিনকে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. আলী আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম. খালেদুর রহমান মিয়াজী সবুজ ও কার্যকরী সদস্য আব্দুল্লাহ রেজা স্বপনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, এডভোকেট শাহ বখতিয়ার, সাবেক ডাকসু নেতা আবদুস সবুর, আয়োজক সংগঠনের সাবেক সভাপতি হাজী খবির উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া, সালাউদ্দিন চৌধুরী, কাজী তোফায়েল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, মোঃ আবুল হোসেন, শওকত পাটোয়ারী, ব্রাহ্মণবাড়িয়াা সোসাইটির সভাপতি এইচ এম ইকবাল, কুমিল্লা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি বদরুল হক আজাদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আল আমিন, প্রবাসী মতলব সমিতির সাধারণ সম্পাদক নাজির উদ্দিন সোহেল, সঙ্গীত শিল্পী ইফাত জাহান সুমি, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আব্দুল মতিন, তাছলিমা পাটোয়ারী, মোঃ হাবিব উল্লাহ, সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, এইচ আর ভূইয়া আখলাছ, মোঃ কাইয়ুম মিয়াজী, শাহীন আলম, সেলিম আহমেদ, মোঃ জাকির হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ সাইফুল ইসলাম, মাসুদ আলম, মামুনুর রশিদ, রাজন হাসান, সাইদুজ্জামান রিংকু, ইব্রাহিম খলিল, লিজা আক্তার, ইউটিউবার রুহুল, ওয়াসির, রাব্বী প্রমুখ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বাংলাদেশ-আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। শহীদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত রুহুল আমিনকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। আয়োজকরা ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে রুহুল আমিনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান হয়।

ম. রুহুল আমিন প্রবাসে কুমিল্লাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লার সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি দেশের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে প্রবাস প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি কুমিল্লাবাসীর যেকোন প্রয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অসাধারণ অবদান রাখছে প্রবাসীরা। বাংলাদেশে বেশি বেশি বিনিয়োগের আহবান জানিয়ে রুহুল আমিন বলেন, প্রবাসীরা যাতে নির্ভয়ে দেশে বিনিয়োগ করতে পারে সে পরিবেশ নিশ্চিতে ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার। প্রবাসীরা একযোগে এগিয়ে আসলে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত হওয়া সম্ভব।

রুহুল আমিন আয়োজকদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সব সময় তার এলাকাসহ বাংলাদেশের দরিদ্র-অসহায়দের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সব শেষে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ইফাত জাহান, মনিকা দাস, মনির জামান ও সিজন। শিল্পীদের মনোজ্ঞ পরিবেশনা গভীর রাত পর্যন্ত উপভোগ করেন দর্শক-শ্রোতারা। জাকজমকপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে কুমিল্লার বাসিন্দারা ছাড়াও কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিকসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী যোগ দেন।

সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. আলী আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম. খালেদুর রহমান মিয়াজী সবুজ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। ইউএসএনিউজ

আরব আমিরাতের গোল্ডেন ভিসা নীতি লুফে নিচ্ছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা

৫০ পৃষ্ঠার পর

চট্টগ্রাম বন্দরের শীর্ষ টার্মিনাল অপারেটর, রেল ও সড়কের সামনের সারির ঠিকাদারদেশের বড় ও মাঝারি এমন অনেক পুঁজিপতিই এখন আমিরাতের গোল্ডেন ভিসাধারী। আর দুবাইয়ের এ গোল্ড কার্ডধারী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দেশ থেকে বিপুল অংকের পুঁজি পাচার হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। একসময় বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণীর পুঁজিপতিদের কাছে অবকাশযাপনের জন্য জনপ্রিয় গন্তব্য ছিল দুবাই। তবে কয়েক বছরে বিনোদনের পাশাপাশি দুবাইকে ঘিরে ব্যবসায়িক কার্যক্রমেরও ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছেন বাংলাদেশী বিত্তবানরা। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশটির আবাসন খাতে বড় অংকের বিনিয়োগ করেছেন বাংলাদেশীরা। এছাড়া দেশের অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানই তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করছে দুবাইকে। জানা যায়, গোল্ডেন ভিসাধারী ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যরা আমিরাতে ১০ বছরের রেসিডেন্সিয়াল সুবিধা পান। ভ্রমণের ক্ষেত্রে গোল্ডেন কার্ডধারীদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া বেশ সহজ। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধা দেয়া হয় ভিসাধারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের। ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়াগুলোও এক্ষেত্রে তুলনামূলক সহজ। এদিকে সম্প্রতি গোল্ডেন ভিসাকে আরো জনপ্রিয় করতে এর প্রক্রিয়া সহজতর করার পাশাপাশি এর সুযোগ-সুবিধার পরিধি আরো প্রসার করেছে আরব আমিরাত। আগে গোল্ডেন কার্ডধারীরা টানা ছয় মাসের বেশি আমিরাতের বাইরে অবস্থান করার সুযোগ ছিল না। তবে ৩ অক্টোবর সংশোধন করা নীতি অনুযায়ী, গোল্ডেন ভিসাধারীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশটির বাইরে অবস্থান করতে পারবেন।

দুবাইয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন মোহাম্মদ মাহবুব পারফিউমস ও টোকিওস্যাট এলএলসি গ্রুপের কর্ণধার মো. মাহাবুব আলম। আমিরাতে গোল্ডেন ভিসাপ্রাপ্ত বাংলাদেশীদের মধ্যে শুরুর দিককার একজন তিনি। বাংলাদেশী পুঁজিপতিদের মধ্যে গোল্ড কার্ড গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধির বিষয়ে বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'গোল্ডেন ভিসার কারণে একদিকে যেমন দেশটির পক্ষ থেকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, পাশাপাশি এটা সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানেরও বিষয়। বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া কোনো ধরনের জটিলতা ছাড়াই বেশ দ্রুত সম্পন্ন হয়। বিশেষ করে করোনাকালীন দেশটিতে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে যখন বেশ বিধিনিষেধ ছিল, তখন এখানকার নাগরিক ও গোল্ডেন ভিসাধারীরা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পেরেছেন। সুযোগ-সুবিধা ও সম্মানের কারণে করোনা-পরবর্তী সময়ের এ কার্ডটি পাওয়ার জন্য বাংলাদেশীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আগ্রহীরা অনেক বেশি হারে আবেদন করতে শুরু করেন। বিশেষ করে গত এক বছরে প্রচুরসংখ্যক বাংলাদেশী এ ভিসা পেয়েছেন। কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো তথ্য প্রকাশ না করা হলেও সাধারণ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আমিরাতের গোল্ডেন ভিসা প্রাপ্তির দিক থেকে এশিয়ার মধ্যে ভারতের পরেই বাংলাদেশীদের অবস্থান। আমার জানা মতে, বর্তমানে অন্তত দুইশ বাংলাদেশী এ ভিসা পেয়েছেন। এর মধ্যে অন্য পেশার কিছু ব্যক্তি থাকলেও নব্বই শতাংশের বেশিই ব্যবসায়ী।'

গোল্ডেন ভিসা প্রদানের প্রক্রিয়া সহজীকরণ বিষয়ে এ ব্যবসায়ী বলেন, '২০১৯ সালে আমরা যখন এ ভিসার জন্য আবেদন করি, তখন নানা ধরনের শর্ত ছিল। বিভিন্ন আর্থিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের নিরীক্ষা প্রতিবেদনও জমা দিতে হয়েছিল। তখন শত মিলিয়ন দিরহামের মালিক এমন অনেকেও এ ভিসা পাননি। আর এখন দুই মিলিয়নের মালিক হলেও এ ভিসার আবেদন করতে পারেন। শর্ত ছাড়াও ভিসা প্রদানের প্রক্রিয়াও আগের চেয়ে অনেক সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে।'

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সম্প্রতি বছরগুলোয় বড় ও মাঝারি মানের বাংলাদেশী পুঁজিপতিরা সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছেন আবাসন খাতে। দুবাইয়ের ইংরেজি ভাষার টেলার রিপোর্ট ও আরবি ভাষার ইমারাত আল ইউমের একটি প্রতিবেদনেও এমন তথ্য উঠে আসে। বাংলাদেশীদের বিনিয়োগ নিয়ে গত বছর 'রিচ পিপল অব বাংলাদেশ বাই রিয়েল এস্টেট ইন দুবাই ওর্থ ১২৩ মিলিয়ন দিরহামস' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে টেলার। দুবাইয়ে ভূমি বিভাগের বরাত দিয়ে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনাকালে আরব আমিরাতের আবাসন খাতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছেন বাংলাদেশীরা। এ খাতে বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৩০ লাখ দিরহাম।

দুবাইয়ে সম্পত্তি গড়ার ক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডস ও সুইজারল্যান্ডের নাগরিকদেরও পেছনে ফেলেছেন বাংলাদেশীরা। দেশটির ধনাঢ্যরা ১১ কোটি ৭৬ লাখ ৭০ হাজার দিরহামের সম্পত্তি কিনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। আর দুবাইয়ে সুইজারল্যান্ডের নাগরিকরা ১১ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার দিরহামের সমপরিমাণ বিনিয়োগ করে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। চীনের মতো দেশকেও এক্ষেত্রে হার মানিয়েছেন বাংলাদেশীরা। চীনের নাগরিকরা ১০ কোটি ৭৯ লাখ দিরহামের সম্পত্তি কিনেছেন। আর জার্মানির নাগরিকরা সাড়ে ১০ কোটি দিরহামের সম্পত্তি কিনে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন।

আবাসন খাতে বেশি বিনিয়োগের কারণ বিষয়ে কথা হয় দুবাইয়ে বসবাসরত বাংলাদেশী একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর। তিনি নিজেও গোল্ডেন ভিসাধারী। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, আবাসনে বিনিয়োগ করলে কোনো ধরনের ঝুঁকি থাকে না। বরং উল্টো এর মূল্য বাড়তে থাকে। এছাড়া নিয়মিত দেখভাল বা সময় দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যেহেতু দুবাইয়ে বিনিয়োগকারী অনেক বাংলাদেশীই এখানে অবস্থান করেন না, তাই তাদের পক্ষে অন্য কোনো খাতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। তিনি আরো বলেন, যারা নিয়মিত দুবাইয়ে আাসা-যাওয়া করেন, তারা এখানে নিজেদের থাকার জন্য প্রপার্টি গড়ে তুলছেন। অনেকে নিজে অবস্থান করতে না পারলেও তার পরিবারের সদস্যদের এখানে রেখে যান। পরিবারের সদস্যদের অবস্থানের জন্যও অনেকে প্রপার্টি কিনছেন। এসব কারণেই রিয়েল এস্টেটে বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের পরিমাণ এত বেশি।

গত কয়েক বছরে দুবাইয়ে বড় মাপের ব্যবসা শুরু করেছে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বৃহৎ শিল্প গ্রুপ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এজন্য বাংলাদেশ থেকে বিপুল অংকের অর্থ অবৈধ পন্থায় দুবাইয়ে স্থানান্তর করতে হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া বিদেশে বিনিয়োগ করা নিষিদ্ধ। দুবাইয়ে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও আমলা শ্রেণীর বাংলাদেশী পুঁজিপতিরা দুবাইয়ে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনছেন। আবাসন খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি বাংলাদেশী ধনাঢ্যরা স্বর্ণ, পোশাক, রেস্টুরেন্ট ও বেকারি খাতেও বেশ বিনিয়োগ করছেন বলে জানান তারা। আরব আমিরাতে দুই দশকের বেশি সময় ধরে বাস করছেন এমন একজন বাংলাদেশীর ভাষ্যমতে, 'দুবাইয়ে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন, আর এখানে ফ্ল্যাট নেই এমন ধনাঢ্য ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। বরং দেশে যেমন বড় অট্টালিকা গড়ার এক ধরনের প্রতিযোগিতা রয়েছে, এখানেও এখন সেটি শুরু হয়েছে। সামনে নির্বাচনকে সামনে রেখে এ হার আরো বাড়তে পারে। এজন্য অর্থ স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে এমন ব্যক্তি ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলো আগের চেয়ে বেশি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।'-বণিকবার্তা

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রবাসীদের জন্য সেরা শহর লিসবন

৫০ পৃষ্ঠার পর

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জর্জিয়ার তিবিলিসি। সামগ্রিকভাবে ৬.৫১ স্কোর নিয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা লিসবন-এর উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয় ১,৩৬৭ ইউরো,গড় ভাড়া ব্যয় ৮৬৫ ইউরো এবং গড় বেতন ৯৫৯ ইউরো। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে পর্তুগালের লিসবনে বিক্ষোভ-সমাবেশে বাংলাদেশিরা। ইন্টারনেটের গতি লিসবনে অনেক দ্রুত, তবে, ২৯ এমবিপিএস-এ যা দূরবর্তী কর্মীদের জন্য দুর্দান্ত, যাদের কাজ করার জন্য একটি উচ্চ-গতির সংযোগ প্রয়োজন। প্রাণবন্ত শহরটি স্থানীয় এলাকায় উপভোগ করার জন্য ৪৭৬ টি ক্রিয়াকলাপও গর্ব করে, যেমন শহর ভ্রমণ এবং নদী ভ্রমণ।

নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে, লিসবনের একটি শহরের নিরাপত্তা সূচক স্কোর ১২০ এর মধ্যে ৭০.৮৭। তাই এটি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং-এ প্রবাসীদের জন্য নিরাপদ গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি।

পর্তুগালের সিআরসিআইপিটির ইফতার মাহফিল

ব্লমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইউরোপের প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে একটি, লিসবন নিজেকে একটি হিপস্টার গন্তব্য হিসাবে নতুন করে উদ্ভাবন করেছে, বার্ষিক ওয়েব সামিটের মতো ইভেন্টগুলি হোস্ট করে এবং ইউরোপের সবচেয়ে দর্শনীয় সৈকতগুলির কিছু সহজ নাগালের মধ্যে সংস্কৃতি, রাতের জীবন এবং উষ্ণ আবহাওয়ার মিশ্রণ অফার করে।

গত বছর প্রবাসী ওয়েবসাইট ডিসপ্যাচেস দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে যে "তর্কাতীতভাবে এই মুহূর্তে ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রবাসী গন্তব্য," লিসবন এমন একটি গর্জন উপভোগ করছে যা ধনী অভিবাসীদের রাজধানীতে বা আলগারভ উপকূল বাড়ি কেনার কারণে সম্পত্তির দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

'ক্লাস খুব কঠিন' - শিক্ষার্থীদের অভিযোগে চাকরি গেল

৫০ পৃষ্ঠার পর

কাজ করেছেন। অধ্যাপক মেটল্যান্ড জোনস কয়েক দশক ধরে জৈব রসায়ন পড়ান। ১৯৭৩ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রিন্সটনে পড়িয়েছেন। এরপর নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে বার্ষিক চুক্তিতে যোগ দেন। অধ্যাপক জোনস শিগগিরই অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। নিউইয়র্ক টাইমসকে তিনি বলেছেন, 'আর চাকরি ফিরে চাই না। আমি শুধু নিশ্চিত করতে চাই যে, এটি অন্য কারো সঙ্গে যেন না ঘটে।' এদিকে অনেকে বলছেন, মহামারিতে পড়াশোনা থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার কারণে অনেক শিক্ষার্থীকেই তালে ফিরতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। সেই দায় কেন অধ্যাপককে নিতে হবে? একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর নিজের ভালোমন্দ বোঝার সক্ষমতা থাকা উচিৎ বলেও মত দিয়েছেন অনেকে।

নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে বিজয়ীদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল হস্তান্তর

নিউ ইয়র্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত কমিটি রব-রুহুল পরিষদের নেতাদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল হস্তান্তর করেছে সোসাইটির নির্বাচন কমিশন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে সোসাইটির এলমহার্স্টের কার্যালয়ে এই ফল বুঝিয়ে দেওয়া হয়। নবনির্বাচিত কমিটির নেতারা উপস্থিত থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ফলাফল গ্রহণ করেন। বিজয়ীদের পক্ষে সভাপতি আবদুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী পূর্ণাঙ্গ ফলাফল গ্রহণ করেন। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, রুহুল আমিন সরকার, কায়সারুজ্জামান কয়েস ও খোকন মোশারফ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে পরাজিত প্যানেল নয়ন-আলী পরিষদের নেতারা ফলাফল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। তবে নয়ন-আলী পরিষদের পক্ষে সমাজকল্যাণ সম্পাদক প্রার্থী আবুল কাশেম চৌধুরী নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ফলাফল গ্রহণ করেন। এর আগে ১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচন শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন অনানুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করে।

অন্যদিকে সোসাইটির দায়িত্ব হস্তান্তরের দিনক্ষণ এখনো ঠিক হয়নি। সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার দায়িত্ব হস্তান্তরের বিষয়ে বলেন, এখনো দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। তবে আমি কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে বলেছি, আমরা যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করব। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান দিনক্ষণ ঠিক করবেন। তিনি যখনই দিন ঠিক করবেন এবং দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বলবেন, আমরা সেই সময়ে তা বুঝিয়ে দেব। তবে নতুন কমিটির কাছে আমরা যে হিসাব বুঝিয়ে দেব, তা সিপিএ দিয়ে সার্টিফায়েড করিয়েই দেব। কারণ, আমরা চাই না এ নিয়ে পরবর্তী সময়ে কোনো জটিলতা তৈরি হোক। আমরা ২০২১ সাল পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ আপ টু ডেট করে রেখেছি। তবে ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত কমিশনকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং কী পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছে, সেই হিসাব আমরা এখনো কমিশনের কাছ থেকে পাইনি। কমিশন আমাদেরকে তা দিলে সেই হিসাবও সোসাইটির সকল হিসাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সার্টিফায়েড করে দেওয়া হবে।

ফলাফল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়া প্রসঙ্গে আবদুর রহিম হাওলাদার বলেন, নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচনের দিনই কমিশন ঘোষণা করেছে। আসলে নির্বাচনে অনিয়ম হয়েছে। এটা সবাই জানেন। তাই এ নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না। তবে পারিবারিক ব্যস্ততা থাকায় আমি অনুষ্ঠানে থাকতে পারব না, এটি আগেই সেক্রেটারিকে বলে দিয়েছিলাম। কোষাধ্যক্ষ ও পরাজিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, সোসাইটির নির্বাচনে অনিয়ম হয়েছে। মেশিনে ত্রুটি ছিল। এসব কারণে ফলাফল আমাদের পক্ষে আসেনি। আমরা জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও জয় পাইনি। আসলে নির্বাচনে কী হয়েছে এটা এখন আস্তে আস্তে সবাই জানছেন। আমি সেক্রেটারিকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি যে অনুষ্ঠানে থাকতে পারব না, কারণ আমার পারিবারিক ব্যস্ততা আছে। তবে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে তখন অবশ্যই উপস্থিত থেকে নবনির্বাচিত কমিটির হাতে সব হিসাব-নিকাশসহ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেব। তিনি আরো বলেন, আমরা ২০২১ সাল পর্যন্ত হিসাব করে রেখেছি। কিন্তু কমিশনের কাছ থেকে আমরা এখনো হিসাব পাইনি। আমি সেক্রেটারি জেনারেলকে বলেছি হিসাবটি তাদের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য। তারা হিসাব বুঝিয়ে দিলে আমরা সেটি নিয়ে নতুন কমিটিকে বুঝিয়ে দেব।-ইউএসএনিউজ

রপ্তানি, প্রবাসী আয় কমেছে, রিজার্ভ নিয়ে ভাবনা

৫০ পৃষ্ঠার পর

পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের সেপ্টেম্বরের চেয়ে ছয় দশমিক ২৫ শতাংশ কম। তবে আশার কথা হচ্ছে, টানা ১৩ মাস বাড়তি ধারায় থাকার পর রপ্তানি আয় কমল।

এই দুই উৎস থেকে আয় কম হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত ২৯ সেপ্টেম্বর ৩৬.৪৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। গতবছর রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল।

কেন কম? প্রবাসী আয় কমার একটি কারণ হতে পারে দেশে কার্ব মার্কেট বা খোলা বাজারে ডলার বেচে পাওয়া টাকা আর ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠানো টাকার পরিমাণের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকা। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে এই পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল। বিদেশ থেকে কারও মাধ্যমে দেশে ডলার পাঠিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি করলে অনেক বেশি টাকা পাওয়া যাচ্ছিল।এছাড়া বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় প্রবাসীদের জীবনযাপনের ব্যয় বেড়েছে। সে কারণে হয়ত তারা বেশি টাকা পাঠাতে পারেননি। আর রপ্তানি আয় কমার কারণ তৈরি পোশাকের বিক্রি কমে যাওয়া। বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান প্রথম আলোকে বলেছেন, তিন মাস ধরে পোশাকের নতুন ক্রয়াদেশ আসার গতি কম। কয়েকটি বড় ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান বেশ কিছু ক্রয়াদেশ স্থগিত করেছে। এর পেছনেও মূল্যস্ফীতির ভূমিকা থাকতে পারে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় বাজার ইউরোপ ও অ্যামেরিকায় মূল্যস্ফীতির কারণে ক্রেতারা পোশাক কম কিনছেন।

রিজার্ভ নিয়ে চিন্তা : বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের তিন উৎসের দুটি থেকে আয় কম হওয়া অবশ্যই উদ্বেগের। কারণ এর সঙ্গে রিজার্ভের বিষয়টি জড়িত। রিজার্ভের এখন যে পরিমাণ, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হলেও এটি যেন আর না কমে সেদিকে নজর রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বিদেশি ঋণ পরিশোধের বিষয়টি সমস্যা তৈরি করতে পারে। কারণ ভবিষ্যতে বছর বছর ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বাড়বে। রাশিয়ার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে রূপপুরে যে বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে সেটি ২০২৬ সাল থেকে পরিশোধ শুরু করতে হবে। এছাড়া চীনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে যে সড়ক টানেল নির্মিত হচ্ছে সেই ঋণ পরিশোধ শুরু হবে এই অর্থবছর থেকেই।-ডয়চে ভেলে

১৬ অক্টোবর জ্যামাইকায় শো টাইমের ঢালিউড এওয়ার্ড

৫০ পৃষ্ঠার পর

মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম জানান, এবারের আয়োজনের বিশেষ আকর্ষণ বলিউড অভিনেত্রী নার্গিস ফাখরি। এওয়ার্ড আসরের টাইটেল স্পন্সর যৌথভাবে উৎসব গ্রুপ, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার এবং ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি। অ্যাওয়ার্ড'র অন্যতম স্পন্সর শাহ নেওয়াজ এবং রিয়েটর মইনুল ইসলামও বক্তব্য রাখেন।

আলমগীর খান আলম বলেন,ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা আছে। মিডিয়াসহ প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করে সাংবাদিকদের জানান, ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রায় ২০ জন তারকা অংশগ্রহণ করবেন। তিনি জানান। এদের মধ্যে শাকিব খান ঢাকায় ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ততার জন্য আপাতত আসতে পারছেন না। অন্য সকলেরই যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নেয়া হয়ে গেছে। তারকাদের মধ্যে নার্গিস ফাখরি, মেহজাবিন চৌধুরী, চঞ্চল চৌধুরী, তাহসান, রিজিয়া পারভীনসহ আরও অনেকেই যোগদান করবেন। আলম আরও জানান, ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য ৩৫টি ক্যাটেগরি বিবেচনা করা হয়। মূল অনুষ্ঠানে ছবি তোলার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টি উত্থাপিত হলে তিনি জানান, মিডিয়াকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে ছবি সরবরাহ করা হবে। অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য ৫০, ১০০ ও ১৫০ ডলার মূল্যের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানের দিন আমাজুরা হলেও টিকেট ক্রয় করার ব্যবস্থা রাখা হবে।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

সীমান্ত টপকে আসা অভিবাসীদের ঢল সামলাতে নিউ ইয়র্ক সিটিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা

পরিচয় রিপোর্ট: টেক্সাস, আরিজোনা সীমান্ত টপকে আসা অভিবাসীদের ঢল সামলাতে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস শেষ পর্যন্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। গত কয়েক মাসে টেক্সাসের রিপাবিলকান দলীয় গভর্ণর গ্রেগ এবট বাসযোগে টেক্সাস সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা ১৮ হাজার অভিবাসীকে অভিবাসীদের প্রতি বন্ধুসুলভ হিসেবে পরিচিত নিউ ইয়র্ক সিটিতে। এদের মধ্যে বেশীরভাগই ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর এর নাগরিক। এদের অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। বাইডেন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে বৈধ কাগজপত্রহীন এসব অভিবাসীকে নতুন নীতিমালা অনুযায়ী জেলে না পাঠিয়ে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশনা দিয়ে এদের দেখভাল করার জন্য আত্মীয় স্বজন কিংবা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকমুলক প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিচ্ছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির ডেমক্রেটদলীয় মেয়র এরিক এডামস এসকল অভিবাসীদের আশ্রয় দেওয়া নিউ ইয়র্ক সিটিবাসীর নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন এবং তাদের সর্বোতভাবে সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। অভিবাসীদের সাহায্য প্রদানের প্রক্রিয়াকে সহজতর এবং দ্রুততর করার নিমিত্ত জরুরী অবস্থা জারী করা হয়েছে।

মেয়র অভিভাসীদের সাহায্য প্রদানে নিউ ইয়র্ক সিটিকে আর্থিক ও অন্যান্য সুযাগে সুবিধা প্রদানের জন্য বাইডেন প্রশাসন ও নিউ ইয়র্ক ষ্টেট এর গভর্নর ক্যাথি হোকুলের প্রতি আহবান জানান।

মেয়র আরো জানান অভিবাসীদের সহেযাগিতায় নিউ ইয়র্ক সিটি ১ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ব্যয় করার পরিকল্পনা করছে এবং ব্রুক্সের অরচার্ড বীচ এলাকায় তাঁবু স্থাপনের পরিবর্তে র‍্যান্ডালস আইল্যান্ডকে অস্থায়ী আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তুলছে।

তবে অভিবাসীদের এ সমস্যাটি এখন শুধু নিউ ইয়র্ক সিটির সমস্যা নয়, ডেমোক্রেটদের জন্য আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের পূবে এক রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছে। ডেমোক্রেটদের অধিকাংশই ইমিগ্রেশন এর বিষয়ে উদারপন্থী আর রিপাবলিকানরা হচ্ছে কট্টর। অবশ্য সর্বশেষ সমন্বিত ইমিগ্রেশ্য ান বিলটি সাবেক রিপাবলিকান প্রেসডিন্টরোনাল্ড রিগ্য ান এর শাসনামলেই পাশ হয়েছিল।

রপ্তানি, প্রবাসী আয় কমেছে, রিজার্ভ নিয়ে ভাবনা

জাহিদুল হক

গত রোববার (২ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংক জানায় সেপ্টেম্বরে ১৫৩ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা গত সাত মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে ১৪৯ কোটি ডলার পাঠিয়েছিলেন বিদেশিরা। একই দিন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো জানিয়েছে সেপ্টেম্বরে ৩৯১ কোটি ডলারের *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

প্রকাশিত হচ্ছে 'শেফ খলিলের ১০০ রেসিপি'

পরিচয় রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক এর জনপ্রিয় শেফ ও খলিল বিরিয়ানী হাউসের প্রতিষ্ঠাতা মো: খলিলুর রহমান এর নিজের বাছাই করা ১০০টি মুখরোচক রান্নার রেসিপি নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে 'শেফ খলিলের ১০০ রেসিপি' গ্রন্থটি। আগামি বইমেলায় গ্রন্থটি পাওয়া যাবে বলে শেফ খলিল আশা করছেন। আপাতত: বিস্তারিত জানাতে অনিচ্ছুক শেফ খলিল বলেন, বইয়ে যে ১০০টি রেসিপি রয়েছে, সেগুলি তাঁর খুবই প্রিয় খাবারের রেসিপি, স্বাদ এবং রুচির মজাদার সমন্বয় ঘটাতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চুড়ান্ত করা হয়েছে । তিনি আশা করেন বইয়ে উল্লেখিত রেসিপি অনুসরণ করে একজন ভোজনবিলাসী মানুষ তৃপ্তিসহকারে খেতে সক্ষম হবেন।

নিউইয়র্কে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক নাঈম টুটুলের বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা

পরিচয় রিপোর্ট: নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মর্টগেজ ব্যাংকার, সমাজ সেবক ও উক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের আজীবন দাতা সদস্যনাঈম টুটুলকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। গত ৪ অক্টোবর রাতে ওজনপার্কের একটি রেষ্টুরেন্টে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সিরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি বেলায়েত হোসেন স্বপন। এলাকার

জ্যামাইকায় বেদান্ত সোসাইটির পূজায় নিউইয়র্ক নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস

পরিচয় রিপোর্ট: বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক ইন্ক জ্যামাইকায় তাজমহল পার্টি হলে চারদিন ব্যাপী দুর্গাপূজার বর্ণাঢ্য আয়োজন করে। ২ অক্টোবর রোববার পূজা উৎসবের উদ্বোধনী দিনে মন্ডপে উপস্থিত হন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস। উপস্থিত ভক্ত ও সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, বেদান্ত সোসাইটির পুজায় আসতে পেরে তিনি আনন্দিত ও কৃতার্থ । নিউইয়র্ক সিটি সবার। এখানে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রবাসীদের জন্য সেরা শহর লিসবন

রনি মোহাম্মদ, লিসবন (পর্তুগাল) : পর্তুগালের রাজধানী লিসবন প্রবাসীদের জন্য সেরা শহরগুলির জন্য বিশ্বব্যাপী র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

আমেরিকান ভাষা শেখার অ্যাপ এবং ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম প্রিপ্লির 'গ্লোবাল এক্সপ্যাট ইনডেক্স' র‍্যাঙ্কিংয়ে এ স্থান দখল করে ট্রাভেলবুকের জরীপে বিশ্বের 'সেরা গন্তব্য শহর' নির্বাচিত লিসবন। তালিকার শীর্ষে রয়েছে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর, *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

১৬ অক্টোবর জ্যামাইকায় শো টাইমের ঢালিউড এওয়ার্ড

নিউ ইয়র্ক: আগামি১৬ অক্টোবর রোববার শোটাইম মিউজিক এর তত্ত্বাবধানে 'ঢালিউড ফিল্ম এ্যান্ড মিউজিক এওয়ার্ড'র ২০তম আসর বসতে যাচ্ছে জ্যামাইকাস্থ ১৭০০ আসন বিশিষ্ট আমাজুরা হলে। গত ৪ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটের নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত মিট দ্যা প্রেসে ফিল্ম এ্যান্ড মিউজিক এওয়ার্ড' অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানিয়ে শোটাইম *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

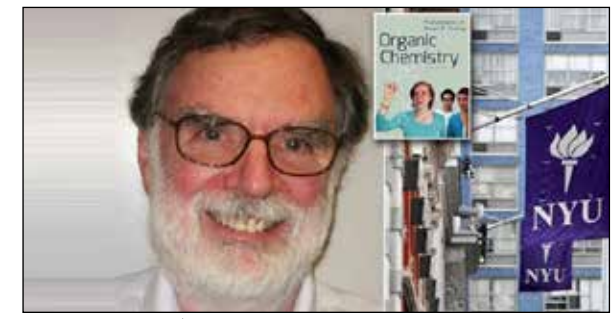

'ক্লাস খুব কঠিন' - শিক্ষার্থীদের অভিযোগে চাকরি গেল নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের

পরিচয় ডেস্ক : বয়স তাঁর ৮৪ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে পড়াচ্ছেন। জনপ্রিয় একটি পাঠ্যপুস্তকের লেখক। শিক্ষকতার জন্য পুরস্কারও পেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের অভিযোগের ভিত্তিতে সেই অধ্যাপককে বরখাস্ত করলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের অভিযোগ ছিল, ওই অধ্যাপকের ক্লাস তাঁদের কাছে খুব কঠিন লাগে। এই কোর্সে খুব খারাপ স্কোর পেয়েছেন তাঁরা। শিক্ষার্থীরা এই অধ্যাপককে সরানোর জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেন।

অধ্যাপকের নাম মেটল্যান্ড জোনস। ৩৫০ জন শিক্ষার্থীকে জৈব রসায়ন পড়ান তিনি। কিন্তু একপ্রকার হঠাৎ করেই বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের কাছ থেকে একটি বার্তা পান তিনি। সেখানে তাঁর সঙ্গে চুক্তির অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়। সেমিস্টার শুরু হওয়ার ঠিক আগে এমন বার্তা পান তিনি।

রসায়ন বিভাগের স্নাতক অধ্যয়নের পরিচালক মার্ক এ. ওয়াল্টার্স অধ্যাপক ড. জোনসকে একটি ই-মেইলে বলেন, এই পদক্ষেপটি শিক্ষার্থীদের এবং যারা টিউশন বিল দেন তাঁদের প্রতি একটি মৃদু কিন্তু দৃঢ় হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সামিল। বাবা-মায়েরাও এটি চাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারাও শিক্ষার্থীদের তাঁদের খারাপ গ্রেড পর্যালোচনা করার প্রস্তাব দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন।

শিক্ষার্থীদের পিটিশনে বলা হয়েছে, 'আমরা আপনাকে এটা বোঝার জন্য অনুরোধ করছি যে, এত বেশি শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি এবং কম গ্রেড পাওয়া একটি ক্লাস শিক্ষার্থীদের শেখা এবং সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি রসায়ন বিভাগের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলছে।'

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদক্ষেপ নিয়ে ভেতরে-বাইরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। খোদ রসায়নের অধ্যাপক পরমজিৎ অরোরা বলেছেন, 'ডিনেরা স্পষ্টতই দিন দিন নিচে নামছেন। তাঁরা এমন সুখী শিক্ষার্থী চান যারা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সব ভালো ভালো কথা বলবেন, যাতে আরও বেশি লোক এখানে (ভর্তির) আবেদন করেন। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে খবরের শিরোনামে থাকে।' অধ্যাপক পরমজিৎ অরোরা দীর্ঘদিন ড. জোনসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

আরব আমিরাতের গোল্ডেন ভিসা নীতি লুফে নিচ্ছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা

দুবাই:: বিত্তবান বিদেশীদের আকৃষ্ট করতে ২০১৯ সালে গোল্ডেন ভিসা চালু করে সংযুক্ত আরব আমিরাত। বাংলাদেশী ধনিক শ্রেণীর অনেকেই আমিরাতের দেয়া এ সুযোগ লুফে নিচ্ছেন। ব্যাংক পরিচালক, পোশাক ব্যবসায়ী, *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯